

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ১৬/০৬/২০০৮)

মনগড়া পদ্ধতিতে আরবী মাস গণনা করা হারাম।  
উনত্রিশতম দিনে খালি চোখে চাঁদ তালাশ করা শরীয়তের  
নির্দেশ। অথচ চাঁদ না দেখে সউদী আরব তাদের মনগড়া  
নিয়মে আরবী মাসের তারিখ গণনা করে যাচ্ছে

-সাইয়িদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

সউদী আরবের ‘উম্মুল কুরা’ তাদের আরবী মাসের ক্যালেন্ডার  
রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু আরবী মাস শুরু করার জন্য মাসের  
উনত্রিশতম দিনের সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখার কোন চেষ্টা ‘উম্মুল কুরা’  
করে না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইসলাম দরদী এই দেশটি চাঁদ না দেখে  
তাদের মনগড়া নিয়মে আরবী মাসের তারিখ গণনা করে যাচ্ছে। তাদের  
বানানো একটি নিয়মে প্রতিটি আরবী মাস শুরু হয়। তাদের পদ্ধতিতে  
অমাবস্যার দিন যদি সূর্য অস্ত যাবার পরে চাঁদ অস্ত যায় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে  
অমাবস্যা সংঘটিত হয় তবে পরের দিনটি আরবী মাসের প্রথম তারিখ।  
কিন্তু আরবী মাস শুরু করার তাদের এই বানানো পদ্ধতিতে দেখা গেছে  
বেশি সংখ্যক মাস অতিবাহিত হয় যেদিন চাঁদ দেখা যায় না। শুধু তাই নয়,  
চাঁদ দেখা যাবার আকৃতিতেও আসে না। আবার অনেক সময় এই নিয়মে  
চাঁদ দেখা যাবার আকৃতিতে এলেও মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না গেলেও  
পরের দিন থেকে তারা নতুন মাসের প্রথম তারিখ ঘোষণা করে। যদিও  
শরীয়তে আকাশ মেঘলা থাকলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করার নির্দেশ রয়েছে  
কিন্তু সউদী সরকারের কাছে শরীয়তের নির্দেশের চেয়ে তাদের বানানো  
পদ্ধতির অনুসরণই লক্ষ্য করা যায়। (নাউয়ুবিল্লাহ)

সউদী সরকার আরবী মাসের তারিখ ঘোষণাতে শরীয়তের  
নির্দেশের পরিবর্তে অনেকগুলো মনগড়া নিয়ম মেনে চলে। যেমন-

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

- ১। সউদী সরকার শাবান, রমাদান, যিলহজ্জ মাস ব্যতীত চাঁদ দেখার  
চেষ্টা করে না।
- ২। শরীয়তের নির্দেশের অনুসরণ না করে তাদের বানানো পদ্ধতির  
অনুসরণ করে আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করে।
- ৩। কোন মাসে চাঁদ দেখা যাবার আকৃতিতে এলেও যদি মেঘের  
কারণে চাঁদ দেখা নাও যায় কিন্তু তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী পরের দিন  
মাস শুরুর নিয়ম থাকলে তারা তাদের নিয়মেরই অনুসরণ করে।
- ৪। যে তিনটি মাসের উনত্রিশতম দিনে চাঁদ দেখার দাবি করে  
প্রায়শই সেদিনগুলোতে বাস্তবে দেখা যায় না।
- ৫। মাসের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ করে।
- ৬। সউদী আরবের ছয়টি প্রদেশে ছয়টি চাঁদ দেখা কমিটি থাকলেও  
তাদের চাঁদ দেখার রিপোর্টকে উপেক্ষা করা হয়।
- ৭। কখনো কোনো মাসের প্রথম তারিখ ঘোষণা করলেও পরে পুনরায়  
তারিখ পরিবর্তন করে।
- ৮। সউদী সরকার তাদের ভুল পদ্ধতির কারণে মাঝে মাঝে কোন  
কোন আরবী মাস ৩১ দিনে পূর্ণ করে।

সউদী আরবে ১৪২৯ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাস সঠিক তারিখে  
শুরু হলেও শরীয়তের কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। উম্মুল কুরা  
তাদের মনগড়া নিয়মে জুমাদাল উখরা মাসের যে তারিখ ঘোষণা  
করেছিলো সে তারিখ অনুযায়ীই তারা শুরু করেছে। কিন্তু আরবী মাস শুরু  
করার এ সকল বানানো পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত। এ পদ্ধতি চলতে  
থাকলে সউদী আরবে মুসলমানদের রমাদান, শাওয়াল ও হজ্জ ইত্যাদি  
মাসের আমলগুলো যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বের  
দুইশ’ কোটি মুসলমানের উচিত এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং সউদী  
সরকারের এহেন কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ২৭/০৬/২০০৮)

সারাবিশ্বে যারা একই দিনে রোযা-ঈদসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করার কথা বলে তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল। ভূগোলের সামান্যতম জ্ঞানও তাদের নেই।

-সাইয়্যিদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

আখিরী রসূল, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, ‘তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) কর।’ রমযান শরীফ-এর চাঁদ দেখা ওয়াজিবে ক্বিফায়া। কাজেই কিছু সংখ্যক লোক দেখলেই সকলের জন্যে রোযা ফরয হয়ে যাবে। চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ফরয হবে, চাঁদ দেখা না গেলে রোযা ফরয হবে না। সারাবিশ্বে যারা একদিনে রোযা রাখা এবং একদিনে ঈদ করার কথা বলে থাকে, সামান্যতম ভৌগোলিক জ্ঞানও তাদের নেই। কেননা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন দিন, তখন অন্য প্রান্তে পূর্ব বা পরের দিন অথবা রাত। কাজেই সেখানে তখন চাঁদ দেখার প্রশ্নই আসে না। তাহলে কি করে একদিনে সারাবিশ্বে রোযা রাখা বা ঈদ করা যেতে পারে? এটা মূলতঃ নেহায়েত অজ্ঞতা ও জিহালতপূর্ণ কথা। তারা হানাফী মাযহাব এর ইমাম, ইমামে আ’যম হযরত আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার উদয়স্থলের পার্থক্য সংক্রান্ত ক্বওল না বুঝার কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।

সেটা হচ্ছে “হানাফীদের নিকট একই উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।” একই উদয়স্থলের সীমা রেখা হচ্ছে ৪৮০-৫০০ মাইলের মধ্যে। এর মধ্যে যারা চাঁদ দেখবে তাদের রোযা রাখতে হবে। আর যারা এর বাইরে থাকবে কিন্তু চাঁদ দেখবে না, তাদেরকে রোযা রাখতে হবে না। এটাই হচ্ছে উদয়স্থলের পার্থক্যের মূল কথা। একই উদয়স্থলের মধ্যে যারা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

চাঁদ দেখবে তাদের সকলের জন্যে একই হুকুম হবে। কিন্তু শাফিয়ী মাযহাব মতে প্রত্যেক শহরে আলাদা আলাদা চাঁদ দেখতে হবে। এটা আমাদের হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন যদি হয় যে, আলাদা উদয়স্থলে একদিনে এক দেশের পর আরেক দেশ পর্যায়ক্রমে চাঁদ দেখতে থাকে তাহলে সে সব দেশে একদিনে রোযা এবং ঈদ করতে পারবে। কিন্তু যেহেতু ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে আরেক প্রান্তের ১২-১৪ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু সারাবিশ্বে একদিনে রোযা এবং ঈদ পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। হাদীছ শরীফ-এ রোযা ও ঈদের অনেক ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইহুদী-নাছারাদের যোগসাজশে একটি মহল মুসলমানদের রমযান শরীফ এবং ঈদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এটা মুসলমানদের ঈমান, আমল ও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করার এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। এ থেকে সকলকে সাবধান থাকতে হবে।

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ১০/০৮/২০০৮)

হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত রয়েছে হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” এরপরও সউদী সরকার হাদীছ শরীফ-এর নির্দেশ অমান্য করে চাঁদ না দেখে আবারও উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র শা’বান মাস শুরু করেছে। সউদী সরকার মনগড়া তারিখে শা’বান মাস শুরু করে মুসলমানদেরকে শবে বরাত-এর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ-এ শবে বরাত-এর পক্ষে অসংখ্য দলীল থাকা সত্ত্বেও ইহুদীদের গোলাম- ‘ওহাবী, খারিজী, সালাফীরা’ উদ্দেশ্যমূলক এর বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

-সাইয়্যিদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত রয়েছে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” এরপরও সউদী সরকার হাদীছ শরীফ-এর নির্দেশ অমান্য করে চাঁদ না দেখে আবারও উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র শা’বান মাস শুরু করেছে। সউদী সরকার মনগড়া তারিখে শা’বান মাস শুরু করে মুসলমানদেরকে শবে বরাত-এর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ-এ শবে বরাত-এর পক্ষে অসংখ্য দলীল থাকা সত্ত্বেও ইহুদীদের গোলাম-‘ওহাবী, খারিজী, সালাফীরা’ উদ্দেশ্যমূলক এর বিরোধিতা করে যাচ্ছে। ওহাবী-সালাফী, খারিজী ইত্যাদি বদ আকীদা, বদ মাযহাব ও বাতিল ফিরকার দল শবে বরাত-এর বিরুদ্ধে বলে। যাতে মুসলমানরা পবিত্র শবে বরাত-এর রাতে ইবাদত-বন্দিগী করে আল্লাহ পাক উনার খালিছ বান্দা, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার খালিছ উম্মত এবং অফুরন্ত নিয়ামত, রহমত-বরকত ও সাকিনা লাভ করতে না পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। আরবী মাস চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু না করে মনগড়া তারিখে শুরু করা তাদের অনেক অপচেষ্টার একটি। মূলতঃ শবে বরাতের ফযীলত কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ এবং অসংখ্য হাদীছ শরীফ-এর দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন শরীফ-এ শবে বরাতকে “লাইলাতুম্ মুবারাকাহ” বা “বরকতময় রাত” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীছ শরীফ-এ “লাইলাতুন্ নিছফি মিন শা’বান” বা “শা’বান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাত্রিকে” বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এর ‘সূরা দুখান’-এ ইরশাদ করেন, “শপথ! প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি কুরআন শরীফ নাযিল করেছি। অর্থাৎ নাযিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এক বরকতময় রাত্রিতে। নিশ্চয়ই আমিই ভীতি প্রদর্শনকারী। আমারই নির্দেশক্রমে উক্ত রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয় ফায়সালা হয়। নিশ্চয়ই আমি প্রেরণকারী। আপনার রব উনার পক্ষ হতে রহমত। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।”

মূলতঃ সূরা দুখান-এ কুরআন শরীফ নাযিলের বিষয়টি থাকতে সকল সমঝহীন সালাফী, ওহাবী, খারিজীরা এই আয়াত শরীফ-এর সঠিক

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে অপব্যখ্যা করে। মূলতঃ দু’টি রাত্রির কথা বলা হয়েছে। একটি ‘লাইলাতুত্ তাজবীজ’ অর্থাৎ ফায়সালা রাত্রি এবং অন্যটি ‘লাইলাতুত্ তানফীজ’ অর্থাৎ জারি করার রাত্রি। ‘লাইলাতুম্ মুবারাকাহ’ বা ‘শবে বরাত’ হচ্ছে ‘ফায়সালা রাত্রি’ এবং ‘শবে কুদর’ হচ্ছে ‘জারি হবার রাত’। সুতরাং মহান আল্লাহ পাক তিনি ‘সূরা দুখান’-এ ইরশাদ করেন, “আমি বরকতময় রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি”- এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো, ‘আমি বরকতময় রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিলের ফায়সালা করেছি।’ আর ‘সূরা কুদর’-এ আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, ‘আমি কুদর এর রাত্রিতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি’- এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো, আমি কুদর এর রাত্রিতে কুরআন শরীফ নাযিল করি। মহান আল্লাহ পাক ‘লাইলাতুম্ মুবারাকাহ’ বা ‘শবে বরাত-এ’ কুরআন শরীফ নাযিলের সিদ্ধান্ত নেন আর শবে কুদরে তা নাযিল করেন।

সউদী সরকার শা’বান মাসের তারিখ মনগড়াভাবে শুরু করে শুধু মুসলমানদের শবে বরাত-এর আমলই নষ্ট করতে চায় না, শা’বান মাসের তারিখ আগ-পিছ করার কারণে রমাদ্বান শরীফও সঠিক তারিখে শুরু হবে না। ফলে মুসলমানদের একটি অথবা দুটি রোযা নষ্ট হবে। এবং শবে কুদর এর রাতটিও ভুল তারিখে মুসলমানরা তালাশ করতে থাকবে এবং এভাবে দেখা যাবে রমাদ্বান শরীফ শেষে শাওয়াল মাসের তারিখও সঠিকভাবে শুরু হবে না। তাই রমাদ্বান শরীফ মাসের রোযার ফরয নষ্ট করে ঈদ পালন করবে। আর সঠিক তারিখে ঈদ পালন না হওয়ার কারণে ঈদের আমলগুলোও নষ্ট হবে। লাইলাতুম্ মুবারাকাহ বা শবে বরাত উপলক্ষে শরীয়তের যতগুলো দলীল এসেছে তাতে অনকগুলো বিষয়ের ফায়সালা হয়েছে। যেমন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি শবে বরাত উপলক্ষে ইরশাদ করেন, “তোমরা রাতে ইবাদত-বন্দিগী করো এবং দিনের বেলা রোযা রাখ।” আবার শবে বরাত-এর রাত্রিতে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা ছিন্দীকা আলাইহাস সালাম তিনি যখন বলেন, আপনি কি মনে করে যে, আল্লাহ পাক এবং

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনারা আপনার সাথে আমানতের খিয়ানত করবেন? জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তো শুধু হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি গমন করেছিলেন। খিয়ানতের তো প্রশ্নই আসে না বরং এখানে আল্লাহ পাক উনার নাম মুবারক জড়িত হবার কারণে প্রমাণিত হয়, তিনি হচ্ছেন শা'রে অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাববি হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনারা নির্দেশ মূলতঃ একই। তাহলে শবে বরাত উপলক্ষে যে বিষয়গুলো শরীয়তে ফায়সালা হয়েছে, ১. শবে বরাত-এ দোয়া কবুল হয়, ২. শবে বরাত-এ রাত জেগে ইবাদত করা সুন্নত, ৩. শবে বরাত রাত্রিতে কবর জিয়ারত করা সুন্নত, ৪. দিনের বেলা রোযা রাখা সুন্নত, ৫. শবে বরাত হচ্ছে ফায়সালা রাত্রি, ৬. হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হচ্ছেন শা'রে অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতা।

ওহাবী-সালাফী, খারিজীরা শবে বরাত-এর বিরুদ্ধে একারণেই বলে, যাতে মুসলমানদের এই সংশ্লিষ্ট সকল আমলগুলো এবং আকীদাগুলো নষ্ট করে দেয়া যায়। আর চাঁদের তারিখ মনগড়াভাবে শুরু করাটা আরো সূক্ষ্ম কৌশল যে, এতে কোন কিছু বলারও প্রয়োজন হয় না নেক আমলগুলো থেকে মানুষ এমনিতেই মাহরুম হয়ে যায়। এই শা'বান মাসের যে তারিখ থেকে তারা পহেলা শা'বান গণনা শুরু করেছে তার পূর্বের দিন অর্থাৎ যেদিন তারা চাঁদ দেখার দাবি করেছে সেদিন মক্কা শরীফ-এ চাঁদ, সূর্য অস্ত যাবার ১০ মিনিটের মধ্যেই অস্ত যায়। সউদী আরবের এস্টোনমার সালেহ আল সাব জানান, নিউমুনের দিন চাঁদ দিগন্ত রেখার মাত্র ১-২ ডিগ্রি উপরে থাকায় চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। অমাবস্যার পরের দিন অর্থাৎ ২রা আগস্ট তিনি সূর্যাস্তের ২০ মিনিট পর শা'বান মাসের চাঁদ দেখতে পান। ২রা আগস্ট থেকে যে সউদী আরবে শা'বান মাসের পহেলা তারিখ শুরু হবে না তা দৈনিক আল ইহসান শরীফ-এর ২৩শে রজব সংখ্যায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সউদী সরকারের চাঁদ না দেখেই মাস শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের এই নছীহত তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। যারা শরীয়ত-এর বিরোধিতায় অভ্যস্ত

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

তারা কী করে শরীয়তের নির্দেশ মান্য করবে। শবে বরাত পালন করা, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ। আবার চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু করাও ফরজ-ওয়াজিব। সুতরাং সউদী সরকার যেন এসব বিষয়ে আগামীতে কুরআন-সুন্নাহ শরীফ পথ অনুসরণ করে। ইহুদী-মুশরিকদের গোলামী করলে আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের হাক্কিকি গোলাম হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ২৭/০৮/২০০৮)

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” আর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” কাজেই প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা শরীয়তে ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার প্রহসন করে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে। সউদী আরবে এবারও চাঁদ না দেখেই উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের ফরজ রোযা আদায়ের সুবিধার্থে সউদী সরকারকে চাক্ষুষ চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু করার জন্য এখনই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

-সাইয়িদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” আর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” কাজেই প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা শরীয়তে ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার প্রহসন করে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে। সউদী আরবে এবারও চাঁদ না দেখেই উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের ফরজ রোযা আদায়ের সুবিধার্থে সউদী সরকারকে চাক্ষুষ চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু করার জন্য এখনই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি মাসে চাঁদ দেখার আয়োজনের পরিবর্তে মাত্র তিনটি মাসে সউদী সরকারের নামমাত্র চাঁদ দেখার চেষ্টা নিয়ে এক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এর সূরা বাক্বারা-এর ১৮৯ নম্বর আয়াত শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” এ আয়াত শরীফ-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “চাঁদ সময় নির্ধারক। কিন্তু কিভাবে চাঁদ দেখে সময় নিরূপণ করতে হবে তার বর্ণনা হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে। নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রেখেছেন। এছাড়াও পরবর্তীতে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনারা আকাশে নতুন চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করেছেন, রোযা রেখেছেন, যার বর্ণনা ফিক্বাহ শাস্ত্রে রয়েছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ফতওয়া হচ্ছে, মাসের ২৯তম দিনে আকাশে চাঁদ তালাশ করতে হবে। ২৯তম দিনে চাঁদ দেখা গেলে নতুন মাস শুরু করতে হবে। আর না দেখা গেলে আরবী মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করতে হবে। এখানে চাঁদ দেখতে পাওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ আজকাল ইহুদীদের মদদপুষ্ট খারিজী, রাফিজী, সালাফী, ওহাবীরা কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ-এর মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে। তাদের অপব্যখ্যা হচ্ছে, অমাবস্যার পর চাঁদ যখন সরে আসে তখন থেকে নতুন মাসের নতুন মঞ্জিল

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

শুরু হয়। চাঁদ দৃশ্যমান না হয়ে কোন একটি দিন যদি পার হয় তবে তাদের ধারণা মতে নতুন মাসের দিনটি অতিবাহিত হয়। অথচ হাদীছ শরীফ-এ যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে ২৯তম দিনে চাঁদ দৃশ্যমান না হলে পুরনো মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করতে হবে সেখানে এ সকল নব্য তথ্যকথিত মাওলানারা অর্থাৎ উলামায়ে ‘ছু’র দল প্রকাশ্য শরীয়তের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিচ্ছে। সউদী আরবের উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেদেশে ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ সঠিক তারিখে শুরু হবে না। নিউমুন অর্থাৎ অমাবস্যা সংঘটিত হবে ৩০শে আগস্ট, শনিবার। সেদিন মক্কা শরীফ-এর সূর্য অস্ত যাবে ৬টা ৩৯ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে ৬টা ২২ মিনিটে। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাবার অনেক পূর্বেই চাঁদ অস্ত যাবার কারণে সেদিন কোনভাবেই মক্কা শরীফ-এ চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। পরের দিন, ৩১শে আগস্ট, রোববার সূর্য অস্ত যাবে ৬টা ৩৮ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে ৬টা ৫৭ মিনিটে। সূর্য অস্ত যাবার মাত্র ১৯ মিনিট পর চাঁদ অস্ত যাবে। সূর্যাস্তের সময় চাঁদ দিগন্ত রেখার মাত্র ৩.৫ ডিগ্রী উপরে অবস্থান করবে এবং চাঁদ, সূর্য থেকে ১০ ডিগ্রীর কিছুটা বেশি কোণে সরে অবস্থান করবে। সেদিন মক্কা শরীফ-এ খালি চোখে চাঁদ দেখা যাওয়ার পরিবর্তে, বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপে দেখা যাবার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ৩১শে আগস্ট, রোববার সউদী আরবে খালি চোখে চাঁদ দৃশ্যমান না হয় তবে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু হবে না। সেক্ষেত্রে সউদী আরবকে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু করতে হবে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। সেপ্টেম্বরের ২রা তারিখ থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু করতে গেলেও সউদী আরব একটি নতুন সমস্যায় পরবে। যেমন, পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে রমাদ্বান শরীফ শুরু করলে বাংলাদেশে পবিত্র শা’বান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবে। কিন্তু সউদী আরব বাংলাদেশের একদিন পূর্ব থেকেই চাঁদ না দেখে শা’বান মাস শুরু করায় পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে রমাদ্বান শরীফ শুরু করলে সউদী আরবে পবিত্র শা’বান মাস ৩১ দিনে পূর্ণ হবে। সউদী আরব পহেলা আগস্ট, শুক্রবার, নিউমুনের দিন চাঁদ দেখার দাবি করে ২রা আগস্ট, শনিবার থেকে পবিত্র শা’বান মাসের পহেলা তারিখ গণনা করে যাচ্ছে। সেই হিসেবে সউদী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

আরবে ৩১শে আগস্ট শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে। অথচ ৩১শে আগস্ট, সউদী আরবে চাঁদ দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যার পর মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে রমাদান শরীফ শুরু করার সউদী আরবের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শরীয়তের অনুসরণ করলে, সউদী আরবকে পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে মাস শুরু করতে হবে এবং এতে পবিত্র শাবান মাস ৩১ দিনে পূর্ণ হলেও রমাদান শরীফ সঠিকভাবে শুরু হবে। মুসলমানদের ফরয আমল রক্ষার স্বার্থে সউদী সরকারকে প্রয়োজনে ইস্তিগফার-তওবা করতে হবে কিন্তু কিছুতেই আরও একটি ভুলের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। উলামায়ে ‘ছূ’দের ভ্রান্ত ফতওয়ার কারণে সউদী সরকার নিউমুনের চাঁদ না দেখেই মাসের পর মাস তারিখ ঘোষণা করে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য রমাদান শরীফ, শাওয়াল, যিলহজ্জ মাস ছাড়াও প্রতিটি মাসেই কিছু আমলের বিষয় থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে আকীদার বিষয়ও জড়িত থাকে। আরবী মাসের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে সউদী সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা সীমা অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুসলমানদের ঈমান-আমল যারা নষ্ট করে যাচ্ছে তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব। সউদী সরকারের উচিত এ ব্যাপারে খালিছ ইস্তিগফার করা এবং আগামী থেকে প্রতিটি আরবী মাসের তারিখ আকাশে চাঁদ দেখে ঘোষণা করা।

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ০৪/০৯/২০০৮)

আল্লাহ পাক তিনি কালামুল্লাহ শরীফ এ ইরশাদ করেন, “আমার হাবীব নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যা এনেছেন তা আঁকড়িয়ে ধর আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।” হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “২৯তম দিনে চাঁদ না দেখা গেলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।” হিসাবের গরমিলের কারণে ত্রিশতম দিনেও

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

সউদী আরবে রমাদান মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। চাঁদ না দেখেই সউদী আরব রমাদান শরীফ শুরু করেছে। চাঁদ দেখে শুরু হলে শাবান মাসটি ৩১ দিনে পূর্ণ হত। মনগড়াভাবে মাস শুরু করা থেকে সউদী সরকারের খালিছ ইস্তিগফার করা উচিত।

-সাইয়িদুনা হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ’যম, মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি আরবী মাস গণনার ক্ষেত্রে সউদী আরবের পুনঃপুনঃ ত্রুটি এবং তাদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে এ কথা বলেন। যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ’যম কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সূরা ইউনুস-এর ৫ নম্বর আয়াত শরীফ-এ মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।” মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এই আয়াত শরীফ-এ অনেকগুলো বিষয়ের সাথে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব রক্ষার সাথে চাঁদের মনযিলের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ চাঁদের মনযিলের অবস্থা না দেখে কখনো চাঁদের মাসের হিসাব রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেউ যদি চাঁদের মনযিলের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে তাহলে অবশ্যই তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিভিন্ন আরবী মাসে মুসলমানদের যে আমলের বিষয়টি রয়েছে তা চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ সউদী সরকার কুরআন মজীদে ইরশাদকৃত চাঁদের এই মনযিলসমূহের বিষয়টি সঠিক অনুধাবন করতে না পেরে অথবা ইহুদীদের চাপানো কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে আরবী মাসের ২৯তম দিনের সূর্যাস্তের সময় চাঁদের যে মনযিল প্রকাশ পায় (বাঁকা চাঁদ) তা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

উপেক্ষা করে আগাম একটি আরবী মাসের ক্যালেন্ডার রচনা করে থাকে। অথচ নিশ্চিতভাবে একটি আগাম ক্যালেন্ডার রচনা করা শরীয়ত অনুযায়ী সম্ভব নয়। বড়জোড় একটা সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার রচনা করা যেতে পারে। উম্মুল কুরার রচিত একটি মনগড়া ক্যালেন্ডারের কারণে প্রতি বছরের প্রায় প্রতিটি মাসে সউদী আরবে আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে মুজাদ্দিদে আ'যম মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, গত শা'বান মাসটি সউদী আরবে শুরু হয়েছিল চাঁদ না দেখে অর্থাৎ তাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। ফলে, সউদী আরবের মুসলমানগণ সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মুসলমানগণের পবিত্র লাইলাতুম মুবারাকা বা শবে বরাত নছীব হয়নি। সউদী আরব এর হিসাব অনুযায়ী ৩০শে আগস্ট, শনিবার ছিল তাদের ২৯শে শা'বান আর প্রকৃত হিসাবে ছিল ২৮শে শা'বান এবং অমাবস্যার দিন। অমাবস্যার কারণে সেদিন চাঁদ দেখা যাওয়া ছিল অসম্ভব। অতঃপর তাদের ৩০শে শা'বান (প্রকৃত হিসাবে যা কিনা ২৯শে শা'বান) ছিল ৩১শে আগস্ট রোববার। সেদিনও সউদী আরবের কোথাও চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। আসলে ৩১শে আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় সউদী আরবে চাঁদ খালি চোখে দেখা যাবার আকৃতিতেই আসেনি। ফলে সউদী আরবের মদীনা মুনাওয়য়া হতে ৩৫ জন এবং অন্যান্য স্থান থেকে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হয় কিন্তু চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। সউদী আরবের উচিত ছিল পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু করা। কিন্তু শা'বান মাস চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে শুরু করায় তারা পহেলা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেনি। কেননা এতে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল যে সউদী আরবে শা'বান মাসটি ৩১ দিনে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। আর সেই ভয়ে সউদী আরবের ছয়টি চাঁদ দেখা কমিটির রিপোর্ট উপেক্ষা করে, চাঁদ না দেখেই, গরমিল করে শা'বান মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকেই পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু করেছে। এতে সউদী আরবের সকল মুসলমানগণসহ যে সকল দেশ তাদের অনুসরণ করেছে তাদের একটি ফরয রোযা নষ্ট হয়েছে যা আদায় করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। ইহুদীদের মদদপুষ্ট এ সকল বিভ্রান্ত শাসকগোষ্ঠী চায় মাস সঠিক তারিখে শুরু না করে

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুসলমানদেরকে শবে বরাত থেকে বঞ্চিত করতে, রমাদ্বান মাস সঠিক তারিখে শুরু না করে ফরয রোযা এবং লাইলাতুল ক্বদরের আমল থেকে ফিরিয়ে রাখতে এবং পরিশেষে শাওওয়াল মাসের তারিখ গরমিল করে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, রমাদ্বান মাস শুরু নিয়ে ভুলের সীমা অতিক্রম করেছে আরও দু'টো দেশ লিবিয়া এবং নাইজেরিয়া। এ দু'টো দেশ ৩০শে আগস্ট শনিবার চাঁদ দেখার দাবি করে ৩১শে আগস্ট থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু করেছে অর্থাৎ এ দু'টো দেশের মুসলমানের দু'টো রোযা নষ্ট হয়েছে। চাঁদের তারিখ ঘোষণায় এবার বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। ৩১ আগস্ট, রোববার চাঁদ প্রথমে খালি চোখে দেখার আকৃতিতে আসে দক্ষিণ আফ্রিকায়। অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় চাঁদ খালি চোখে দেখা ছিল একেবারেই অসম্ভব। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও অত্যন্ত শক্তিশালী বাইনোকুলারের সাহায্যে দেখা যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। অথচ উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউনে খালি চোখে চাঁদ দেখার দাবি করা হয় আর এ মতের পক্ষে সাধারণ মানুষ সমর্থন না দিলেও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ১০ জন তথাকথিত মাওলানা সমর্থন দেয় এবং সে অনুযায়ী পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা রমাদ্বান শুরু হয়। অথচ অস্ট্রেলিয়ার আল-গাযযালী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা এবং চাঁদ গবেষক জনাব আফরোজ আলী জানান, অস্ট্রেলিয়ার সকল দিক পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। এ ছাড়াও চাঁদ দেখতে পাবার জন্য ন্যূনতম যতগুলো শর্ত পূরণ হবার কথা ছিল তার কোনটাই পূরণ হয়নি বলে তিনি এই চাঁদ দেখার রিপোর্টকে উপেক্ষা করে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা রমাদ্বান পালনের জন্য আহ্বান করেন। একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার একজন অ্যাস্ট্রোনমার আরকানুদ্দিন মুতাওয়া তার সহযোগীদের নিয়ে চাঁদ দেখতে না পেলেও ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রচার মাধ্যমে চাঁদ দেখতে পাবার খবর প্রচার করে। অথচ সে চাঁদ খালি চোখে না বাইনোকুলারের সাহায্যে দেখা হয়েছিলো তা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

উপেক্ষা করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় চাঁদ দেখার দাবি করলেও মালয়েশিয়াতে অত্যন্ত শক্তিশালী বাইনোকুলার দিয়েও চাঁদ দেখা যায়নি। মুজাদ্দিদে আ'যম মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, একটি বিষয় স্পষ্ট যে, পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশে পরিকল্পিতভাবে চাঁদের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। হাদীছ শরীফ-এ চাঁদ দেখে মাস শুরু করার অত্যন্ত সহজ একটি পদ্ধতি থাকার পরেও কেন এত বিভ্রান্তি? এর কারণ হিসেবে মুজাদ্দিদে আ'যম, মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি ইহুদী-নাছারা এবং তাদের মদদপুষ্ট উলামায়ে 'ছূ'দের দায়ী করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আঞ্জুমানে আল বাইয়্যিনাত রুইয়াতে হিলাল মজলিশের আন্তর্জাতিক কমিটির কার্যক্রম আরও সচেতনভাবে করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, কাফির মুশরিকরা চায় মুসলমানরা ঈমান আনার পর যেন ইসলাম থেকে সরে যায়। তাই তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাভুক্ত মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে তাদের বানানো ওহাবী-সালাফী খারিজী সম্প্রদায়কে মদদ দিয়ে যাচ্ছে, যারা বিভিন্ন কৌশলে পৃথিবীর মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা নষ্টের চক্রান্তে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি তাদের হিদায়েত কামনা করেন।

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ২৪/০৯/২০০৮)

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” আর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” কাজেই প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা শরীয়তে ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার প্রহসন করে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে। সউদী আরবে এবারও চাঁদ না দেখেই উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের ফরজ রোযা আদায়ের সুবিধার্থে সউদী সরকারকে চাক্ষুষ চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু করার জন্য এখনই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

-সাইয়্যিদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” আর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।” কাজেই প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা শরীয়তে ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার প্রহসন করে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে। সউদী আরবে এবারও চাঁদ না দেখেই উম্মুল কুরার তারিখ অনুযায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের ফরজ রোযা আদায়ের সুবিধার্থে সউদী সরকারকে চাক্ষুষ চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু করার জন্য এখনই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি মাসে চাঁদ দেখার আয়োজনের পরিবর্তে মাত্র তিনটি মাসে সউদী সরকারের নামমাত্র চাঁদ দেখার চেষ্টা নিয়ে এক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এর সূরা বাক্বারা-এর ১৮৯ নম্বর আয়াত শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” এ



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

আয়াত শরীফ-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “চাঁদ সময় নির্ধারক। কিন্তু কিভাবে চাঁদ দেখে সময় নিরূপণ করতে হবে তার বর্ণনা হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রেখেছেন। এছাড়াও পরবর্তীতে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ আকাশে নতুন চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করেছেন, রোযা রেখেছেন, তাঁর বর্ণনা ফিক্বাহ শাস্ত্রে রয়েছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ফতওয়া হচ্ছে, মাসের ২৯তম দিনে আকাশে চাঁদ তালাশ করতে হবে। ২৯তম দিনে চাঁদ দেখা গেলে নতুন মাস শুরু করতে হবে। আর না দেখা গেলে আরবী মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করতে হবে। এখানে চাঁদ দেখতে পাওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অথচ আজকাল ইহুদীদের মদদপুষ্ট খারিজী, রাফিজী, সালাফী, ওহাবীরা কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ-এর মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে। তাদের অপব্যখ্যা হচ্ছে, অমাবস্যার পর চাঁদ যখন সরে আসে তখন থেকে নতুন মাসের নতুন মঞ্জিল শুরু হয়। চাঁদ দৃশ্যমান না হয়ে কোন একটি দিন যদি পার হয় তবে তাদের ধারণা মতে নতুন মাসের দিনটি অতিবাহিত হয়। অথচ হাদীছ শরীফ-এ যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে ২৯তম দিনে চাঁদ দৃশ্যমান না হলে পুরনো মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করতে হবে সেখানে এ সকল নব্য তথাকথিত মাওলানারা অর্থাৎ উলামায়ে 'ছু'র দল প্রকাশ্য শরীয়তের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিচ্ছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী বলেন, সউদী আরবের উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেদেশে ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ সঠিক তারিখে শুরু হবে না। প্রমাণ হিসেবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। নিউমুন অর্থাৎ অমাবস্যা সংঘটিত হবে ৩০শে আগস্ট, শনিবার। সেদিন মক্কা শরীফ-এর সূর্য অস্ত যাবে ৬টা ৩৯ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে ৬টা ২২ মিনিটে। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাবার অনেক পূর্বেই চাঁদ অস্ত যাবার কারণে সেদিন কোনভাবেই মক্কা শরীফ-এ চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। পরের দিন, ৩১শে আগস্ট, রোববার সূর্য অস্ত যাবে ৬টা ৩৮ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে ৬টা ৫৭ মিনিটে। সূর্য অস্ত যাবার মাত্র ১৯ মিনিট পর চাঁদ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

অস্ত যাবে। সূর্যাস্তের সময় চাঁদ দিগন্ত রেখার মাত্র ৩.৫ ডিগ্রী উপরে অবস্থান করবে এবং চাঁদ, সূর্য থেকে ১০ ডিগ্রীর কিছুটা বেশি কোণে সরে অবস্থান করবে। সেদিন মক্কা শরীফ-এ খালি চোখে চাঁদ দেখা যাওয়ার পরিবর্তে, বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপে দেখা যাবার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ৩১শে আগস্ট, রোববার সউদী আরবে খালি চোখে চাঁদ দৃশ্যমান না হয় তবে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু হবে না। সেক্ষেত্রে সউদী আরবকে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু করতে হবে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের ২রা তারিখ থেকে পহেলা রমাদ্বান শরীফ শুরু করতে গেলেও সউদী আরব একটি নতুন সমস্যায় পরবে। যেমন, পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে রমাদ্বান শরীফ শুরু করলে বাংলাদেশে পবিত্র শা'বান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবে। কিন্তু সউদী আরব বাংলাদেশের একদিন পূর্ব থেকেই চাঁদ না দেখে শা'বান মাস শুরু করায় পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে রমাদ্বান শরীফ শুরু করলে সউদী আরবে পবিত্র শা'বান মাস ৩১ দিনে পূর্ণ হবে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব পহেলা আগস্ট, শুক্রবার, নিউমুনের দিন চাঁদ দেখার দাবি করে ২রা আগস্ট, শনিবার থেকে পবিত্র শা'বান মাসের পহেলা তারিখ গণনা করে যাচ্ছে। সেই হিসেবে সউদী আরবে ৩১শে আগস্ট শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে। অথচ ৩১শে আগস্ট, সউদী আরবে চাঁদ দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যার পর মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে রমাদ্বান শরীফ শুরু করার সউদী আরবের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, শরীয়তের অনুসরণ করলে, সউদী আরবকে পহেলা সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে মাস শুরু করতে হবে এবং এতে পবিত্র শা'বান মাস ৩১ দিনে পূর্ণ হলেও রমাদ্বান শরীফ সঠিকভাবে শুরু হবে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী বলেন, মুসলমানদের ফরয আমল রক্ষার স্বার্থে সউদী সরকারকে প্রয়োজনে ইস্তিগফার-তওবা করতে হবে কিন্তু কিছুতেই আরও একটি ভুলের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, উলামায়ে 'ছূ'দের ভ্রান্ত ফতওয়ার কারণে সউদী সরকার নিউমুনের চাঁদ না দেখেই মাসের পর মাস তারিখ ঘোষণা করে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য রমাদান শরীফ, শাওয়াল, যিলহজ্জ মাস ছাড়াও প্রতিটি মাসেই কিছু আমলের বিষয় থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে আক্বীদার বিষয়ও জড়িত থাকে। আরবী মাসের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে সউদী সরকারের স্বৈচ্ছাচারিতা সীমা অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুসলমানদের ঈমান-আমল যারা নষ্ট করে যাচ্ছে তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব। সউদী সরকারের উচিত এ ব্যাপারে খালিছ ইস্তিগফার করা এবং আগামী থেকে প্রতিটি আরবী মাসের তারিখ আকাশে চাঁদ দেখে ঘোষণা করা।

(দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন ১২/১০/২০০৮)

৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার যেদিন সউদী আরব ঈদ পালন করেছে, চাঁদের প্রকৃত হিসাবে তা ছিল ২৯শে রমাদান। সউদী সরকার ২৮শে রমাদানের দিন চাঁদ দেখার মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ২৯ এবং ৩০শে রমাদানের দু'টি রোযা নষ্ট করে রমাদান শরীফ-এ ঈদ পালন করেছে।

-সাইয়্যিদুনা হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, ২৯শে সেপ্টেম্বর তো নয়ই, ৩০শে সেপ্টেম্বরও সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। এ তথ্য সে দেশের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বাদশা আব্দুল আজিজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্ট্রোনমি বিভাগের একজন এস্ট্রোন মার মারফতেও জানা যায়। এ ছাড়াও জানা যায় সউদী আরবের মক্কা শরীফ-এ ৬টা ১২ মিনিটে যখন মাগরিবের ওয়াক্ত হয় তার ঠিক ১০ মিনিট পর অর্থাৎ ৬টা ২২ মিনিটে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হয়। অথচ ২৯ দিনের চাঁদ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

কখনো অস্ত্র যাবার ১০ মিনিটের মধ্যে দেখা যায় না। (যদিও সেদিন ছিল চাঁদের প্রকৃত হিসাবে সউদী আরবে ২৮শে রমাদানের সন্ধ্যা)। এই ১০ মিনিটে চাঁদ দেখে চাঁদের ঘোষণা দেয়ায় জনমনে অনেক সংশয় দেখা দিয়েছে।

১। অমাবস্যার দিন কখনো চাঁদ দেখা যায় না। তবে কি সউদী আরবের জন্য চাঁদ আলাদা নিয়মে চলে?

২। যারা চাঁদ দেখতে পেয়েছেন তাদের চোখের জ্যোতিতে কি অমাবস্যাতেও চাঁদ খুঁজে পাওয়া যায়?

৩। যারা চাঁদ দেখার খবর পরিবেশন করেছেন চাঁদ দেখা কমিটি কি তার সত্যতা নিরূপণ করতেও কোন সময় ব্যয় করেনি?

৪। জাতীয় প্রচার মাধ্যমে খবর প্রচার করতে যে সময়টুকু ব্যয় করার কথা ছিল তাও ব্যয় হয়নি তবে কি তা পূর্বেই প্রস্তুত ছিল?

৫। ১০ মিনিটে সংবাদ পরিবেশন করেও কেন সউদী প্রেস এজেন্সীর মাধ্যমে বলা হয়, “১৪২৯ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেরিতে সম্পাদন হয়”। এটা কি লোক দেখানো কাজ নয়?

৬। আর যদি চাঁদ দেখার খবর পূর্বেই প্রস্তুত থাকে তবে এই চাঁদ দেখার আয়োজনের যে প্রহসন হয়েছে তার নেপথ্য কারণ কি?

সউদী প্রেস এজেন্সীর শাওয়াল মাসের চাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সউদী সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল চাক্ষুষ চাঁদ দেখার খবর এবং উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে পহেলা শাওয়ালের তারিখ ঘোষণা করে। অথচ সেদিন যে চাঁদ দেখা যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না সে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি। সউদী জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মিথ্যাচারিতার আরেকটি প্রমাণ হল তারা উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ীও তারিখ ঘোষণা করেনি। যদিও তাদের উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারের সব তথ্য সঠিক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই মনগড়া তথ্য রয়েছে। উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারে পহেলা শাওয়ালের তারিখ উল্লেখ আছে পহেলা অক্টোবর। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের রচিত উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারও তারা অনুসরণ করেনি। একটি মুসলিম দেশের সর্বচ্চ পর্যায় থেকে এমনি সব মিথ্যা তথ্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপন করার পর পৃথিবীর প্রায় ৩০০ কোটি মুসলমানের

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মাঝে তাদের বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সউদী প্রেস এজেন্সীর শাওওয়াল মাসের চাঁদের রিপোর্টে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের নামের সাথে দুই পবিত্র মসজিদের খিদমতগার সউদী বাদশার নামও জড়িত হয়ে আছে। তিনি কি এ বিষয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারবেন? সউদী সরকারের মনগড়া সিদ্ধান্তের কারণে সে দেশসহ যে সকল দেশ তাদের অনুসরণ করেছে সে সকল দেশের মুসলমানগণের আমল নষ্টের ফলে যে গুনাহর বোঝা হয়েছে তার দায়ভার কে বহন করবেন? যদি তা সম্ভব না হয় তবে এখনই খালিছ ইস্তেগফার করতে হবে। প্রকৃত মুসলমান হতে হবে এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ফিরআউন এবং নমরুদের মসনদ যেহেতু চিরস্থায়ী হয়নি আগামীতে অনেকেরই মসনদ এমনি হারিয়ে যাবে। তখন শুধু অনুতাপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২০/১০/২০০৮

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “আমার রসূল যা আদেশ করেন তা পালন কর। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক উনাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।” হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ঈদ কর।” অথচ সউদী সরকার কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ-এর উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করে চাঁদ না দেখেই মনগড়াভাবে শাওওয়াল মাস গুরুত্ব ঘোষণা দেয়। যার ফলে সউদী আরবে ঈদের দিনেও শাওওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। মুসলমানদের রোযা নষ্ট করে রোযার দিনে ঈদ পালনের নেপথ্যে সউদী সরকারের উদ্দেশ্য কি? তবে কি তারা অন্য কোন সম্প্রদায় যার কারণে দ্বীন ইসলামের পরিবর্তে অন্য রীতিনীতি অনুসরণ ও প্রবর্তন করতে

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

চায়? অথচ আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন নিয়মনীতি, তর্জ-তরীকা তাল্লাশ বা অনুসরণ করবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না বরং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুন্না জিল্লুল আলী তিনি বলেন, কুরআন শরীফ হাদীছ শরীফ অনুসরণ করা সবার জন্য ফরয। সউদী সরকারসহ সব সরকারই কুরআন সুন্নাহ শরীফ এর অধীন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সউদী সরকার চাঁদ না দেখেই শাওওয়াল মাসের ঘোষণা দিয়ে কুরআন সুন্নাহ শরীফ এর নির্দেশ অমান্য করেছে। মুসলমানদের রোযা এবং ঈদ নষ্ট করার সউদী সরকারের চক্রান্ত বিশেষ দূরভিসন্ধিমূলক। হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ঈদ কর।” অথচ সউদী সরকার শরীয়তের উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করে চাঁদ না দেখেই মনগড়াভাবে শাওওয়াল মাস গুরুত্ব ঘোষণা দেয়। যার ফলে সউদী আরবে ঈদের দিনেও শাওওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। মুসলমানদের রোযা নষ্ট করে রোযার দিনে ঈদ পালনের নেপথ্যে সউদী সরকারের উদ্দেশ্য কি? তবে কি তারা অন্য কোন সম্প্রদায় যার কারণে দ্বীন ইসলামের পরিবর্তে অন্য রীতিনীতি অনুসরণ ও প্রবর্তন করতে চায়? অথচ আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন নিয়মনীতি, তর্জ-তরীকা তাল্লাশ বা অনুসরণ করবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না বরং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” নামধারী মুসলমান শাসক এবং উলামায়ে ছুঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ইহুদী-মুশরিকরা মুসলমানদের আমলগুলো নষ্ট করার লক্ষ্যে যে কূটকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুন্না জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার যেদিন সউদী আরব ঈদ পালন করেছে, চাঁদের প্রকৃত হিসাবে তা ছিল ২৯শে রমাদ্বান শরীফ। সউদী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

সরকার ২৮শে রমাদ্বান শরীফ এর দিন চাঁদ দেখার মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ২৯ এবং ৩০শে রমাদ্বান শরীফ এর দু'টি রোযা নষ্ট করে রমাদ্বান শরীফ-এ ঈদ পালন করেছে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশেই উদ্ভিত হয় এবং অস্ত যায়। কোন দেশের সরকার তাদের তেল-সম্পদের আধিক্যের কারণে যদি মনে করে তাদের আকাশে চাঁদ আলাদাভাবে উদয় হবে তবে তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। কোন একটি দেশে চাঁদ দেখা গেলে তার পশ্চিমের দেশগুলোতে আকাশ মেঘলা না থাকলে অবশ্যই চাঁদ দেখা যাবে। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিষয়টি এমনও নয় সউদী আরবের আকাশে উদ্ভিত হওয়া চাঁদটি দেখতে পাবার পর তাকে সরকারি কোষাগারে রেখে দেয়া যাবে। অন্য কেউ দেখতে পাবে না। যেদিন সউদী আরব তাদের দেশে চাঁদ দেখার দাবি করেছে সেদিন শুধু সউদী আরব নয় বিশ্বের কোথাও চাঁদ খালি চোখে দেখা যায়নি। তাদের চাঁদ দেখার দাবির দিনটি ছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর, অমাবস্যার দিন। যার একদিন পূর্বেই চাঁদ পৃথিবীর আকাশ থেকে আড়ালে চলে যায়। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার দিনেও সউদী আরবে চাঁদ দেখা যায়নি। একটি আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটির প্রতিনিধি এবং অ্যাস্ট্রোনামার জানান, সূর্যাস্তের পর চাঁদ মাত্র ২৫ মিনিট আকাশে অবস্থান করে। মাসের ২৯তম দিনের সন্ধ্যায় সূর্য যখন অস্ত যায় তার ৪০ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে যদি চাঁদ অস্ত যায় তবে সূর্যাস্তের পর প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে চাঁদ দেখা যায় না। পরের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে চাঁদ দৃশ্যমান হয়। এই নিয়ম থেকে আমরা বুঝতে পারি যেহেতু ৩০শে সেপ্টেম্বর ছিল চাঁদের প্রকৃত হিসাবে সউদী আরবে ২৯শে রমাদ্বান সেদিন চাঁদ মাত্র ২৫ মিনিট সময় আকাশে ছিল। ফলে তার প্রথম ১০ মিনিটে চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি আর পরের ১৫ মিনিটের মধ্যে চাঁদ অস্ত যায়। এছাড়াও একটি ছক প্রকাশ করে মুজাদ্দিদে আ'যম মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে ৩০শে সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখা যাবার প্রধান চারটি শর্তের মধ্যে দু'টো শর্তই পূরণ হয়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিশ্বের মুসলমানদের বোকা বানানোর সউদী প্রচেষ্টার কথা এখন সবারই জানা। সউদী আরবকে এ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

নিয়মে বারবার সতর্ক করার পরেও তারা চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। সউদী আরবের অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত যে ঘুমের ভান করে আছে। ঘুমের ভান করে থাকা ব্যক্তিকে জাগানো সম্ভব নয়। তবে ঘরে আগুন লাগলে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমান থেকে যখন প্রতিবাদের আগুন ঝড়বে তখন তাদের এ শরীয়তের খিলাফ কাজ থেকে সরে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু হয়তো তখন এতটাই দেরি হবে যে, তার ইহুদী প্রভুরা তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে।

### ২৯শে সেপ্টেম্বর সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান

শর্ত	ন্যূনতম যে দরকার	সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান	শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা
চাঁদের বয়স	১৮-২০ ঘণ্টা	৮ ঘণ্টা ৭ মিনিট	হয়নি
দিগন্ত রেখায় চাঁদের উচ্চতা	৮-১০ ডিগ্রি	২ ডিগ্রি ১০ মিনিট	হয়নি
কৌণিক দূরত্ব	৯-১২ ডিগ্রি	৫ ডিগ্রি ২৯ মিনিট	হয়নি
সূর্যাস্ত-চন্দ্রাস্তের সময়ের পার্থক্য	৪০ মিনিট	০ ডিগ্রি ৬ মিনিট	হয়নি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

৩০ শে সেপ্টেম্বর সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান

শর্ত	ন্যূনতম যে মান দরকার	সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান	শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা
চাঁদের বয়স	১৮-২০ ঘণ্টা	৩২ ঘণ্টা ৬ মিনিট	হয়েছে
দিগন্ত রেখায় চাঁদের উচ্চতা	৮-১০ ডিগ্রী	৫ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট	হয়নি
কৌণিক দূরত্ব	৯-১২ ডিগ্রি	১৫ ডিগ্রি ২৯ মিনিট	হয়েছে
সূর্যাস্ত-চন্দ্রাস্তের সময়ের পার্থক্য	৪০ মিনিট	০ ডিগ্রি ২৫ মিনিট	হয়নি

এই ছক থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর সউদী আরবে চাঁদ দেখা যাওয়ার আকৃতিতে পৌঁছেনি। অথচ সউদী সরকার ২৯শে সেপ্টেম্বরই চাঁদ দেখার দাবি করে।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৯/১০/২০০৮

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” হাদীছ শরীফ-এ নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, “উনত্রিশতম দিনে চাঁদ তালাশ কর, আকাশ মেঘলা থাকলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।” সউদী আরবের আকাশে চাঁদ না দেখে যেমনি হজ্জের সময় নির্ধারণ করা জায়িজ নয়, তেমনি নিজস্ব অঞ্চলের উদয়স্থলে চাঁদ না দেখে রোযা, ঈদ অন্যান্য আমল পালন করাও জায়িজ নয়। পৃথিবীর দু’টি স্থানের সর্বোচ্চ সময়ের পার্থক্য ১৪ ঘণ্টা। সুতরাং কখনো এক দিনে পৃথিবীর সব দেশে রোযা ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যারা সাড়া বিশ্বে একদিনে ঈদ পালন ও রোযা শুরু করার কথা বলে তাদের শরীয়ত ও ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুর্শিদে আ’যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “সউদী আরবের আকাশে চাঁদ না দেখে যেমনি হজ্জের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তেমনি নিজস্ব উদয়স্থলে চাঁদ না দেখে রোযা, ঈদ অন্যান্য আমল পালন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর দুটি স্থানের সর্বোচ্চ সময়ের পার্থক্য ১৪ ঘণ্টা। সুতরাং কখনো এক দিনে পৃথিবীর সব দেশে রোযা ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়।” সারা বিশ্বে এক দিনে ঈদ পালনকারীদের শরীয়ত এবং ভৌগলিক জ্ঞানের চরম সীমাদ্রতা বা অভাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ’যম রাজাবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর এমন অনেকস্থান আছে যেখানে সন্ধ্যা হলে অন্য স্থানে সকাল। আর আমরা জানি, শরীয়তের দিন শুরু হয় সন্ধ্যার পর থেকে। সুতরাং কোন স্থানের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে, যে স্থানে সকাল সেখানে যদি ঈদ পালন করতে হয় তবে ঐ স্থানের দিনটি হবে অপূর্ণ। কেননা, ঈদ পালনের দিনটির রাতটি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

তাহলে কোথায়? অথচ হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে ঈদের রাতে দোয়া কবুল হয়। তাহলে কোন স্থানের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে পৃথিবীর সব দেশে ঈদ পালন করতে চাইলে পৃথিবীতে বহু দেশের অধিবাসীরা এই দোয়া কবুলের রাত পাবে না। শরীয়তের পূর্ণ দিন পাবে না। আর এরকম অবস্থায় ঈদ, রোযা পালন করা শরীয়ত কখনো সমর্থন করে না।

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম রাজাবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি আরো বলেন, শুধু ঈদ কেন রোযার কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সন্ধ্যায় রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখা গেলে অন্যস্থানে সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। যে অঞ্চলে সকাল সে অঞ্চলের অধিবাসীরা পূর্বে তারাবীহ পড়েননি, সেহরীও খাননি বরং সকালের নাস্তা শেষ করেছেন। তাহলে অন্য অঞ্চলের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে সেই চাঁদ দেখে কিভাবে তারা রোযা পালন করবেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ এবং রোযা পালনকারীদের শরীয়তের ইলমের যেমনি অভাব রয়েছে তেমনি রয়েছে ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব। যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম রাজাবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকে- যদি পৃথিবীর সব দেশের শুক্রবারেই জুমুয়ার নামায আদায় হয় তাহলে এক দিনে ঈদ পালন করা সম্ভব নয় কেন? বলা হয়, প্রশ্ন হচ্ছে অর্ধেক জ্ঞান। এ প্রশ্নকারীদের প্রশ্নটিই অবাস্তব। পৃথিবীর সব দেশের জুমুয়ার দিনে যেমনি জুমুয়ার নামায আদায় হয় তেমনি সব দেশের পহেলা শাওয়ালেই ঈদ পালিত হয়। অর্থাৎ একটি দেশের পহেলা শাওয়ালের সকালে অন্য অনেক স্থানে ৩০শে রমাদ্বান সন্ধ্যা আবার কোন দেশ পহেলা শাওয়ালের ঈদ পালন করে সন্ধ্যায় যখন পৌঁছেছে তখন অন্য দেশে ঈদ পালন শুরু হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য ১৪ ঘণ্টারও বেশি সুতরাং কোন দেশে ঈদ পালিত হলে অন্য দেশে ঈদ পালন শেষ হবে; এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই শরীয়তের নিয়ম। যার যার অঞ্চলে চাঁদ দেখে ঈদ এবং রোযা বা অন্যান্য আমল পালন করতে হবে। কোন স্থানের

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

শাওয়ালের চাঁদ দেখে পৃথিবীর সব স্থানে ঈদ পালন সম্ভব নয় বরং অবাস্তব।

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম রাজাবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি সর্বশেষে বলেন, পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে সেখানে সউদী আরবের পূর্বে চাঁদ দেখা যায়। যদি কোন বছরের যিলহজ্জ মাসের চাঁদ সউদী আরবের পূর্বে অন্য কোন দেশে দেখা যায় এবং তার একদিন পর যদি সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয় তাহলে কি সউদী আরবের পূর্বে বা আগেই প্রথমে যে স্থানে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেল সে অনুযায়ী হাজীদের আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে! যদি তাই হয়, তাহলে কারো হজ্জ আদায় হবে না। সউদী আরবের আকাশে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেই যিলহজ্জ মাস শুরু করতে হবে এবং তাদের ৯ই যিলহজ্জ তারিখে পৃথিবীর সব হাজীকে আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে। যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুর্শিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজাবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যারা একই দিনে ঈদ, রোযা পালন করার কথা বলে থাকে তাদের কোন যুক্তি নেই, দলীল নেই। বরং যা বলা হয় তা অবাস্তব, যুক্তিহীন, দলীলহীন, মনগড়া এবং যা বাস্তবে কখনো প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক দিনে ঈদ পালনকারীদের উচিত এখনই এই অবাস্তব বিষয়টি থেকে খালিছ তওবা করে শরীয়তের সঠিক পথ অনুসরণ করা।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ০৫/১১/২০০৮

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই নাসী কুফরীকে বৃদ্ধি করে। আর নাসী হলো মাসগুলোকে আগ-পিছ করা।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

অথচ সউদী সরকার পরিকল্পিতভাবে পবিত্র মাসগুলোকে আগ-পিছ করে ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ নষ্ট করতে যাচ্ছে যা কাট্টা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। চাঁদ না দেখেই তারিখ গণনা করাতে সউদী আরবে যিলক্বদ মাসের ত্রিশতম দিনেও যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সম্ভাবনা নেই।

৯ই যিলহজ্জের দিন সূর্য ঢলার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের মধ্যে আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকা হজ্জের একটি অন্যতম ফরয। কাজেই ৯ই যিলহজ্জের পূর্বে বা পরে যে কোনদিন আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকলেও ফরয তরক করার কারণে হজ্জ হবে না। তাই হজ্জ যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক হাজী ছাহেবকে বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা ফিকির করতে হবে ও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অতএব সউদী সরকারের জন্য ফরয-ওয়াজিব হলো যিলহজ্জ মাসের চাঁদ চাক্ষুষ দেখে সঠিক তারিখে হজ্জ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মনগড়াভাবে তারিখ গণনা করায় গত ১৪২৮ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসটি সউদী আরবে ৩১ দিনে পূর্ণ হয়ে ছিলো। গত বছরের হজ্জ নষ্ট করে মাস একত্রিশ দিনে গণনা করার সমস্ত তথ্য দৈনিক আল-ইহসান-এর ১৪২৯ হিজরীর ৫ই মুহররমুল হারাম সংখ্যায় বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়। বিশ্বের মুসলমানদের বোকা বানিয়ে হজ্জের তারিখ পরিবর্তন করে হজ্জ নষ্ট করার কাজটি সউদী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

সরকার সুক্ষ্ম কৌশলে করতে চায়। আর তাই, সে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে এ বছর পবিত্র শাবান মাস থেকেই সউদী সরকার মনগড়াভাবে চাঁদের তারিখ ঘোষণা করে যাচ্ছে। যাতে আর যাই হোক, কোন মাস যেন ৩১ দিনে পূর্ণ করতে না হয়। যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার এত সহজ পদ্ধতি থাকতেও কেন সউদী সরকার এত মিথ্যা, জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে যাচ্ছে তা আজও অনেকের কাছে গভীর বিস্ময়। একটি মিথ্যা ঢাকতে যেমনি অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় সেরূপ প্রতি মাসের ইবাদতগুলো নষ্ট করার জন্যে সউদী সরকারকে প্রতি মাসেই অসংখ্য মিথ্যা প্রচারণা করতে হয়। শাবান মাস থেকে যিলক্বদ মাস পর্যন্ত সউদী সরকার প্রতিটি মাসেই যেভাবে তারিখ পরিবর্তন করেছে নিচে তার একটি ছক দেয়া হলো-

আরবী মাস	চাঁদ দেখা গেছে	তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে	কতদিন আগে ঘোষণা	নষ্ট হয়েছে
শাবান	২রা আগস্ট	পহেলা আগস্ট	১দিন	লাইলাতুল বরাত
রমাদ্বান	পহেলা সেপ্টেম্বর	৩১ শে আগস্ট	১দিন	ক্বদরের রাত
শাওয়াল	পহেলা অক্টোবর	২৯ শে সেপ্টেম্বর	২দিন	২টি রোযা, ঈদুল ফিতর
যিলক্বদ	৩০ অক্টোবর	২৯ শে অক্টোবর	১দিন	হজ্জ ও ঈদুল আদ্বাহ নষ্টের পূর্ব প্রস্তুতি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বিশ্বের সকল মুসলমানকে বিশেষত যারা ১৪২৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সউদী আরবে হজ্জ করতে যাবেন তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, এস্ট্রোনমিক্যালি ২৯শে নভেম্বর রোজ শনিবারের আগে সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা যাবার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু সউদী আরবে যিলক্বদ মাস গণনা শুরু হয়েছে ৩০শে অক্টোবর থেকে সুতরাং সেই হিসেবে মাসটি ত্রিশ দিনে পূর্ণ হবে ২৮শে নভেম্বর। যিলক্বদ মাস ২৯ দিনে শেষ করতে চাইলে সউদী সরকারকে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণা করতে হবে ২৭শে নভেম্বর। অথচ ২৭শে নভেম্বর অমাবস্যার দিন সেদিন চাঁদ দেখা অসম্ভব। আর যিলক্বদ মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করলে ৩০তম তারিখ হবে ২৮শে নভেম্বর। ২৮শে নভেম্বরেও চাঁদ দেখার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সঠিক তারিখে চাঁদ দেখে পবিত্র হজ্জ পালন করতে হলে সউদী সরকারকে যিলক্বদ মাস ৩১ দিনে পূর্ণ করে হলেও ৩০শে নভেম্বর রোজ রবিবার থেকে পবিত্র পহেলা যিলহজ্জ মাস গণনা শুরু করতে হবে।

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৭শে নভেম্বর চাঁদ দেখার ঘোষণা দিলে হাজীদের আরাফার ময়দানে থাকতে হবে ৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই যিলহজ্জ আর ২৮শে নভেম্বর ঘোষণা দিলে আরাফার ময়দানে থাকতে হবে ৭ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ ৮ই যিলহজ্জ। হজ্জে যাওয়ার পূর্বেই সকল হাজীদের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের তারিখ হের-ফের হবার কারনে হজ্জ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

বাতিলের পাশাপাশি হাজীদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বিভ্রম। অসংখ্য ছবি তুলে হজ্জ করতে যাওয়ার পর মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফ-এ স্থাপিত হাজার হাজার ক্যামেরায় আবদ্ধ হবার করণে হাজীদের ঈমানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সকল দায়-দায়িত্ব শুধু সউদী আরবের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। এখনই সময় সউদী সরকারের এহেন শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা। বিশ্বের সকল হাজীর প্রতিরোধের মুখে অবশ্যই সউদী সরকারকে মেনে নিতে হবে। আর সউদী সরকার যদি বেপরোয়া থাকে তবে অবশ্যই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মুজাদ্দিদে আ'যম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক 'সূরা আহযাব'-এর ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯নং আয়াত শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “যেদিন আগুনে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাভবি হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের অনুসরণ করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরাতো আমাদের আমীর উমরাহ, মুরুক্বী ও বড় বড় (নামধারী) আলিমদেরকে অনুসরণ করেছি তারা আমাদেরকে গুমরাহ করে দিয়েছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহা লা'নত বর্ষণ করুন।” মুজাদ্দিদে আ'যম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, কাজেই গুমরাহ বিভ্রান্ত শাসক গোষ্ঠী বা আমীর-উমরা, রাজা-বাদশা এবং ধর্মব্যবসায়ী উলামায়ে'ছূ'দের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে না। গুমরাহ শাসক গোষ্ঠী বা আমীর উমরা, রাজা-বাদশা এবং ধর্মব্যবসায়ী উলামায়ে 'ছূ'দের তো দ্বিগুণ শাস্তি হবেই সাথে সাথে যারা তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করেছে অর্থাৎ তাদের সমস্ত শরীয়তবিরোধী আদেশ ও ফতওয়াগুলোকে যারা মেনে নিয়ে আমল করেছে ও সমর্থন করেছে তারাও জাহান্নামে যাবে। তাই গুমরাহ শাসক ও উলামায়ে'ছূ'দেরকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার সাথে সাথে তাদের শরীয়তবিরোধী নির্দেশ ও ফতওয়াগুলোর তীব্র প্রতিবাদ করা ও তাদেরকে অনসুরণ-অনুকরণ ও সমর্থন না করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয-ওয়াজিব।



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ১১/১১/২০০৮

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য ও হজ্জের সময় নিরূপক।”

চাঁদ দেখে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঠিক না করলে ঈদ, কুরবানী, হজ্জ কোন আমলই শুদ্ধ ও কবুল হবে না। সউদী সরকার যিলক্বদ মাস চাঁদ না দেখে মনগড়াভাবে শুরু করার কারণে যদি যিলক্বদ মাস ৩০ দিনও গণনা করে তবুও যিলহজ্জ মাস সঠিক তারিখে শুরু করতে পারবে না।

যিলহজ্জ মাস চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু করতে হলে যিলক্বদ মাসকে ৩১ দিন গণনা করতে হবে। যেহেতু তারা তা করবে না, সেহেতু বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, সউদী সরকার ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসও চাঁদ না দেখেই শুরু করতে যাচ্ছে।

হাজী সাহেবদের হজ্জ নষ্ট করার দায়ভার যেমনি সউদী সরকারের নিতে হবে তেমনি মুসলমানদের হজ্জ পালনের জন্য সঞ্চিওত অর্থ বৃথা নষ্ট করার কারণে ‘বান্দার হক্ব’ নষ্টের জন্য গুনাহগার হতে হবে।

চাঁদের তারিখ নিয়ে সউদী সরকারের মিথ্যাচারিতা, শঠতার বিরুদ্ধে হাজী সাহেবগণ নীরব থাকলে ও প্রতিবাদ না করলে তাদেরও এ অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “চাঁদ দেখে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঠিক না করলে ঈদ, কুরবানী, হজ্জ কোন আমলই শুদ্ধ ও কবুল হবে না। সউদী সরকার যিলক্বদ মাস চাঁদ না দেখে মনগড়াভাবে শুরু করার কারণে যদি যিলক্বদ মাস ৩০ দিনও গণনা করে তবুও যিলহজ্জ মাস সঠিক তারিখে শুরু করতে পারবে না। যিলহজ্জ মাস চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু করতে হলে যিলক্বদ মাসকে ৩১ দিন গণনা করতে হবে। যেহেতু তারা তা করবে না, সেহেতু বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, সউদী সরকার ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসও চাঁদ না দেখেই শুরু করতে যাচ্ছে। হাজী সাহেবদের হজ্জ নষ্ট করার দায়ভার যেমনি সউদী সরকারের নিতে হবে তেমনি মুসলমানদের হজ্জ পালনের জন্য সঞ্চিওত অর্থ বৃথা নষ্ট করার কারণে ‘বান্দার হক্ব’ নষ্টের জন্য গুনাহগার হতে হবে। চাঁদের তারিখ নিয়ে সউদী সরকারের মিথ্যাচারিতা, শঠতার বিরুদ্ধে হাজী সাহেবগণ নীরব থাকলে, প্রতিবাদ না করলে তাদেরও এ অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।” সউদী সরকারের পবিত্র হজ্জ নষ্টের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল হাজীকে সরব ভূমিকা পালন করার জন্য গতকাল রাজারবাগ শরীফ-এ তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ উদ্ধৃত করে বলেন, মহান আল্লাহ পাক কুরআন তিনি শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য ও হজ্জের সময় নিরূপক।” মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি কুরআন শরীফ-এর অন্য এক আয়াত শরীফ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তিনি সেই মহান আল্লাহ পাক তিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।” এই সব আয়াত শরীফ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বছরগুলোর সংখ্যা এবং হিসাব রাখতে হলে চাঁদ ও সূর্যের বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুসলমানদের জন্য ফরয ওয়াজিব। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মুসলমানগণ নামাযের সময়সূচি নিয়ে যেমনি সচেতন, রোযার জন্য যেমনি সাহরী ও ইফতারের সময় নিয়ে সতর্ক, ঈদ পালনের জন্য যেমনি চাঁদ তালাশে উদগ্রীব; ঠিক সমপরিমাণ সতর্কতা হজ্জ পালনের দিন অর্থাৎ আরাফা এর দিনের বিষয়েও থাকতে হবে। সউদী আরবে গিয়ে যেহেতু হজ্জ পালন করতে হয়, ফলে তাদের ঘোষিত তারিখের প্রতি মুসলমানগণ আস্থা রেখে হজ্জ পালন করতে যায়। সউদী সরকার চাঁদ দেখে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণা দিয়েছে কি দেয়নি সে বিষয়ে বিশ্বের বেশি সংখ্যক হাজী থাকেন বেখবর। মুসলমানদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সউদী সরকার প্রতি বছর মুসলমানদের ঈদ, কুরবানী, হজ্জ এবং তার আনুষ্ঠানিক আমলগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অনেকেরই ধারণা হাজীগণ যেহেতু আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সম্ভৃতির জন্যই হজ্জ করতে যান ফলে হজ্জের হুকুম আহকাম সঠিক তারিখে সঠিকভাবে পালিত না হলে এই গুনাহর দায়ভার শুধু সউদী সরকারের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে দায়িত্ব এড়ানো মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। শরীয়তের হুকুম হলো, যে বিষয়টি ফরয তার আনুষ্ঠানিক বিষয় জানাও ফরয। হজ্জ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয় আর বহু মুসলমানের জীবনে মাত্র একবারই হজ্জ আদায়ের সুযোগ আসে, সেক্ষেত্রে চাঁদের তারিখসহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা সকল হাজী সাহেবদের জন্য ফরয ওয়াজিব। মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু চাঁদ দেখে মাস গণনা করা, মাসের হিসাব রাখা শরীয়তের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ, সে কারণেই হজ্জ যাতায়াত পূর্বে সকল হাজীদের সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। চাঁদ না দেখে তারিখ ঘোষণা করলে এর তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনে সউদী সরকারকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিটি আরবী মাসের তারিখ ঘোষণায় সউদী সরকারের হেয়ালীপনা সীমা অতিক্রম করেছে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি হাজী সাহেবদের বোঝার সুবিধার্থে এবং সচেতনার জন্য সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণার বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যিলক্বদ মাস চাঁদ না দেখে একদিন আগে শুরু হওয়ায় সউদী সরকার যিলক্বদ মাস ২৯ দিনে পূর্ণ করলে ২৯তম দিনটি হবে ২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার। আর ২৭শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সউদী আরব (মক্কা শরীফ) এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে অমাবস্যা সংঘটিত হবে বলে সেদিন চাঁদ দেখা যাওয়া অসম্ভব। আর ৩০ দিনে পূর্ণ করলে ৩০তম দিনটি হবে ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার। মহাকাশবিজ্ঞানের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী ২৮শে নভেম্বর অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের ৩০তম দিনেও চাঁদ দেখা যাওয়া অসম্ভব। তিনি একটি ছক উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, উপস্থাপিত নিচের ছকটি থেকে বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে।

২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার সউদী আরবের চাঁদের অবস্থান:

শর্ত	নূন্যতম যে মান থাকা প্রয়োজন	২৮শে নভেম্বর শুক্রবার সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান	শর্ত পূরণ
চাঁদের বয়স	১৮-২১ ঘণ্টা	২০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	পূরণ হয়েছে
চাঁদের উচ্চতা	৮-১০ ডিগ্রি	৪ ডিগ্রি ১৯ মিনিট	পূরণ হয়নি
কৌণিক দূরত্ব	৯-১২ ডিগ্রি	১০ ডিগ্রি ১১ মিনিট	পূরণ হয়েছে
চন্দ্রাস্ত এবং সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য	৪০ মিনিট	২৬ মিনিট	পূরণ হয়নি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে, ২৮শে নভেম্বর (শুক্রবার) অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের ৩০তম দিনেও সউদী হিসাব মতে সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। চারটি মূল শর্তের মধ্যে দুটি প্রধান শর্তই পূরণ হবে না। দিগন্তরেখার উপর চাঁদের উচ্চতা ৪ ডিগ্রীর সামান্য বেশি থাকাতে চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। এছাড়াও যখন চন্দ্রাস্ত এবং সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য ৪০ মিনিটের মত হয় তখন প্রথম ১০-১৫ মিনিট চাঁদ দেখা যায় না। চাঁদ দৃশ্যমান হয় শেষ ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে। সেখানে ২৮শে নভেম্বর শুক্রবার চাঁদ মাত্র ২৬ মিনিট আকাশে অবস্থান করবে ফলে চাঁদের দৃশ্যমান হওয়াটা কঠিন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকারকে এখন থেকেই সতর্ক করা যাচ্ছে কোনভাবেই যেন চাঁদ না দেখে সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণা করা না হয়। বিশ্বের সকল হাজী সাহেবের হজ্জ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র সউদী সরকারকে পরিহার করতে হবে। সউদী আরবে জন্ম বলেই তারা পৃথিবীর সবাইকে মনগড়া ইসলাম শেখাবে এবং তারা যা বলবে তা মেনে নিতে হবে, তা নয়। তাদের ওহাবী বাতিল আক্বিদা, অপকর্ম, বদ আমল- ইসলামের শিক্ষা নয়। তারা যে বাতিল আক্বিদার ইসলাম পালন করে পৃথিবীর সকল মুসলমান তা পালন করে না। তাদের বদ আক্বিদা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা নয়। ইহুদীদের গোলাম সউদী সরকারের কাছ থেকে আর যাই হোক ইসলাম শিখা যায় না। তাদের এখনই তওবা করে পরিপূর্ণ ইসলামে দাখিল হতে হবে, নতুবা অচিরেই তারা আসমানী আযাব গ্যবে গ্রেফতার হবে; তখন আর পরিত্রাণের পথ থাকবে না।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৪/১১/২০০৮

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য আয়না স্বরূপ।'

উপরোক্ত হাদীছ শরীফ-এর মিছদাক হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সউদী সরকারকে তাদের চাঁদের তারিখ ঘোষণার মনগড়া নিয়মের বিরুদ্ধে নছীহত করার পরও সউদী সরকার যখন চাঁদ না দেখে মাস গুরু করে ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ নষ্ট করতে যাচ্ছে তখন

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

স্বভাবতই বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগে- সউদী সরকার কি আদৌ মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী নাকি ইহুদী, নাছারা ও মুশরিকদের?

মুসলমান তো কখনো মুসলমানের হজ্জ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করতে পারে না। তাই সউদী সরকারের জন্য ফরজ-ওয়াজিব হচ্ছে- সঠিক নিয়মে পবিত্র যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে যিলহজ্জ মাসের তারিখ ঘোষণা করা। নচেৎ কোটি কোটি মুসলমানের হজ্জ নষ্ট করার কারণে সউদী সরকারকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের আয়না স্বরূপ। অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভুলগুলো তুলে ধরবে, নছীহত করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করবে। আর এ সকল নছীহত এবং সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের খাছ সন্তুষ্টি হাছিল করা। দৈনিক আল ইহসানসহ আমাদের সকল পত্রিকার মূলনীতিও তাই 'যে ব্যক্তি মুহব্বত করেন আল্লাহ পাক উনার জন্য, বিদ্বেষ পোষণ করেন আল্লাহ পাক উনার জন্য, আদেশ (দান) করেন আল্লাহ পাক উনার জন্য, নিষেধ করেন আল্লাহ পাক উনার জন্য, তিনি ঈমানে পরিপূর্ণ।'

এই মূলনীতিকে সামনে রেখেই এ যাবৎ প্রতিটি আরবী মাসের চাঁদের তারিখ ঘোষণা নিয়ে সউদী সরকারের মনগড়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যেমনি দৈনিক আল ইহসান প্রতিবাদ করেছে তেমনি সঠিক চাঁদের তারিখ ঘোষণাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। মনগড়াভাবে চাঁদের তারিখ ঘোষণা করে বিগত বহু হিজরী সনের মত ১৪২৯ হিজরী সনের পবিত্র হজ্জ সউদী সরকার নষ্ট করে দিবে বলে দৈনিক আল ইহসান সউদী সরকারসহ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

বিশ্বের সকল মুসলমানদের সাবধান করে আসছে। কখনো কোন আবেগ তড়িত কথা না বলে বরং মহাকাশ বিজ্ঞানের অংকের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী সউদী আরবে চাঁদ দেখতে পাওয়া এবং না পাওয়ার অবস্থান বর্ণনা করে খোদ সউদী আরবের বিভিন্ন এস্ট্রোনমারের তথ্যসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের যুক্তি ও অংকের মাধ্যম দিয়ে যেমনি তাদের চাঁদের তারিখ ঘোষণাগুলোকে আমরা মিথ্যা, জালিয়াতপূর্ণ প্রমাণ করেছি একইভাবে এ ব্যাপারে সউদী সরকার এবং বিশ্বের মুসলমানদের সচেতন করার চেষ্টা করেছি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আমরা আহবান করেছি যেন বিশ্বের সকল হাজী সাহেবগণ তাদের হজ্জ নষ্টের ব্যাপারে, তাদের অর্থগুলো অপচয় করার ব্যাপারে, বিনা অনুমতিতে মুসলমানদের অসংখ্য ছবি তোলায় ব্যাপারে, পবিত্র দুই মসজিদের পবিত্রতাহানি করে এবং ভিতরে সিসিটিভি স্থাপনের ব্যাপারে ছবি তুলে হজ্জ করতে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির ব্যাপারে শরীয়তসম্মতভাবে হজ্জ করার পরিবেশন নিশ্চিত করার ব্যাপারে সউদী সরকারের বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হন। তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ করেন প্রয়োজনে প্রতিরোধ করেন। এখন পবিত্র হজ্জ সমাগত আর কয়েকদিন দিন পর পবিত্র যিলহজ্জ মাসের চাঁদ খুঁজতে হবে। চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু হলে পবিত্র হজ্জ আদায় হবে নতুবা হজ্জের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার সউদী আরবে যিলহজ্জ মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবে অথচ সেদিনও চাঁদ দেখার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। আর যেহেতু তারা মাস ৩১ দিনে পূর্ণ করবে না ফলে পবিত্র যিলহজ্জ মাসটি চাঁদ না দেখেই শুরু হতে যাচ্ছে অর্থাৎ পবিত্র হজ্জ বাতিল হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রকাশিত দৈনিক আল ইহসান শরীফ-এ শুধু আমাদের প্রতিবাদগুলো, নছীহতগুলো সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমরা সউদী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন উম্মুল কুরা, সউদী প্রেস এজেন্সী তাদেরকেও আমরা তথ্যগুলো অবহিত করেছি।

গভীর ঘুমে আচ্ছাদিত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগিয়ে তুললে কিছু সময়ের জন্য যেমন স্বাভাবিক হতে পারে না, বিশ্বের মুসলমানদের অধিকাংশের

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

অবস্থাও হয়েছে তাই। সউদী সরকারের এহেন কর্মকাণ্ডে তারা বিমূঢ় হয়ে গেছে। অচিরেই তাদের ঘোর কেটে যাবে এবং দেখতে পাবে মুসলমানদের ঈমান, আমল নিয়ে কিভাবে মুসলিম নামধারী একটি দেশের কর্তব্যজিরা উপহাস করেছে এবং করে যাচ্ছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদা জিল্লুল আলী তিনি সউদী সরকারের ১৪২৯ হিজরী প্রতিটি মাসের চাঁদের তারিখ ঘোষণার একটি চিত্র তুলে ধরেন।

মাস	চাঁদ দেখে মাস শুরু
মুহররমুল হারাম	হয়েছে (জোর প্রতিবাদের পর)
ছফর	হয়নি
রবীউল আউয়াল	হয়েছে (জোর প্রতিবাদের পর)
রবীউস্ সানী	হয়নি
জুমাদিউল আউয়াল	হয়নি
জুমাদাস্ সানী	হয়নি
রজব	হয়েছে (শাবান মাসের তারিখ নষ্টের পূর্ব প্রস্তুতি)
শা'বান	হয়নি
রমাঘান	হয়নি
শাওয়াল	হয়নি
যিলক্বদ	হয়নি
যিলহজ্জ	হবে না

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে, সউদি সরকার ১৪২৯ হিজরী ১১টি মাসের মধ্যে ৮টি মাস চাঁদ না দেখেই শুরু হয়েছে। আর যে তিনটি মাস চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে এর মূল কারণ পূর্বের মাসগুলোর কোনটি বাস্তবে ৩১ দিনে পূর্ণ হয়েছিলো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসটি ৩১ দিনে পূর্ণ হবে বলে আগের মাসটি চাঁদ দেখে ঘোষণা করেছে। আসলে বাস্তবে তারা চাঁদ তালাশ করে না। তাদের ক্যালকুলেশনের সাথে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়াটা মাঝে মাঝে মিলে যায়। ১৪২৯ হিজরী শেষের পথে। বিশ্বের মুসলমানদের এখনই চিন্তা করতে হবে সউদী সরকারের এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি পাবার কী উপায়। নতুবা একই নিয়মে আগামী বছরের সকল মাসগুলো চাঁদ না দেখেই তারা ঘোষণা করতে থাকবে এবং মুসলমানদের আমলগুলো নষ্ট করবে। আমরা চাই সউদী সরকারের শুভবুদ্ধি হোক। তারা ইস্তিগফার করুক এবং মুসলমানদের আমল হিফাজত হোক।

**দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ০১/১২/২০০৮**

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য ও হজ্জের সময় নিরূপক।”

যিলক্বদ মাসের ত্রিশতম দিনেও সউদী আরবে পবিত্র যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। চাঁদ অস্ত যাবার পূর্বেই যেখানে নতুন মাসের তারিখ ঘোষণা করা যায় সেখানে পহেলা যিলহজ্জ শরীফ-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে সউদী কর্তৃপক্ষের ২০ ঘণ্টারও বেশি দেরী করার নেপথ্যে কি কারণ?

চাঁদ না দেখে যিলহজ্জ মাস শুরু করে সউদী কর্তৃপক্ষ ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ নষ্ট করতে যাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে হজ্জ নষ্টের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমানের তীব্র প্রতিবাদ করা ফরজ-ওয়াজিব।

**-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম**

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “শরীয়তে নতুন মাসের তারিখ গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে। মাসের ২৯ তম দিনে সূর্য অস্ত যাবার পর চাঁদ দেখতে যে সময়টুকু প্রয়োজন ততটুকু সময় অপেক্ষা করতে হয়। যদি কোন কারণে কোন মাসের ২৯তম দিনে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে পরবর্তী দিনে চাঁদ দেখার সময়টুকুও ব্যয় করতে হয়না। সূর্যাস্তের পরেই নতুন মাস শুরু হয়। এটাই শরীয়তের হুকুম যা শত শত বছর ধরে বিশ্বের সকল মুসলিম দেশগুলো অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে বর্তমান সউদী ওহাবী সরকারকে নিয়ে। চাঁদ নিয়ে বর্তমানে তারা যা করছে তাহলো- (১) চাঁদ না দেখেই মাস গণনা শুরু করেছে। (২) অমাবস্যার দিন চাঁদ দেখার দাবি করেছে। (৩) মাসের তারিখ আগ-পিছ করেছে। (৪) কখনো কোন মাস ৩১ দিনে গণনা করেছে। (৫) মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে। (৬) মাস শুরু করে আবার তারিখ পরিবর্তন করেছে। (৭) আকাশ মেঘলা থাকলেও চাঁদ দেখার দাবি করেছে এরকম আরও অনেক।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকার ১৪২৮ হিজরী অর্থাৎ গত বছরের হজ্জ নষ্ট করেছিলো, মনগড়াভাবে চাঁদের তারিখ গণনা করে। তাদের এই ভুলের জন্য যিলহজ্জ মাসটিকে ৩১ দিনে গুনতে হয়েছিলো। একমাত্র দৈনিক আল ইহসান শরীফ-এ সউদী সরকারের এ সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে দলীল সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সউদী ওহাবী সরকার সেখান থেকে কোন নসীহত গ্রহণ না করে বরং আরও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র হজ্জ (এবারের হজ্জ) নষ্ট করতে যাচ্ছে। বিষয়টি স্পষ্ট অনুধাবনের জন্য মুজাদ্দিদে আ'যম, মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৭শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ছিল অমাবস্যার দিন। সেদিন সউদী আরবে চাঁদ দেখা যায়নি। যদিও সউদী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

কর্তৃপক্ষ অমাবস্যার দিন চাঁদ খোঁজার সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কিন্তু অমাবস্যার দিন চাঁদ খুঁজতে বলার বিষয়টি অবান্তর এবং হাস্যকর।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, কোন মাসের ২৯তম দিনে চাঁদ দেখা না গেলেও ৩০তম দিনে অবশ্যই চাঁদ দেখা যায় (যদি আকাশ মেঘলা না থাকে)। ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার ছিল সউদী আরবে ৩০শে যিলক্বদ অথচ সেদিনও সউদী আরবে পবিত্র যিলহজ্জ মাসের চাঁদ খালি চোখে দেখার আকৃতিতে আসেনি, ফলে চাঁদ দেখা যায়নি। তাহলে আর বোঝার বাকি থাকে না যে ২শে নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে ৩০শে যিলক্বদ ছিল না।

২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার সউদী কর্তৃপক্ষের রচিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩০শে যিলক্বদ হলে, ২৯শে নভেম্বর শনিবার কোন ঘোষণা ছাড়াই যিলহজ্জ মাসের পহেলা তারিখ হবার কথা। অথচ ২৯শে নভেম্বর দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সউদী প্রেস এজেন্সি, অন্য কোন মিডিয়া, এমনকি সউদী আরবে সরাসরি যোগাযোগ করেও পবিত্র যিলহজ্জ মাসের সরকারি ঘোষণার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে প্রায় ২০ ঘণ্টা পর সউদী প্রেস এজেন্সি ২৯শে নভেম্বর থেকে পহেলা যিলহজ্জের গণনা শুরু করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবের একজন বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনমার জানান, তিনি বাইনোকুলারের সাহায্যেও ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার সউদী আরবে চাঁদ দেখতে পাননি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকার দুই পবিত্র মসজিদের খিদমতগার এবং সউদী আরব একটি ইসলামিক দেশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিত। যে দেশের সরকারি কর্মকাণ্ড চাঁদের তারিখ অনুসারে পরিচালিত হয়, সে রকম একটি দেশ চাঁদের ঘোষণা পেতে পরবর্তী দিনের দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় কেন সেটি এখন সবার প্রশ্ন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, ইদানীং আমাদের দেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনেও সউদী সরকারের হাওয়া লেগেছে। ইসলামি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

ফাউন্ডেশনকেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় প্রেস রিলিজ দেয়ার জন্য। বিষয়গুলো সন্দেহজনক।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি এ বিষয়ে আরো কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, চাঁদ সাধারণত অস্ত যাবার পূর্বেই দৃশ্যমান হয়। সুতরাং চাঁদ এবং সূর্যের অস্ত যাওয়া সময়ের পার্থক্যের চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করার কোন কারণই থাকতে পারে না। যেমন ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার বাংলাদেশ চাঁদ এবং সূর্যের অস্ত যাওয়া সময়ের পার্থক্য ছিল ১৮ মিনিট মাত্র। চাঁদের খবর বিশ্লেষণ এবং সরবরাহ করতে বড় জোর আরও আধঘণ্টা দেবী হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারেনা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু সউদী আরবে পবিত্র যিলহজ্জ মাস সঠিক তারিখে চাঁদ দেখে শুরু হয়নি ফলে আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকার ফরয, মুজদালিফায় থাকার ওয়াজিব, কঙ্কর নিক্ষেপ করার ওয়াজিব, কুরবানী করার ওয়াজিব, চুল কাটার ওয়াজিব, তাওয়াফে যিয়ারত ও ইহরাম খোলার ফরয সকল আমলসমূহ নষ্ট হতে যাচ্ছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, একটি দেশ ইহুদী-মুশরিকদের গোলামী করার কারণে মুসলমানদের আমলসমূহ এত সূক্ষ্ম কৌশলে নষ্ট করে দেবে বিষয়টি বরদাশত যোগ্য নয়। সুতরাং হজ্জ করতে যাওয়া সকল হাজী সাহেবদের বিষয়টি নিয়ে সউদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে হজ্জ নষ্টের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের ২৫০ কোটি মুসলমানের তীব্র প্রতিবাদ করা ফরজ-ওয়াজিব এবং এখনই প্রতিবাদের উপযুক্ত সময়।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৪/১২/২০০৮

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য ও হজ্জের সময় নিরূপক।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। ক্যালকুলেশন অনুযায়ী কোন আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও শরীয়তের ওয়াজিব আদায়ের লক্ষ্যে কয়েকজনকে চাঁদ খুঁজতেই হবে। কেউ চাঁদ খোঁজার চেষ্টা না করলে সকলেই ওয়াজিব তরকের গুনাহে গুনাহগার হবে।

### -সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবের উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার ক্যালকুলেশন পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে। ১৪৩০ হিজরীর মুহররমুল হারাম মাসের ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে- সউদী আরবে মাসটি শুরু হতে যাচ্ছে ২৯ শে ডিসেম্বর, সোমবার। অর্থাৎ সউদী আরবে মুহররমুল হারাম মাসের চাঁদ দেখা যাবে ২৮শে ডিসেম্বর, রোববার দিবাগত সন্ধ্যায়। চাঁদ দেখতে পাওয়ার যতগুলো শর্ত রয়েছে, সবগুলো পূরণ হবার কারণে, আকাশ মেঘলা না থাকলে ২৮শে ডিসেম্বর, রোববার সউদী আরবের আকাশে চাঁদ দেখতে পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সউদী আরব যিলহজ্জ মাসটি চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে শুরু করতে ২৮শে ডিসেম্বর, রোববার যিলহজ্জ মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ হবে। ফলে সেদিন আকাশ মেঘলা থাকলেও পরবর্তী দিন থেকেই মাস শুরু করতে হবে। সুতরাং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সউদী আরব ২৯শে ডিসেম্বর, সোমবার থেকেই মুহররমুল হারাম মাস শুরু করবে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যদি সউদী আরব চাঁদ দেখে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করতো তথাপিও মাসটি ২৯শে ডিসেম্বর, সোমবার থেকেই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো হয়তো সেক্ষেত্রে যিলহজ্জ মাসটি ২৯ দিনে পূর্ণ হতো। কিন্তু চাঁদ দেখার চেষ্টা না করে ক্যালকুলেশন পদ্ধতি অনুসরণের কারণে যিলহজ্জ মাসটি সঠিকভাবে শুরু হয়নি; শুধু মুহররমুল হারাম মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হতে পারে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার অতি সহজ পদ্ধতি হাদীছ শরীফ-এ থাকার পরও ক্যালকুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে চাঁদের মাসের গণনা শুরু করা শরীয়তে জাযিয় নেই। তবে ক্যালকুলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে চাঁদের অবস্থান জেনে নেয়া যেতে পারে। তাই চাঁদ দেখে মাস শুরু করলে শরীয়তের নির্দেশ যেমন পালিত হবে তেমনি সবগুলো মাসও সঠিক তারিখে শুরু হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য ও হজ্জের সময় নিরূপক।” শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। ক্যালকুলেশন অনুযায়ী কোন আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও শরীয়তের ওয়াজিব আদায়ের লক্ষ্যে কয়েকজনকে চাঁদ খুঁজতেই হবে। কেউ চাঁদ খোঁজার চেষ্টা না করলে সকলেই ওয়াজিব তরকের গুনাহে গুনাহগার হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, শরীয়তে আমভাবে শা'বান, রমাদ্বান, শাওয়াল ও যিলহজ্জ এই চার মাসের চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া ফতওয়া দেয়া হয়েছে। তবে খাস ফতওয়া মতে প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। যদিও সউদী আরব মাত্র তিনটি মাস যথা রমাদ্বান, শাওয়াল এবং যিলহজ্জ মাসেই চাঁদ তালাশ করার আয়োজন করে এবং ঘোষণা দিয়ে থাকে।



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে, সউদী আরবে চাঁদ দেখার পদ্ধতি, হজ্জ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, ছবি তোলায় বিষয় ইত্যাদির মধ্যে বেশ পরিবর্তন এসেছে। বিষয়টি আশাব্যঞ্জক। যেমন চাঁদ দেখার পূর্বের নিয়মগুলোতে চাঁদ না দেখেই প্রতিটি মাস শুরু হতো কিন্তু তাদের বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু মাস চাঁদ দেখা যাবার আকৃতি আসার পরেই শুরু হচ্ছে। আবার হজ্জের ব্যবস্থাপনায় পূর্বে অনেক ক্যামেরার ব্যবহার হলেও বর্তমানে ক্যামেরার সংখ্যা কমিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। আবার যেখানে পূর্বে পবিত্র স্থানসমূহে ছবি তোলায় ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে তাও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে অচিরেই সউদী আরব শুধু তিনটি মাস নয়, বরং প্রতিটি আরবী মাসই চাঁদ দেখে শুরু করবে।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ০৬/০১/২০০৯

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, আরবী মাস হয় ২৯ দিনে অথবা ৩০ দিনে হবে।

অর্থাৎ ২৯তম দিনে চাঁদ তালাশ করা বা চাঁদ দেখে মাস শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ। সউদী আরবসহ অনেক আরব দেশ শরীয়ী নির্দেশ মোতাবেক চাঁদ চাক্ষুষ না দেখে মনগড়া পদ্ধতিতে আরবী মাস শুরু করায় সে দেশের জনগণ শরীয়ী জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

সঠিক তারিখ না জানার কারণে মুসলমানগণ অনেক ইবাদত-বন্দীগী এবং নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্বের সব মুসলিম দেশের শাসকদের শরীয়ী দায়িত্ব হচ্ছে- চাঁদ চাক্ষুষ দেখে আরবী মাস শুরু করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “মানুষ যখন কুরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফ-এর নির্দেশের চেয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দিবে তখনই সমস্যায় জর্জরিত হবে।” এরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আরবী মাস শুরুর ক্ষেত্রে। চাঁদ দেখে মাস শুরুর করা শরীয়তের নির্দেশ। শরীয়তের নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের উদ্ভাবিত মনগড়া পদ্ধতিতে মাস শুরু করতে গিয়ে সউদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নাইজেরিয়া, লিবিয়াসহ আরও অনেক দেশের মুসলমানগণ প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখে মাস শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ। কাজেই বিশ্বের সব মুসলিম দেশের শাসকদের শরীয়ী দায়িত্ব হচ্ছে- চাঁদ দেখে মাস শুরু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিগত বছরের প্রতিটি আরবী মাসের তারিখ সংযুক্ত আরব আমিরাত <font class=gtext\_en> (UAE) </font> এবং সউদী আরব একই তারিখে শুরু করেছিলো। কোন কোন ক্ষেত্রে চাঁদ দেখে এবং বেশিসংখ্যক মাস চাঁদ না দেখেই শুরু হয়েছিলো। তবে ১৪৩০ হিজরীর পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসের তারিখ সউদী আরবের একদিন পূর্বে আরব আমিরাত শুরু করে। আরব আমিরাত এবং ফিলিস্তিন মুহররমুল হারাম মাসের পহেলা তারিখ শুরু করে ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, রোববার থেকে। আর সউদী আরব, জর্দান, ইরাক এবং মিসর তারিখ ঘোষণা করে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, সোমবার থেকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, হঠাৎ করেই সউদী আরবের একদিন পূর্বে আরব আমিরাতের তারিখ ঘোষণার কারণে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমগুলোকেও বেশ বিপাকে পড়তে হয়।



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, 'খালিজ টাইমস', 'আল ইত্তিহাদ', 'আল খাবার আল আরাব' এই তিনটি পত্রিকায় মুহররমুল হারাম মাসের তারিখ উল্লেখ করে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, সোমবার থেকে। সেখানে 'আল খালিজ', 'বিজনেস ২৪/৭' এবং 'দি ন্যাশনাল' কোন তারিখ উল্লেখ করেনি। আবার গালফ নিউজ, ইমারাত-আল-ইয়ুম মুহররমুল হারাম মাসের পহেলা তারিখ উল্লেখ করে ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, রোববার থেকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মুহররমুল হারাম মাসের ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ তারিখে যেহেতু মুসলমানগণ রোযা রাখে এবং অত্যন্ত মর্যাদার সাথে আশুরা মিনাল মুহররম পালন করে, সেহেতু মুহররমুল হারাম মাসের তারিখ নিয়ে গরমিলের বিষয়টি সেখানকার জনগণের জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, এ বিষয়ে দুবাইয়ের ফতওয়া বিভাগ মুহররম মাসের তিন সপ্তাহ পূর্বেই ১৪৩০ হিজরীর ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল। কারণ তারা চাঁদ দেখার পরিবর্তে মহাকাশ বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী তারিখ ঘোষণা করে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, তারা শুধু রমাদ্বান এবং যিলহজ্জ মাসেই চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করে থাকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মুহররমুল হারাম মাসের চাঁদের তারিখ নিয়ে সউদী আরবেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সউদী প্রেস এজেন্সী মুহররমুল হারাম মাসের পহেলা তারিখ ঘোষণা করে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, সোমবার অথচ সেখানে আরব নিউজ পহেলা তারিখ উল্লেখ করে ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী, রোববার থেকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, এ বিষয়গুলো থেকে যা প্রতীয়মান হয়, তা হচ্ছে- আরব দেশগুলোর সরকার চাঁদ দেখে মাস শুরু

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

করার বিষয়ে কোন গুরুত্বারোপ করে না। দুবাইয়ের ফতওয়া বিভাগের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, তাদের কাছে শুধু রমাদ্বান শরীফ এবং যিলহজ্জ মাসেরই গুরুত্ব রয়েছে, অন্য মাসগুলোর নেই। অথচ প্রতিটি আরবী মাস ইসলামী শরীয়তে গুরুত্বপূর্ণ।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, এছাড়া যেখানে আম ফতওয়া অনুযায়ী ৪টি মাসে চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া এবং খাছ ফতওয়া অনুযায়ী প্রতিটি আরবী মাসেরই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া; সেখানে দুবাই ফতওয়া বিভাগের পক্ষ হতে মাত্র দু'টো মাসে চাঁদ তালাশ করার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হয়নি। এরকম বিভ্রান্তিকর আমলের কারণেই সাধারণ মানুষ ও পত্রিকাসহ সমস্ত সংবাদ মাধ্যমগুলো সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ চাক্ষুষ দেখে মাস শুরু করলে সহজেই এ সব সমস্যার নিরসন হওয়া সম্ভব।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শাসক শ্রেণীকে নছীহত করে বলেন, আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সন্তুষ্টি পেতে হলে বিজ্ঞানের ক্যালকুলেশনের পরিবর্তে শরয়ী নির্দেশ মোতাবেক চাঁদ দেখে মাস শুরু করার আয়োজন করা সকল শাসক সম্প্রদায়ের জন্য ফরয-ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদের এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ১৮/০১/২০০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, হে আমার হাবীব হুলাওয়াহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন- এটি মানুষের আরবী মাসও ইবাদতের সময় এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম।

সউদী আরবসহ অনেক মুসলিম দেশে প্রশাসনিক কাজ-কর্মের জন্য আগাম রচিত চাঁদের ক্যালেন্ডার থাকার পরেও মাস শুরু নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে।

আরবী মাসের তারিখ শুরু নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসনের একমাত্র উপায় চাঁদ দেখে মাস শুরু করা যা কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ-এর নির্দেশ।

**-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম**

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “সউদী সরকার দাবি করে যে, প্রশাসনিক কাজ-কর্ম, স্কুল-কলেজ, বিমান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাদের একটি বছরব্যাপী ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন হয়। আর সে কারণেই তারা তৈরি করে থাকে উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার। কিন্তু এ যাবত দেখা গেছে, সউদী আরবে অনেক আরবী মাস শুরু হয়েছে উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারকে উপেক্ষা করে।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সম্প্রতি জানা গেছে- সউদী আরব ‘উম্মুল কুরা’র ক্যালেন্ডার ছাড়াও ভিন্ন একটি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে থাকে। সে ক্যালেন্ডারে ১৪৩০ হিজরীর মুহররমুল হারাম মাস-এর তারিখ ‘উম্মুল কুরা’র ক্যালেন্ডারে উল্লিখিত তারিখের এক দিন পূর্ব থেকে

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

শুরু হয়েছে। আরব নিউজ এবং সউদী প্রেস এজেন্সী মুহররমুল হারাম মাসের তারিখ একদিন আগে-পরে শুরু করেছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আরও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা গেছে, সউদী প্রেস এজেন্সীর ওয়েব সাইটে আরবী অংশে মুহররমুল হারাম মাসের তারিখ এবং ইংরেজি অংশে আরবী তারিখের মধ্যে একদিনের পার্থক্য রয়েছে। তাহলে আশুরা মিনাল মুহররম-এর আমল সউদী নাগরিকগণ যেদিন পালন করার কথা ছিলো সেদেশে অবস্থিত অনারবগণ কি ভিন্ন দিনে পালন করেছিলো?

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আরবী মাসের তারিখ উল্লেখ করার বিষয়টি- ইংরেজি সন বা অন্যান্যসনের তারিখ উল্লেখ করার মত নয়। কেননা, ইংরেজি সন, বাংলা সন বা অন্যান্য সনের তারিখ অনুযায়ী মুসলমানদের কোন ইবাদত পালিত হয় না। অপরদিকে, আরবী মাসের শুরু সঠিক তারিখে না হলে মুসলমানগণের আমলসমূহ পালিত হবে না এবং সঠিকভাবে পালিত না হলে তা কবুলের প্রশ্নও আসে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মুহররমুল হারাম আরবী সনের প্রথম মাস। প্রথম মাসের শুরু নিয়ে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে বাকি মাসগুলোতে যেন তা না হয়; সে ব্যাপারে সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশের দায়িত্ববান ব্যক্তিদের সচেতন হতে হবে। দু'টি দেশের মধ্যে চাঁদের তারিখের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে; কিন্তু একটি দেশের দু'টি প্রচার মাধ্যমে দু'রকম তারিখ আবার একটি প্রচার মাধ্যমের দু'টো অংশে দু'রকম তারিখ উল্লেখের বিষয়টি মেনে নেয়া কঠিন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৬শে জানুয়ারি, সোমবার অমাবস্যার দিন, সেদিন সউদী আরবে সফর মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ২৭শে জানুয়ারি, মঙ্গলবার সউদী আরবে সফর

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মাসের চাঁদ দেখতে পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। চাঁদের প্রকৃত হিসাবে মুহররমুল হারাম মাসটি সউদী আরবে ৩০ দিনে পূর্ণ হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর ২৫০ কোটি মুসলমানের প্রত্যাশা, সউদী আরব যেন আগামী মাসগুলো চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু করে। শুধু শা'বান, রমাদান, শাওয়াল এবং যিলহজ্জ এই চারটি মাসে চাঁদ তালাশ করা আম ফতওয়া মতে ওয়াজিবে কিফায়া। কিন্তু খাছ ফতওয়া অনুসারে প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশ করে মাস শুরু করতে হবে। মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, হে আমার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন- এটি মানুষের আরবী মাসও ইবাদতের সময় এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৫/০১/২০০৯

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, নতুন চাঁদ (হিলাল) কল্যাণ এবং পথ প্রদর্শনের জন্য।

সউদী আরবে সকল মাসে চাঁদ তালাশ করা হয় না। অথচ প্রতিটি আরবী মাস চাঁদ দেখে শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “রমাদান, শাওয়াল এবং যিলহজ্জ এই তিনটি মাসে সউদী আরব চাঁদ তালাশ করার ব্যবস্থা নেয় এবং তা জাতীয়ভাবে প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে তারা আরো একটি মাসে চাঁদ তালাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, তারা মোট ছয়টি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মাসের ক্ষেত্রে চাঁদ তালাশের ব্যবস্থা নিয়েছে; তবে সরকারিভাবে মাত্র তিনটি মাস যথা- রমাদান, শাওয়াল এবং যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা বা না দেখার খবর প্রচার করে। শরীয়তের বিশেষ ফতওয়া অনুসারে বারো মাসের চাঁদ তালাশ করাই ওয়াজিবে কিফায়া। আর এই ফতওয়া বুঝার জন্য শরীয়তের কোন গভীর ইলমের প্রয়োজন পড়ে না, সাধারণ আকুলই যথেষ্ট। কিন্তু সউদী আরবের বারোটি মাসের মধ্যে ছয়টি মাসে চাঁদ খোঁজা আর তিনটি মাসের সংবাদ প্রচার করা বিষয়গুলো কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং সম্পূর্ণরূপে গাফলতীর বহিঃপ্রকাশ।”

সকল মুসলিম দেশে প্রতিটি আরবী মাসে চাঁদ দেখা এবং তার সংবাদ পরিবেশন করার ব্যাপারে সরকারি তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, রমাদান শরীফ-এ চাঁদ তালাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ওয়াজিবে কিফায়া। কেননা সেখানে রোজা পালনের বিষয়টি জড়িত। আবার শাওয়াল মাসে রয়েছে ঈদুল ফিতর এবং যিলহজ্জ মাসে রয়েছে ঈদুল আদ্বাহ ও পবিত্র হজ্জ। অথচ শরীয়তের কোন আমল, কোন ঈদ আমরা পেতাম না যদি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়ীন হযর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আমাদের মাঝে তাশরীফ না আনতেন। নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ-এর মাস রবিউল আউয়াল শরীফ- যে মাস সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই পবিত্র মাসের ১২ই শরীফ-এ তাশরীফ এনেছেন নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাহলে চাঁদ তালাশ করে সঠিক তারিখে রবিউল আউয়াল শরীফ শুরু করা এবং যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সউদী ওহাবীদের কাছে ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

সাল্লাম-এর গুরুত্ব নিয়ে যেখানে সন্দেহ আছে সেখানে চাঁদ দেখে এই পবিত্র মাস শুরু করার কতটা গুরুত্ব থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও প্রতিটি আরবী মাসেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ কিছু দিন। যেমন ছফর মাসের ২৯ তারিখে রয়েছে আখিরী চাহার শোম্বা ও হযরত ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বিছাল শরীফ এবং ২৮ তারিখে রয়েছে দ্বিতীয় সহস্রের মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আল ফিসানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বিছাল শরীফ। আউলিয়া কিরামগণের আগমন এবং বিদায় উভয় দিনই মর্যাদাপূর্ণ, রহমতপূর্ণ ও সাকিনাপূর্ণ। আবার রবিউস্ সানী মাসের ১১ তারিখে আল্লাহ পাক-এর দীদারে মিলিত হন সাইয়্যিদুল আউলিয়া, গাউছুল আ'যম, বড়পীর হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি। এভাবে প্রতিটি আরবী মাসেই রয়েছে আমলের, ইবাদতের ও ইখলাছ হাছিলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি ও দিন। তাহলে শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস নয় বরং প্রতিটি আরবী মাসেই চাঁদ তালাশ করে মাস শুরু করা ওয়াজিবে কিফায়া।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মাস শুরুর জন্য তার পূর্ববর্তী মাসের সঠিক হিসাবটিও প্রয়োজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি মাসই চাঁদ দেখে শুরু করা ওয়াজিবে কিফায়া।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব যদি ছয়টি মাসের জন্য চাঁদ খোঁজে আর তিনটি মাসের চাঁদের সংবাদ প্রচার করে তবে তাদের পক্ষে বারটি মাসেই চাঁদ তালাশ করে চাঁদের সংবাদ প্রচার করা সহজেই সম্ভব। মুসলিম দেশগুলোতে চাঁদ দেখে মাস শুরু করার পাশাপাশি চাঁদ দেখা বিষয়ে বিশেষ কোর্স চালু করা এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার ব্যাপারে সরকারকে আরও সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

-০-

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ০৪/০২/২০০৯

মহান আল্লাহ পাক ফবলেন, 'তোমরা পরস্পরকে নেকী ও পরহিযগারীতে সাহায্য কর।'

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, 'যে সৎ পথ দেখায় সে উত্তম প্রতিদান পাবে; আর যে অসৎ পথ দেখায় সেও তার বদলা ভোগ করবে।'

সউদী আরবকে অনুসরণ করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ চাঁদ না দেখেই আরবী মাস গণনা করছে। অথচ চাঁদ দেখে মাস গণনা করা শরীয়তের নির্দেশ।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর নিয়মিতভাবেই সউদী আরবকে অনুসরণ করে আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করছে। মূলতঃ এ সকল দেশ চাঁদ না দেখে 'ক্যালকুলেশন পদ্ধতি' বা 'অনুসরণ রীতি' পালন করছে। অথচ সউদী আরবের আরবী মাস গণনার পদ্ধতি যে সঠিক নয়; সে বিষয়ে তাদের যথেষ্ট সতর্ক-সচেতন করার চেষ্টা চালালেও এযাবৎকাল পর্যন্ত তারা মুখ ফিরিয়েই রয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব কর্তৃপক্ষ পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসে চাঁদ দেখার কোন চেষ্টা এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে তা প্রচার করার কোন ব্যবস্থা নেয়নি এবং চাঁদের গণনা হিসেবেও মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হয়নি।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছিলো ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ রবিবার এবং পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসের পহেলা তারিখ শুরু হওয়ার কথা ছিলো ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সোমবার থেকে। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো মুহররম মাসের পহেলা তারিখ ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছিলো।

গণনা অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি ২০০৯ সোমবার ছিল মুহররম মাসের ২৯তম দিন। সউদী আরবের সময় অনুযায়ী ১০টা ৫৫ মিনিটে অমাবস্যা সংঘটিত হওয়ায় সেদিনের সন্ধ্যায় সউদী আরবে ছফর মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। সুতরাং পবিত্র মুহররম মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ করে সউদী আরব সহজেই ছফর মাসটি ২৮ জানুয়ারি ২০০৯ বুধবার থেকে শুরু করতে পারতো। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ মঙ্গলবার থেকেই ছফর মাস গণনা শুরু করেছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সউদী আরবের একদিন পূর্বে মুহররম মাস শুরু করেছিলো। অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ রোববার থেকে তারা মাস গণনা শুরু করেছিলো যা 'গালফ নিউজ' এবং 'ইমারাত আল ইয়ুম' পত্রিকা উল্লেখ করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, যখন সউদী আরব ২৯ দিনে মুহররম মাস শেষ করে, চাঁদ না দেখে ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ মঙ্গলবার থেকে ছফর মাস শুরু করলো, সউদী আরবকে অনুসরণ করতে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতও ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ মঙ্গলবার থেকেই ছফর মাস শুরু করে। অথচ সংযুক্ত আরব আমিরাত মুহররম মাসটি সউদী আরবের একদিন পূর্বে শুরু করেছিলো এবং সে হিসেবে মুহররম মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ হয়। অথচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুহররম মাসের ৩০তম দিনে চাঁদের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

চাঁদের অবস্থা	মাসের ৩০তম দিনে চাঁদের অবস্থান	অথচ যে মান প্রয়োজন
চাঁদের বয়স	৬ ঘণ্টা	১৮-২১ ঘণ্টা
চাঁদের উচ্চতা	১ ডিগ্রির কিছু বেশি	৮-১০ ডিগ্রি
কৌণিক দূরত্ব	২ ডিগ্রির কিছু বেশি	৯-১২ ডিগ্রি
সূর্য ও চাঁদের অন্তের পার্থক্য	৯ মিনিট	৪২ মিনিট

(সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুহররম মাসের ৩০তম দিনে চাঁদের অবস্থান।)

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, উপরের ছক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে: যদি মাসের ৩০তম দিনে চাঁদের এ রকম অবস্থা থাকে তাহলে মাসটি অবশ্যই সঠিক তারিখে শুরু হয়নি। কেননা মাসের ৩০তম দিনে চাঁদ কোন কারণে দেখা (আকাশ মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন) না গেলেও দেখা যাবার আকৃতিতে অবশ্য অবশ্যই পৌঁছে থাকে। শুধু তখনই ব্যতিক্রম দেখা যায় যখন মাসটি ১ দিন বা ২ দিন পূর্বেই শুরু হয়ে যায়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে: চাঁদ না দেখে মাস শুরু করার কারণে সউদী আরবসহ অনেক মুসলিম দেশেই আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হচ্ছে না। সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশগুলোর দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে- চাঁদ দেখে আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, “যারা সৎ পথ প্রদর্শন করবে তারা উত্তম প্রতিদান পাবে; আর যারা ভুল পথ দেখায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৩/০২/২০০৯

চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার ক্ষেত্রে সউদী আরব সম্প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ। শরীয়তের নির্দেশ মান্যকারীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।

### -সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী জুডিসিয়াল কাউন্সিলের প্রাক্তন প্রধান চাঁদ না দেখেই আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা দেয়াতে বিগত বছরগুলোতে পবিত্র হজ্জ বাতিলসহ শরীয়তের অনেক আমল সুষ্ঠুভাবে পালনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়েছিলো।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, জানা গেছে- সউদী জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বর্তমান প্রধান চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরুর পক্ষে। অবশ্য এর পূর্বেও সউদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল আযীয আল আশিক ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আরবী মাস শুরুর বিপক্ষে এবং চাঁদ দেখে মাস শুরু করার পক্ষে ফতওয়া দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। আশা করা যায়, বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চাঁদ দেখে মাস শুরু করার শরীয়তের নির্দেশ পালন করে মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের খাছ সন্তুষ্টি হাছিল করবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী, বুধবার অমাবস্যার দিন। সেদিন সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। অমাবস্যার দিন সউদী আরবের মক্কা শরীফ-এ সূর্য অস্ত যাওয়ার ২৬ মিনিট পর চাঁদ অস্ত

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যাবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় চাঁদ মাত্র ৫ ডিগ্রির কিছুটা উপরে অবস্থান করবে এবং কৌণিক দূরত্ব থাকবে ৭ ডিগ্রির কিছুটা বেশি। মহাকাশ বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী, বুধবার অমাবস্যার দিন সউদী আরবে খালি চোখে চাঁদ দেখা অসম্ভব।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৬ ফেব্রুয়ারি-২০০৯ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার সউদী আরবে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ-এর চাঁদ দেখতে পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, শুধু সউদী আরব নয়, সমগ্র মুসলিম দেশে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ-এর চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু করে অত্যন্ত জওক-শওক ও মর্যাদার সাথে ১২ই রবীউল আউয়াল শরীফ পালন করা উচিত।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মূলতঃ অনন্তকাল ধরেই সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার শান-শওকত, মর্যাদা-মর্তবা আলোচনা করে আমাদের ফযীলত হাছিল করা উচিত।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ, সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম, ঈদে আকবর পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা ফরয। সুতরাং এ মাসের চাঁদ দেখার কতটা গুরুত্ব রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু সউদী আরবকে অনুসরণ করে অনেক মুসলিম দেশ তাদের আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করে সুতরাং সউদী আরবের চাঁদ দেখা বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উচিত- সউদী আরবে যেন পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফসহ সব আরবী মাসেরই চাঁদ দেখার আয়োজন করে এবং চাঁদ দেখে মাস শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

-০-

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৩/০৩/২০০৯

অত্যন্ত শান মান মর্যাদার সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয় পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের জন্য।

অথচ সউদী ওহাবী সরকারের কাছে এ মাসের কোন গুরুত্ব না থাকায় তারা চাঁদ দেখার আয়োজন না করে মনগড়া নিয়মে আরবী মাস শুরু করেছে।

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি যাদের আদব প্রকাশে ক্রটি রয়েছে; তাদের মুসলমানদের খিদমতগার না বলে ইহুদী-মুশরিকদের তাবেদার বলাই যুক্তিসঙ্গত।

### -সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী বলেন, “অত্যন্ত শান মান মর্যাদার সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয় পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের জন্য।

অথচ সউদী ওহাবী সরকারের কাছে এ মাসের কোন গুরুত্ব না থাকায় তারা চাঁদ দেখার আয়োজন না করে মনগড়া নিয়মে আরবী মাস শুরু করেছে।

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি যাদের আদব প্রকাশে ক্রটি রয়েছে; তাদের মুসলমানদের খিদমতগার না বলে ইহুদী-মুশরিকদের তাবেদার বলাই যুক্তিসঙ্গত।”

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তোমরা আমার হাবীব নূরে মুজাস্সাম হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত দিবস উপলক্ষে খুশি প্রকাশ কর।”

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “সমগ্র কায়িনাতের জন্য মহান আল্লাহ পাক তিনি নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে নিয়ামতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।” হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যারা আমার বিলাদত দিবস উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করবে, তাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।” (সুবহানাল্লাহ)

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত দিবস পালন করার জন্যে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন মুসলমানগণ। আর এটাই মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অথচ যখন কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়, তখন তাদের ইসলাম এবং মুসলমানিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেয়াই স্বাভাবিক।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সম্প্রতি সউদী আরবে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়। সউদী জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ডক্টর সালেহ বিন হাইমেদ। সউদী আরবসহ বিশ্বের অনেক অ্যাস্ট্রোনমার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিলো সউদী আরবে হয়তো চাঁদ দেখে আগামী মাসগুলো গণনা করবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসটিও চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু করা হয়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব শুধু শা'বান,

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

রমাদান, শাওয়াল, যিলহজ্জ- এ মাসগুলোতেই চাঁদ দেখার আয়োজন করে এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে রবীউল আউয়াল শরীফ মাস শুরু করার ব্যাপারে সউদী শাসক শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়নি। এর কারণ নানাবিধ। তবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. পবিত্র ঈদে মীলাদুন্ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালনে তারা আগ্রহী নয়। (নাউয়ুবিল্লাহ)

২. আর সে আগ্রহ না থাকায় এ মাসের কোন গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

৩. যেহেতু এ মাসে আমভাবে শরীয়তের কোন আমল পালন করা হয় না তাই তারা চাঁদ দেখার কোন আয়োজন করে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মূলতঃ রমাদান সিয়াম পালনের মাস, শাওয়াল ঈদুল ফিতর পালনের মাস, যিলহজ্জ পবিত্র হজ্জ এবং ঈদুল আদ্বহা পালনের মাস হলেও রবীউল আউয়াল শরীফ মূলতঃ সমস্ত মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস। অর্থাৎ শাহরুল আ'যম হচ্ছে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ।

সুতরাং এ মাসটি চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু করার অর্থই হচ্ছে মাস শুরুর ক্ষেত্রে হাদীছ শরীফ-এর পূর্ণ অনুসরণ করা এবং এ মাসের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী, বুধবার সউদী আরবে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। সেদিন সউদী আরবে চাঁদের বয়স ছিল প্রায় ১৪ ঘণ্টা। কৌণিক দূরত্ব ছিল ৭ ডিগ্রির কিছু বেশি এবং দিগন্ত রেখার মাত্র ৫ ডিগ্রির কিছু উপরে ছিল চাঁদের অবস্থান। চাঁদ এবং সূর্যের অস্ত যাওয়া সময়ের পার্থক্য ছিল মাত্র ২৬ মিনিট।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী, বুধবার। অথচ সউদী আরব ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী, বুধবার চাঁদ না দেখেই ২৬শে ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকেই পহেলা রবীউল আউয়াল শরীফ ঘোষণা করে। যদিও প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। কিন্তু সউদী ওহাবী সরকার শরীয়তের এই হুকুম পালন করে না। ফলে তারা চাঁদ দেখেই মাস শুরু করবে কিনা এ ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তারা যে মাসগুলোতে চাঁদ দেখার আয়োজন করে সে মাস পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিশ্বের ২৫০ কোটিরও অধিক মুসলমানের হৃদয়ের দাবি যেন সউদী সরকার প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশের আয়োজন করে এবং আকাশে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করে।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৪/০৩/২০০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, (হে হাবীব আমার!) আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে- আপনি বলুন, চাঁদ মানুষের (ইবাদত-বন্দেগী) ও হজ্জের সময় নিরূপক।

চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা শরীয়তেরই নির্দেশ। অর্থাৎ ওয়াজিবে কিফায়া।

উম্মুল কুরার আগাম রচিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোন মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও চাঁদ তালাশের হুকুম প্রতিপালিত হবে না। বাংলাদেশ সরকার যদি প্রতিমাসে চাঁদ তালাশ করতঃ চাঁদের তারিখ ঘোষণা করতে পারে তবে সউদী সরকারের পক্ষে কেন সম্ভব হবে না? অবশ্যই সম্ভব।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী বলেন, “চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ। উম্মুল কুরার আগাম রচিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোন মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও চাঁদ তালাশের হুকুম প্রতিপালিত হবে না। বাংলাদেশে যদি সরকারি পর্যায়ে প্রতি মাসে চাঁদ তালাশের আয়োজন হয় তবে সউদী আরবেও তা অবশ্যই সম্ভব।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবের উম্মুল কুরা সারা বছরের জন্য একটি আগাম ক্যালেন্ডার রচনা করে রাখলেও সউদী আরব সরকার কয়েকটি মাসে যেমন- শা'বান, রমাদ্বান, শাওয়াল, যিলহজ্জ মাসে চাঁদ তালাশ করে এবং তা সরকারিভাবে প্রচার করে। অর্থাৎ কয়েকটি মাসের জন্য হলেও সউদী আরব সরকার উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারের অনুসরণ করে না। আবার বাকি মাসগুলোর জন্য অনুসরণ করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে যে মাসগুলোতে উম্মুল কুরার ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী মাস শুরু করা হয় সে মাসগুলোর মধ্যে অনেক মাসই শুরু হয় চাঁদ না দেখে। কখনো কখনো গণনাকৃত তারিখের দিনে চাঁদ দেখা যায় এবং মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হয়। কিন্তু এভাবে মাস শুরু হলে শরীয়তে চাঁদ দেখে মাস শুরু করার যে হুকুম রয়েছে, তা কখনোই আদায় হবে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আগামী রবীউছ ছানী মাসটি সউদী আরবে সঠিক তারিখে শুরু হতে পারে যদি ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার সউদী আরবের আকাশ পরিষ্কার থাকে। কেননা ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার সউদী আরবের আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ীও পহেলা রবীউছ ছানী হচ্ছে ২৮শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শনিবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সউদী আরবের উচিত সরকারিভাবে চাঁদ তালাশের আয়োজন করা এবং তা প্রচার মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচার করা। এতে শরীয়তের হুকুম প্রতিপালিত হবে। যেমনটি বাংলাদেশ সরকার করে থাকে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার পবিত্র মক্কা শরীফ-এ সূর্যাস্ত ৬টা ৩৭ মিনিটে এবং চন্দ্রাস্ত ৭টা ২৭ মিনিটে অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রায় ৫১ মিনিট পর চাঁদ অস্ত যাবে। সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদের বয়স হবে ২৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিট প্রায়। দিগন্তরেখার উপর চাঁদের উচ্চতা হবে ১০ ডিগ্রির বেশি এবং কৌণিক দূরত্ব হবে ১৩ ডিগ্রির বেশি। সুতরাং চাঁদ দেখা যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে। সুতরাং সউদী আরব সরকারের উচিত- সেদিন চাঁদ তালাশের আয়োজন করে চাঁদ চাক্ষুষ দেখে পরবর্তী দিন থেকে আরবী মাস শুরু করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিশ্বের ২৫০ কোটি বেশি মুসলমানের দাবি সউদী সরকার যেন শুধু রবীউছ ছানী মাস নয়, প্রতিটি মাসেই চাঁদ দেখার তথ্য তালাশের ব্যবস্থা করে এবং চাঁদের অবস্থা অনুযায়ী আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করে। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও এতে শরীয়তের হুকুম আদায় হয় না।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ০৬/০৪/২০০৯

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, ‘মাসের ২৯তম দিনে চাঁদ তালাশ কর আর চাঁদ দেখা না গেলে মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ কর।’ সউদী আরবে রবীউছ ছানী মাসের ক্ষেত্রে হাদীছ শরীফ-এর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েছে।

সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশে প্রতিটি মাস চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু হওয়ার বিষয়টি বিশ্বের ৩০০ কোটিরও অধিক মুসলমানের হক্

-সাইয়িদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়িদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, ‘মাসের ২৯তম দিনে চাঁদ তালাশ কর আর চাঁদ দেখা না গেলে মাসটি ৩০ দিনে পূর্ণ কর।’ সউদী আরবে রবীউছ ছানী মাসের ক্ষেত্রে হাদীছ শরীফ-এর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েছে। সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশে প্রতিটি মাস চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে শুরু হওয়ার বিষয়টি বিশ্বের ২৫০ কোটিরও অধিক মুসলমানের হক।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, গত ২৬ শে মার্চ, ২০০৯ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার ছিল জিরো মুন (**Zero Moon**) বা অমাবস্যার দিন। একই তারিখটি ছিল সউদী আরবে রবীউল আউয়াল শরীফ-এর ২৯তম দিন। যদিও প্রকৃত চাঁদের হিসাবে সউদী আরবে বৃহস্পতিবার, ২৬শে মার্চ-এর দিন ২৮শে রবীউল আউয়াল শরীফ হওয়ার কথা ছিল।

কেননা, রবীউল আউয়াল শরীফ মাসটি চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে শুরু হওয়াতে সউদী আরবে ২৬শে মার্চ, ২৯শে রবীউল আউয়াল শরীফ গণনা করা হয়। সেদিন অমাবস্যা থাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। এর আগেও অনেকবার সউদী আরব অমাবস্যার দিন চাঁদ দেখা না গেলেও পরবর্তী দিন থেকে মাস গণনা করেছে। সউদী আরব রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার আকাশে চাঁদ দেখে ২৮শে মার্চ, শনিবার থেকে রবীউছ ছানী মাস গণনা শুরু করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার সউদী আরবের আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার আকৃতিতে থাকলেও অনেক স্থান মেঘলা থাকায় সবস্থানে চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। তবে **ICOP (Islamic Crescent Observation Project-** যা একটি আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটি)-এর সূত্রে জানা গেছে, ২৭শে মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার পবিত্র মদীনা শরীফ-এ রবীউছ ছানী মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয়।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মদীনা শরীফ-এ হযরত করার পূর্বে ইহুদীরা অমাবস্যা অনুযায়ী মাস গণনা করতো। হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মদীনা শরীফ-এ হযরত করার পর চাঁদ দেখে আরবী মাস গণনা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অমাবস্যা অনুযায়ী ইহুদীদের মাস গণনার সেই পদ্ধতি আজও সউদী আরবে প্রায়শঃই প্রতিপালিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে সম্মানিত মাসসমূহ যেমন- মাহে রবীউল আউয়াল শরীফ, মাহে শা'বান, মাহে রমাদ্বান শরীফ, মাহে যিলহজ্জ ইত্যাদি মাসগুলোতেও অমাবস্যা অনুযায়ী মাস গণনার অনেক রিপোর্ট (নজির) রয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু শরীয়তে অমাবস্যা অনুযায়ী মাস শুরু করার কোন গুরুত্ব নেই বরং বাঁকা চাঁদ চাক্ষুষ দেখে মাস শুরু করার নির্দেশ রয়েছে, সুতরাং সউদী আরবের উচিত শরীয়ত-এর নির্দেশ মুতাবিক রবীউছ ছানী মাসের মত আগামী মাসগুলোও আকাশে চাঁদ দেখে মাস গণনা শুরু করা।

-০-

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৯/০৪/০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হও।

সউদী সরকার চাঁদ দেখে মাস গণনার কথা বললেও তা শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ খাছ ফতওয়া হলো প্রতিটি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, ইমামুল

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, “সউদী সরকার চাঁদ দেখে মাস গণনার কথা বললেও তা শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ খাছ ফতওয়া হলো প্রতিটি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী বলেন, সউদী জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বর্তমান প্রধান ডক্টর সালাহ বিন হুমেইদ চাঁদ দেখে আরবী মাস গুরু অভ্যর্থার কথা ব্যক্ত করে সচেতন মুসলমান এবং মুসলিম অ্যাস্ট্রোনামারদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। এরপর থেকেই বিশ্বের অগণিত মুসলমান অপেক্ষা করছিলেন সউদী আরবে হয়তো চাঁদ দেখে আরবী মাস গুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, জুমাদাল উলা (১৪৩০ হিজরী) মাসের ক্ষেত্রেও আশা করা হয়েছিলো ২৬ এপ্রিল, রোববার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে ২৭ এপ্রিল ২০০৯ ঈসায়ী, সোমবার থেকে নতুন মাস গুরু হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে উম্মুল কুরার মনগড়া পদ্ধতি অনুযায়ী জুমাদাল উলা (১৪৩০ হিজরী) মাসটি গুরু হয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, উম্মুল কুরার বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে- যদি সূর্যাস্তের পূর্বে জিরো মুন (অমাবস্যা) সংঘটিত হয় এবং সূর্যাস্তের পর চন্দ্রাস্ত হয় তবে তার পরের দিন থেকে নতুন আরবী মাস গুরু হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, জুমাদাল উলা (১৪৩০ হিজরী) মাসের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। অর্থাৎ উম্মুল কুরার মনগড়া পদ্ধতি অনুসরণ করে সউদী কর্তৃপক্ষ মাসটি গুরু করেছে। ২৫ এপ্রিল ২০০৯ ঈসায়ী, শনিবার ছিল অমাবস্যার দিন সেদিন সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি। কিন্তু সে দিনটিতে মক্কা শরীফ-এ সূর্য অস্ত যায় ৬টা ৪৬ মিনিটে

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

এবং চাঁদ অস্ত যায় ৭টা ১৬ মিনিটে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরে চাঁদ অস্ত যায়। আবার সেখানে সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৪৬ মিনিটে কিন্তু অমাবস্যা বা জিরো মুন সংঘটিত হয় ৬টা ২৩ মিনিটে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী বলেন, উম্মুল কুরার বর্ণনা অনুযায়ী কোন মাসের ঊনত্রিশতম দিনে চাঁদের যে অবস্থান হওয়ার কথা ছিল তা মিলে যাওয়াতেই সউদী কর্তৃপক্ষ চাঁদ না দেখেই পরবর্তী দিন থেকে আরবী মাস (জুমাদাল উলা- ১৪৩০ হিজরী) গণনা শুরু করে। অথচ সউদী কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল উম্মুল কুরার পদ্ধতির পরিবর্তে শরীয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী ২৯তম দিনে আকাশে চাঁদ দেখে মাস গুরু করা; নতুবা চাঁদ দেখা না গেলে মাসটি ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে পরবর্তী দিন থেকে নতুন মাস গণনা করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মনগড়া পদ্ধতিতে জুমাদাল উলা আরবী মাস গুরু করা প্রসঙ্গে সউদী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে- জুমাদাল উলা মাসে যেহেতু সরকারিভাবে চাঁদ দেখার কোন আয়োজন করা হয় না তাই সেক্ষেত্রে উম্মুল কুরার নিয়মেই মাস গুরু হতে বাধা কোথায়?

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সউদী ওহাবীদের এ উত্তর বা যুক্তি শরীয়তসম্মত নয়। তাদের ৬টি চাঁদ দেখা কমিটি থাকার পরও, ইসলামিক দেশ দাবি করার পরও, সর্বোপরি চাঁদ দেখে মাস গুরু করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও উম্মুল কুরার মনগড়া নিয়মে মাস গুরু হওয়াতে বিশ্বের ২৫০ কোটিরও অধিক মুসলমানের বুঝতে আর বাকি থাকলো না যে, সউদী সরকার ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন -২০-০৮-০৯

নূরে মুজাস্‌সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ। অথচ সউদী সরকার চাঁদ দেখার গ্রহসন করে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে। মুসলমানদের ফরয রোযা আদায়ের সুবিধার্থে সউদী সরকারকে চাক্ষুষ চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু করতে হবে।

### -সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ্, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখা বা তালাশ করার বিষয়টি ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইসলামের অধিকাংশ আমলগুলোই চাঁদের তারিখের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা, কুরবানী, হজ্জ, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র রমাদ্বান শরীফসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফযীলতপূর্ণ দিন ও রাত। চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু হলে উল্লিখিত আমলগুলোও সঠিক তারিখে পালিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি চাঁদ না দেখে মনগড়াভাবে আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করা হয় বা মাস শুরু করা হয়, তবে উল্লিখিত আমলগুলো সঠিক তারিখে না হওয়ার কারণে সমস্ত আমলগুলোই নষ্ট হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তাই পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ ও ফিক্বাহ শাস্ত্রে চাঁদ দেখার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি কুরআন শরীফ-এর আয়াত শরীফ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সূরা ইউনুস-এর ৫ নম্বর আয়াত শরীফ-এ মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এই আয়াত শরীফ-এ অনেকগুলো বিষয়ের সাথে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব রক্ষার সাথে চাঁদের মনযিলের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ চাঁদের মনযিলের অবস্থা না দেখে কখনো চাঁদের মাসের হিসাব রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেউ যদি চাঁদের মনযিলের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে আরবী মাস শুরু করে তাহলে অবশ্যই তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিভিন্ন আরবী মাসে মুসলমানদের যে আমলের বিষয়টি রয়েছে তা চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

আর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, নূরে মুজাস্‌সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, “আমার উম্মত সহজ-সরল হবে। তাদের কেউ কেউ হিসাব নিকাশে তত দক্ষ হবেনা। আরবী মাস হয় ২৯ দিনে হবে নতুবা ত্রিশ দিনে হবে।”

তাই নূরে মুজাস্‌সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ তিনি করেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। যদি ২৯ তারিখ কোন কারণে চাঁদ দেখা না যায় তবে মাস ৩০ দিনে পূর্ণ কর।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি কুরআন শরীফ-এর সূরা বাক্বারা-এর ১৮৯ নম্বর আয়াত শরীফ-এ ইরশাদ করেন, “তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।” এ আয়াত শরীফ-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “চাঁদ সময় নির্ধারক। কিন্তু কিভাবে চাঁদ দেখে সময় নিরূপণ করতে হবে তার বর্ণনা হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, নূরে মুজাস্‌সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক হুলায়লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রেখেছেন। এছাড়াও পরবর্তিতে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা আকাশে নতুন চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করেছেন, রোযা রেখেছেন, তাঁর বর্ণনা ফিক্বাহ শাস্ত্রে রয়েছে। কাজেই প্রতি মাসে নতুন চাঁদ তালাশ করা শরীয়তে ওয়াজিবে কিফায়া। আর চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা কঠিন কবীরা গুনাহ।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে পবিত্র শা'বান মাস চাঁদ না দেখে শুরু হওয়াতে আজ বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট সউদী আরব শা'বান মাসের ২৯ তারিখ গণনা করবে। অথচ বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট হচ্ছে অমাবস্যার দিন। সেদিন সউদী সময় দুপুর ১টায় অমাবস্যা সংঘটিত হবার কারণে সেদিনের সন্ধ্যায় রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। অর্থাৎ শুক্রবার, ২১ আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা পালন শুরু করার কোন সুযোগ সউদী আরবে নেই। সউদী আরবে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে ২১ আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায়। সেদিন সূর্যাস্তের সময় মক্কা শরীফ-এর দিগন্ত রেখার উপর চাঁদ প্রায় সাড়ে ৮ ডিগ্রি উপরে অবস্থান করবে কিন্তু কৌণিক দূরত্ব ১৭ ডিগ্রির বেশি থাকবে বলে চাঁদ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও নিশ্চিত নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এ চাঁদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কৌণিকভাবে দক্ষিণ গোলাধারে নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

হয়ে উত্তরে সরে যাওয়াতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে সহজভাবে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরানে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। আবার ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহ অনেক উত্তর পশ্চিমে থাকলেও তাদের চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে ২২ আগস্ট, ২০০৯ ঈসায়ী, শনিবার।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু রমাদ্বান শরীফ-এ আকাশ পরিষ্কার থাকলে অধিক সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা প্রয়োজন আর আকাশ মেঘলা থাকলে একজন পুরুষ অথবা একজন মহিলার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। তাই এই সুযোগে সউদী আরবের অনুসারী এদেশের ওহাবী, জামাতী, খারিজীরা সউদী সরকারের পথ ধরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মাস একদিন আগে শুরু করার চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং সকল সচেতন মুসলমানকে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা)কেও সাবধানতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মূল কথা হলো- চাঁদ দেখা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা ওয়াজিবে কেফায়া। তাই কিছু লোককে অবশ্যই খাছভাবে চাঁদ তালাশ করতে হবে। নচেৎ সবারই ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চাঁদ দেখার সাথে শরীয়তী যিন্দেগী সংশ্লিষ্ট। ফরয ইবাদত তথা ইসলামের ভিত্তি জড়িত। কাজেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উচিত বিষয়টি সরকার ও ধর্মব্যবসায়ীদের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেরা খাছভাবে চাঁদ তালাশ করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, গাফিল সরকারি কর্মচারী ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা পেয়ে চাঁদের ছহীহ খবর পাওয়ার জন্যই ‘আঞ্জুমানে রুইয়াতে হিলাল মজলিস’ গঠিত হয়েছে। প্রকৃত ও সত্য খবর জানতে তিনি এর সাথে যোগাযোগের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- (০১.০৯.০৯)

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ২৯তম দিনে চাঁদ তালাশ কর। চাঁদ দেখতে না পেলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।

সউদী কর্তৃপক্ষ অমাবস্যার দিন শা'বান মাসের চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবি করে। অর্থাৎ চাঁদ না দেখে শা'বান মাস শুরু করায় তাদের গণনাকৃত ৩০শে শা'বানেও সউদী আরবে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে রমাদ্বান শরীফও চাঁদ না দেখেই শুরু হয়েছে।

আর চাঁদ না দেখে রমাদ্বান মাস শুরু হওয়াতে মুসলমানদের ফরয রোযা নষ্ট হবে, শবে কুদর নষ্ট হবে এবং ঈদুল ফিতর এর আমলগুলোও নষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

**-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম**

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ২৯তম দিনে চাঁদ তালাশ কর। চাঁদ দেখতে না পেলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর। সউদী কর্তৃপক্ষ অমাবস্যার দিন শা'বান মাসের চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবি করে। অর্থাৎ চাঁদ না দেখে শা'বান মাস শুরু করায় তাদের গণনাকৃত ৩০শে শা'বানেও সউদী আরবে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে রমাদ্বান শরীফও চাঁদ না দেখেই শুরু হয়েছে। আর চাঁদ না দেখে রমাদ্বান মাস শুরু হওয়াতে মুসলমানদের ফরয রোযা নষ্ট হবে, শবে কুদর নষ্ট হবে এবং ঈদুল ফিতর এর আমলগুলোও নষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।”

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

চাঁদ না দেখে বরং একটি সাজানো পদ্ধতিতে সউদী আরবে পবিত্র রমাদ্বান মাস শুরু করায় তিনি সতর্ক করে উপরোক্ত ক্বওল শরীফ উল্লেখ করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে চাঁদ না দেখেই পবিত্র শা'বান মাস শুরু হয়েছিলো। অমাবস্যার দিন চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবি করে শা'বান মাস শুরু করায় ২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সউদী আরব ২৯শে শা'বান গণনা করে। তাদের ঘোষিত তারিখ হিসেবে ২৯শে শা'বান হলেও সেদিনটিও ছিল অমাবস্যার দিন। সউদী চাঁদ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তাদের ঘোষিত মাসের ২৯ তারিখ হিসেবে চাঁদ তালাশ করতে বলে, কিন্তু বাস্তবে অমাবস্যা থাকায় সেদিন চাঁদ দেখা যায়নি এবং যাবেনা এটাই ছিল স্বাভাবিক।

পরবর্তিতে তারা শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে ২২ আগস্ট, শনিবার থেকে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শুরু করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে তাদের ঘোষিত শা'বান মাসের ৩০তম দিনেও সউদী আরবে পবিত্র রমাদ্বান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব এই প্রথম চাঁদ দেখার জন্য বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু যে চাঁদ দেখা যাবার আকৃতিতেই আসেনি সে চাঁদ বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপেও কখনো দেখা যাবেনা। এবং বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপ ব্যবহার কখনো শরীয়ত সমর্থন করেনা।

সুতরাং ২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ এবং খালি চোখে কোনভাবেই চাঁদ দেখা যায়নি। এমনকি তাদের হিসাব মত ৩০শে শা'বান যা ছিল ২১ আগস্ট, শুক্রবার সেদিনও সউদী আরবের অ্যাস্ট্রোনমার সাহেব আল সাব টেলিস্কোপ দিয়েও রমাদ্বান মাসের চাঁদ দেখতে পাননি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী চাঁদ কর্তৃপক্ষ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

প্রকৃতপক্ষে প্রহসনের আয়োজন করে মুসলমানগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যদিও তাদের এধরনের প্রতারণা নতুন নয়। মানুষের কাছে তাদের চাঁদ দেখা কমিটির গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সউদী প্রেস এজেন্সি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, “এবারে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্যালকুলেশনের সাথে সাক্ষীর সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখা হবে।”

অথচ শা’বান মাসের ৩০তম দিনেও চাঁদ না দেখে মাস শুরু করার বিষয়টি কিসের সাথে মেলানো হবে?

মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, শুধু সউদী আরব নয় প্রায় মুসলিম দেশেই চাঁদের তারিখ ঘোষণা নিয়ে চলছে কারসাজি, আর তার নেপথ্যে রয়েছে ইহুদী, মুশরিকদের দল।

মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মুসলমান শাসকগণ যতদিন তাদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত এ সকল মুসলিম দেশের মুসলমানগণের ঈমান, আকীদা, আমল হিফাযত করা কঠিন হয়ে পড়বে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন -১৫-০৯-০৯

হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ঈদ কর।

সউদী আরব রমাদ্বান মাসটি ত্রিশ দিনে পূর্ণ করলে তবে চাঁদ দেখে ঈদ পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সউদী আরবে উনত্রিশ রমাদ্বান শরীফ-এ চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনা নেই।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুর্শিদে আ’যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী বলেন, হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ঈদ কর।’ সউদী আরব রমাদ্বান মাসটি ত্রিশ দিনে পূর্ণ করলে তবে চাঁদ দেখে ঈদ পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে। সউদী আরবে উনত্রিশ রমাদ্বান শরীফ-এ চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনা নেই।

সউদী আরব পবিত্র শাওয়াল মাস চাঁদ না দেখেই শুরু করতে পারে বলে সতর্ক করে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এ যাবত সউদী আরব চাঁদ দেখে মাস শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট বক্তৃতা দিলেও বাস্তবে কাজ হয়নি কিছুই। চাঁদ দেখা বিষয়ক কমিটি প্রথমে সউদী জুডিশিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকলেও পরবর্তিতে তা চলে যায় সুপ্রিম কাউন্সিলের দায়িত্বে। চাঁদ দেখা কমিটির প্রাক্তন প্রধান শেখ লুহাইদানের পরিবর্তে আসে ডক্টর হাইমেদ। পরবর্তিতে তাকেও সরিয়ে নিয়োগ দেয়া হয় ডঃ ঈসাকে। কিন্তু খালি চোখে চাঁদ দেখে মাস শুরু করার কোন লক্ষণ এ যাবত দেখা যায়নি। যা চলছে তা হচ্ছে গৌজামিল।

মুজাদ্দিদে আ’যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এই শাওয়াল মাসের তারিখ ঘোষণা নিয়ে সউদী সরকারের হবে অগ্নি পরীক্ষা। কেননা ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার মক্কা শরীফ-এ চাঁদ মাত্র ৩ ডিগ্রি উচ্চতায় অবস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত যাবার ১৭ মিনিটের মধ্যে চাঁদ অস্ত যাবে। তাই খালি চোখে এই চাঁদ দেখাতো যাবেই না এমনকি টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও সম্ভব হবে না। সুতরাং চাঁদ দেখে মাস শুরু করতে চাইলে সউদী আরবকে রমাদ্বান শরীফ ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে, ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার চাঁদ দেখে ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করতে হবে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি সতর্ক করে বলেন, যেহেতু সউদী আরব উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে ফলে তাদের ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার চাঁদ না দেখেও চাঁদ দেখার ঘোষণা করতে পারে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ-

(১) অজুদ আল কামার অর্থাৎ চাঁদের অস্তিত্ব থাকবে; আকাশে যদিও চাঁদ দেখা যাবে না।

(২) যেহেতু সূর্য অস্ত যাবার পরে চাঁদ অস্ত যাবে।

(৩) অমাবস্যা সংঘটিত হবে ১৯শে সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যার অনেক পূর্বে।

এসকল কারণের উপর ভিত্তি করে সউদী আরবে চাঁদ না দেখেই তারিখ ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার কোনভাবেই খালি চোখে চাঁদ দেখা যাবে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকার ১৯শে সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখার ঘোষণা করতে পারে তার আরও প্রমাণ হচ্ছে, সউদী আরবের একজন প্রফেসর ডক্টর আলি মুহাম্মদ আল সুকরি ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। নিচের বর্ণনাই তার প্রমাণ।

### এখানে ছবি যাবে

যেখানে টেলিস্কোপেও চাঁদ দেখা যাবে না কিন্তু তিনি সেদিন চাঁদ দেখতে পাবার কিছুটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকারের কোনভাবেই উচিত হবে না, ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার চাঁদ দেখতে পাবার খবর প্রচার করার। সউদী সরকার যেহেতু চাঁদ দেখে মাস শুরু করার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে ফলে তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত। ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদের ঈমান আমল নষ্ট করা উচিত হবে না।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, চাঁদের তারিখ হেরফের করে মুসলমানদের বার বার প্রতারিত করলে পৃথিবীর ২৫৫ কোটি মুসলমান ভাবতে বাধ্য হবেন, এই সউদী ওহাবী সরকার মূলত মুসলমান নয়; এরা ইহুদীর চর এবং তাদের বংশোদ্ভূত।

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন -১৬-০৯-০৯

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “উনত্রিশতম দিনে চাঁদ তালাশ কর, আকাশ মেঘলা থাকলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।”

সউদী আরবের আকাশে চাঁদ না দেখে যেমনি হজ্জের সময় নির্ধারণ করা জাযিয় নয়, তেমনি নিজস্ব অঞ্চলের উদয়স্থলে চাঁদ না দেখে রোযা, ঈদ অন্যান্য আমল পালন করাও জাযিয় নয়।

পৃথিবীর দু'টি স্থানের সর্বোচ্চ সময়ের পার্থক্য ১৪ ঘণ্টা। সুতরাং কখনো এক দিনে পৃথিবীর সব দেশে রোযা ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যারা সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ পালন ও রোযা শুরুর কথা বলে তাদের শরীয়ত ও ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

### -সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুর্শিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, “সউদী আরবের আকাশে চাঁদ না দেখে যেমনি হজ্জের সময় নির্ধারণ করা জাযিয় নয়, তেমনি নিজস্ব উদয়স্থলে চাঁদ না দেখে রোযা, ঈদ অন্যান্য আমল পালন করাও জাযিয় নয়। পৃথিবীর দু'টি স্থানের সর্বোচ্চ সময়ের পার্থক্য ১৪ ঘণ্টা। সুতরাং কখনো এক দিনে পৃথিবীর সব দেশে রোযা ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়।”



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

সারা বিশ্বে এক দিনে ঈদ পালনকারীদের শরীয়ত এবং ভৌগোলিক জ্ঞানের চরম সীমাক্রান্ততা বা অভাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সন্ধ্যা হলে অন্য স্থানে সকাল। আর আমরা জানি, শরীয়তের দিন শুরু হয় সন্ধ্যার পর থেকে। সুতরাং কোন স্থানের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে, যে স্থানে সকাল সেখানে যদি ঈদ পালন করতে হয় তবে ঐ স্থানের দিনটি হবে অপূর্ণ। কেননা, ঈদ পালনের দিনটির রাতটি তাহলে কোথায়? অথচ হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে ঈদের রাতে দোয়া কবুল হয়। তাহলে কোন স্থানের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে পৃথিবীর সব দেশে ঈদ পালন করতে চাইলে পৃথিবীতে বহু দেশের অধিবাসীরা এই দোয়া কবুলের রাত পাবে না। শরীয়তের পূর্ণ দিন পাবে না। আর এরকম অবস্থায় ঈদ, রোযা পালন করা শরীয়ত কখনো সমর্থন করে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, শুধু ঈদ কেন রোযার কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সন্ধ্যায় রমাদ্বান শরীফ-এর চাঁদ দেখা গেলে অন্যস্থানে সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। যে অঞ্চলে সকাল সে অঞ্চলের অধিবাসীরা পূর্বে তারাবীহ পড়েননি, সেহরীও খাননি বরং সকালের নাস্তা শেষ করেছেন। তাহলে অন্য অঞ্চলের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে সেই চাঁদ দেখে কিভাবে তারা রোযা পালন করবেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ এবং রোযা পালনকারীদের শরীয়তের ইলমের যেমনি অভাব রয়েছে তেমনি রয়েছে ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকে- যদি পৃথিবীর সব দেশের শুক্রবারেই জুমুয়ার নামায আদায় হয় তাহলে এক দিনে ঈদ পালন করা সম্ভব নয় কেন? বলা হয়, প্রশ্ন হচ্ছে অর্ধেক জ্ঞান। এ প্রশ্নকারীদের প্রশ্নটিই অবাস্তব। পৃথিবীর সব দেশের জুমুয়ার দিনে যেমনি

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

জুমুয়ার নামায আদায় হয় তেমনি সব দেশের পহেলা শাওয়ালেই ঈদ পালিত হয়। অর্থাৎ একটি দেশের পহেলা শাওয়ালের সকালে অন্য অনেক স্থানে ৩০শে রমাদ্বান সন্ধ্যা আবার কোন দেশ পহেলা শাওয়ালের ঈদ পালন করে সন্ধ্যায় যখন পৌঁছেছে তখন অন্য দেশে ঈদ পালন শুরু হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য ১৪ ঘণ্টারও বেশি সুতরাং কোন দেশে ঈদ পালিত হলে অন্য দেশে ঈদ পালন শেষ হবে; এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই শরীয়তের নিয়ম। যার যার অঞ্চলে চাঁদ দেখে ঈদ এবং রোযা বা অন্যান্য আমল পালন করতে হবে। কোন স্থানের শাওয়ালের চাঁদ দেখে পৃথিবীর সব স্থানে ঈদ পালন সম্ভব নয় বরং অবাস্তব।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে সেখানে সউদী আরবের পূর্বে চাঁদ দেখা যায়। যদি কোন বছরের যিলহজ্জ মাসের চাঁদ সউদী আরবের পূর্বে অন্য কোন দেশে দেখা যায় এবং তার একদিন পর যদি সউদী আরবে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয় তাহলে কি সউদী আরবের পূর্বে বা আগেই প্রথমে যে স্থানে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেল সে অনুযায়ী হাজীদের আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে! যদি তাই হয়, তাহলে কারো হজ্জ আদায় হবে না। সউদী আরবের আকাশে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেই যিলহজ্জ মাস শুরু করতে হবে এবং তাদের ৯ই যিলহজ্জ তারিখে পৃথিবীর সব হাজীকে আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, যারা একই দিনে ঈদ, রোযা পালন করার কথা বলে থাকে তাদের কোন যুক্তি নেই, দলীল নেই। বরং যা বলা হয় তা অবাস্তব, যুক্তিহীন, দলীলহীন, মনগড়া এবং যা বাস্তবে কখনো প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক দিনে ঈদ পালনকারীদের উচিত এখনই এই অবাস্তব বিষয়টি থেকে খালিছ তওবা করে শরীয়তের সঠিক পথ অনুসরণ করা।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন ২৯/০৯/০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা নাসি অর্থাৎ সময় আগ-পিছ করো না। নাসী কুফরীকে বৃদ্ধি করে। সউদী ওহাবী সরকার মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে পবিত্র শাওয়াল মাস চাঁদ না দেখেই একদিন পূর্বেই শুরু করে কুফরী করেছে।

লিবিয়া ঈদুল ফিতর পালন করেছে অমাবস্যার দিন। পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার এ সকল ঘট্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সচেতন মুসলমানদের এখনই সজাগ হওয়া ফরয-ওয়াজিব।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, “তোমরা নাসি অর্থাৎ সময় আগ-পিছ করো না। নাসী কুফরীকে বৃদ্ধি করে।” সউদী ওহাবী সরকার মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে পবিত্র শাওয়াল মাস চাঁদ না দেখেই একদিন পূর্বেই শুরু করে কুফরী করেছে। লিবিয়া ঈদুল ফিতর পালন করেছে অমাবস্যার দিন। পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার এ সকল ঘট্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সচেতন মুসলমানদের এখনই সজাগ হওয়া ফরয-ওয়াজিব।”

পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশের শাসকশ্রেণী ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আরবী মাস গণনা করছে বলে তিনি তাদের সতর্ক করে এসব কথা বলেন।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, লিবিয়াতে অমাবস্যা সংঘটিত হয়েছিলো ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা ৪৪ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুযায়ী)। অথচ পরের দিন ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার সকালে লিবিয়াবাসী ঈদুল ফিতর পালন করেছিলো। অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যার পর লিবিয়াতে অমাবস্যা সংঘটিত হয়। অথচ তারা সন্ধ্যার পর থেকেই পবিত্র শাওয়াল মাসের তারিখ গণনা শুরু করে দিয়েছে। শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী লিবিয়াবাসী চাঁদ না দেখে মনগড়াভাবে মাস শুরু করতে শাওয়াল মাস সঠিকভাবে শুরু হয়নি এবং ঈদুল ফিতর-এর নামাযসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমল বাতিল হয়েছে। উপরন্তু রোযা দু'টি কম আদায় হওয়াতে ফরয তরকের গুনাহে গুনাহগার হয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব পবিত্র শাওয়াল মাস শুরু করেছে ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে। অথচ ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার সউদী আরবের মক্কা শরীফ-এ সূর্যাস্তের সময় দিগন্তরেখার মাত্র ৩ ডিগ্রি উপরে ছিলো চাঁদের অবস্থান। সউদী আরবের ৬টি চাঁদ দেখা কমিটিও স্বীকার করেছিলো যে, তারা চাঁদ দেখতে পায়নি। অথচ সউদী সুপ্রিম কাউন্সিল রিয়াদে কয়েকজনের চাঁদ দেখার মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে পবিত্র শাওয়াল মাস গণনা শুরু করেছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ‘দৈনিক আল ইহসান শরীফ’-এ সউদী সরকারকে সতর্ক করে এ বিষয়ে ব্যানার হেডিং প্রকাশ করা হয়। সউদী ওহাবী সরকার চাঁদ না দেখেই পবিত্র শাওয়াল মাস শুরু করতে পারে এ বিষয়ে পূর্বেই স্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সউদী আরবে পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয়েছিলো ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার,

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

বাংলাদেশে চাঁদ দৃশ্যমান হবার তিন ঘণ্টা পর। এর পূর্বে সউদী আরবে চাঁদ দেখা যাওয়া ছিল অসম্ভব। সউদী আরব মূলতঃ পবিত্র হজ্জ বাতিলের পরিকল্পনায় রয়েছে। তাই হঠাৎ করে যিলহজ্জ মাসের তারিখ আগ-পিছ করলে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের হাক্কীকৃত ফাঁস হয়ে যেতে পারে বলে তারা পূর্ব থেকেই মাসগুলোকে মনগড়াভাবে শুরু করে যাচ্ছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবসহ যে সকল তথাকথিত মুসলিম দেশ ইহুদীদের ভৃত্য সেজে মনগড়াভাবে আরবী মাস শুরু করে মুসলমানদের ঈমান-আমল নিয়ে খেল-তামাশা করছে তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা এবং এ সকল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলা সকলের জন্য ফরয-ওয়াজিব।

-০-

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন -১৮-১০-০৯,

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, হে আমার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন এটি হচ্ছে মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।

১৮ই অক্টোবর '০৯ রোববার অমাবস্যার দিন সে দিন সউদী আরবে চাঁদ দেখা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

পবিত্র হজ্জ বাতিল করার লক্ষ্যে সউদী চাঁদ কমিটি পবিত্র শাওওয়াল মাসের ন্যায় পবিত্র যিলক্বদ ও জিলহজ্জ মাসটিও চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে শুরু করতে পারে। তাই বিশ্বের ২৫৫ কোটি মুসলমানের এ ব্যাপারে এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহ'ইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, ‘হে আমার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা আপনাকে বাঁকা চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন এটি হচ্ছে মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।’

১৮ই অক্টোবর '০৯ রোববার অমাবস্যার দিন সে দিন সউদী আরবে চাঁদ দেখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পবিত্র হজ্জ বাতিল করার লক্ষ্যে সউদী চাঁদ কমিটি পবিত্র শাওওয়াল মাসের ন্যায় পবিত্র যিলক্বদ ও জিলহজ্জ মাসটিও চাঁদ না দেখে মনগড়া তারিখে শুরু করতে পারে। তাই বিশ্বের ২৫৫ কোটি মুসলমানের এ ব্যাপারে এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।”

সউদী আরব পবিত্র যিলহজ্জ মাসের তারিখ হেরফের করে যেন পবিত্র হজ্জ নষ্ট করতে না পারে সে কারণেই বিশ্বের সকল মুসলমানকে এখন থেকেই সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বাংলাদেশ গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯, রবিবার পবিত্র শাওওয়াল মাসের চাঁদ দেখে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, সোমবার পবিত্র ঈদ-উল ফিতর পালন করে। সে অনুযায়ী ১৯ অক্টোবর ২০০৯, সোমবার হবে ২৯ শাওওয়াল, যেদিনের সন্ধ্যায় পবিত্র জিলক্বদ মাসের চাঁদ তালাশ করতে হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব এ শাওওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছিলো ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯, সোমবার বাংলাদেশের তিন ঘণ্টা পর। কিন্তু চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বেই পবিত্র শাওওয়াল মাস শুরু করাতে সউদী আরব পবিত্র জিলক্বদ মাসের চাঁদ তালাশ করবে ১৮ই অক্টোবর, রবিবার। অথচ ১৮ই অক্টোবর ২০০৯, রবিবার অমাবস্যার দিন এবং সেদিন মক্কা শরীফ-এ সূর্য অস্ত যাবার ৪ মিনিট পূর্বেই চাঁদ অস্ত যাবে, ফলে সেদিন চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি সউদী আরব পবিত্র শাওওয়াল মাস ৩০

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দিনে পূর্ণ করে (চাঁদের প্রকৃত হিসাবে সেদিন ২৯ শাওয়াল) তবে ১৯ অক্টোবর ২০০৯, সোমবার পবিত্র যিলক্বদ মাসের চাঁদ দেখা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী যিলক্বদ মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হতে পারে। উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সউদী আরব এ পবিত্র যিলক্বদ মাসের প্রথম তারিখ উল্লেখ রয়েছে ২০ অক্টোবর ২০০৯ মঙ্গলবার।

পবিত্র শাওয়াল মাসটি সউদী আরবে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করার সম্ভাবনা এ কারণেই রয়েছে যেন তারা যিলক্বদ মাসটি ২৯ দিন গণনা করে পবিত্র জিলহজ্জ মাসের তারিখ হেরফের করতে পারে এবং হজ্জ পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করতে পারে।

সউদী সরকার পবিত্র শাওয়াল মাস ৩০ দিনে গণনা করলে জিলক্বদ মাস গণনা করতে পারে ২৯ দিনে আর পবিত্র শাওয়াল মাস ২৯ দিনে গণনা করলে যিলক্বদ মাস গণনা করতে পারে ৩০ দিনে। যেভাবেই গণনা করুক উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পবিত্র যিলহজ্জ মাসের পহেলা তারিখ হচ্ছে ১৭ই নভেম্বর ২০০৯ মঙ্গলবার, অর্থাৎ তারা ১৬ই নভেম্বর ২০০৯, চাঁদ দেখার দাবি করবে যা কিনা অসম্ভব এবং অবাস্তব। এ থেকে বোঝা যায় তারা পবিত্র শাওয়াল এবং যিলক্বদ মাস দু'টো মাসই ২৯ দিনে গণনা করে যিলহজ্জ মাসের তারিখ এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যেদিন চাঁদ দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ বছরেও পবিত্র যিলহজ্জ মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হবেনা বলে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সউদী সরকার এ বছরেও পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ পাক তিনি এ শাসক গোষ্ঠীকে হিদায়েতের উপর কায়ম রাখুন যেন বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের হজ্জের ফরয আমল নষ্ট না হয়ে যায়।

-০-

দৈনিক আল ইহসান; হেড লাইন- ২৮-১০-০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক উনার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

চাঁদের তারিখ হেরফের করে পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার চক্রান্ত থেকে সউদী শাসকগোষ্ঠীকে এখনই তওবা করতে হবে। এই

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

পৃথিবীতে তাদের বিচার এবং শেষ বিচার দিবসের সেই কঠিন মুহূর্ত আসার পূর্বেই তাদের খালিছ ইস্তিগফার করে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী আরবী মাস গণনা করা উচিত।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক-এর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

চাঁদের তারিখ হেরফের করে পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার চক্রান্ত থেকে সউদী শাসকগোষ্ঠীকে এখনই তওবা করতে হবে

এই পৃথিবীতে তাদের বিচার এবং শেষ বিচার দিবসের সেই কঠিন মুহূর্ত আসার পূর্বেই তাদের খালিছ ইস্তিগফার করে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী আরবী মাস গণনা করা উচিত।

পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার চক্রান্ত থেকে খালিছ তওবা-ইস্তিগফার করার জন্য সউদী শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, একজন ডায়াবেটিক রোগী কোথাও দাওয়াতে গেলে খাবারের মেনু পছন্দ না হলে বলেন, আমি ডায়াবেটিক রোগী, তাই খাবারের নিয়ম মেনে চলি। আর খাবারের মেনু পছন্দ হলে বলেন, রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে; কিছু খাওয়া প্রয়োজন। সউদী সরকারের অবস্থাও হয়েছে তাই। যখন তাদের রচিত 'উম্মুল কুরা'র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আরবী মাস সঠিক তারিখে শুরু হবার সম্ভাবনা থাকে তখন তারা চাঁদ দেখার মিথ্যা সাক্ষী যোগার করে মাস আগ-পিছ করে থাকে। আর যখন চাঁদের গণনা অনুযায়ী মাস সঠিক

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

তারিখে শুরু হবার সম্ভাবনা থাকে তখন তারা বলে আমরা আমাদের রচিত ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বর্তমানকালে আরবী মাস শুরু করার ক্ষেত্রে সউদী আরবে যে পদ্ধতি পালিত হচ্ছে তাতে দুটো শর্ত রয়েছে: ১. সূর্যাস্তের পরে চাঁদ অস্ত যেতে হবে। ২. সূর্যাস্তের পূর্বে অমাবস্যা সংঘটিত হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এই দুটি শর্ত অনুযায়ী আমরা এ বছর সউদী আরবে যিলক্বদ মাসের তারিখ ঘোষণার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে অমাবস্যা সংঘটিত হয়েছিলো ১৮ই অক্টোবর, রোববার। উম্মুল কুরার নিয়ম অনুযায়ী অমাবস্যা সংঘটিত হয়েছিলো সূর্যাস্তের অনেক পূর্বে সকাল ৮টা ৩৩ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুযায়ী) কিন্তু চাঁদ অস্ত যায় সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পূর্বে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উম্মুল কুরার দুটো শর্তের মধ্যে একটি শর্তও পূরণ হয়নি। সে অনুযায়ী ১৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ২০শে অক্টোবর থেকে পবিত্র যিলক্বদ মাস শুরু হবার কথা এবং বাস্তবে উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারে যিলক্বদ মাস ২০শে অক্টোবর থেকেই দেখানো আছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, কিন্তু সউদী আরব সরকারের পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার অভিপ্রায় রয়েছে বিধায় তারা উম্মুল কুরার শর্ত এবং মুদ্রিত ক্যালেন্ডার উপেক্ষা করে ১৯শে অক্টোবর থেকে যিলক্বদ মাস গণনা শুরু করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী সরকারের এই হঠাৎ মনগড়া সিদ্ধান্তের কারণে খোদ সউদী আরবের প্রেস এজেন্সিও বিপাকে পড়ে। সউদী প্রেস এজেন্সি ১৯শে অক্টোবরকে প্রথমে ৩০শে শাওয়াল

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তিতে তারা এ ভুলের মাশুল দেয় ২০শে অক্টোবরকে ২রা যিলক্বদ হিসেবে গণনা করে। অর্থাৎ সউদী প্রেস এজেন্সী পহেলা যিলক্বদের তারিখ গণনা না করেই মাস গণনা শুরু করেছে। অন্যদিকে সউদী গেজেট, ওকাজ এবং আল ওয়াতান পত্রিকাগুলো ১৯শে অক্টোবরকেই পহেলা যিলক্বদ হিসেবে উল্লেখ করে (যদিও ১৮ই অক্টোবর চাঁদ দেখা যায়নি এবং তাদের এ গণনাও শুদ্ধ হয়নি।)

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মাস গণনার ক্ষেত্রে সউদী আরবের এই কারসাজি বন্ধ হওয়া উচিত। প্রবাদ আছে, 'কিছু লোক কিছু সময়ের জন্য কিছু মানুষকে বোকা বানাতে পারে তবে কিছু লোক সব সময়ের জন্য সব মানুষকে প্রতারিত করতে পারে না।' সউদী আরবের এই জালিয়াতি এখন বিশ্বের মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হতে চলেছে। সেই সময় আর দেরি নেই যে, বিশ্বের ২৫৫ কোটি মুসলমানের- সউদী আরবের হজ্জ নষ্ট করার এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশে ফেটে পরার। তার পূর্বেই সউদী শাসকগোষ্ঠীকে খালিছভাবে তওবা-ইস্তিগফার করা উচিত এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আরবী মাস গণনা করা উচিত।

দৈনিক আল ইহসান- ১৬-১১-০৯

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন, হিলাল বা বাঁকা চাঁদ হচ্ছে হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু সউদী ওহাবী সরকার কুরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফ এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করে মনগড়া নিয়মে আরবী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মাসের তারিখ গণনা করার কারণে বিগত বহু বছর ধরে পবিত্র হজ্জ বাতিল হচ্ছে।

১৪৩০ হিজরীতে অনুষ্ঠিত পবিত্র হজ্জ বাতিল হবার পূর্বেই বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়া ফরয-ওয়াজিব।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদুর রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ‘হিলাল বা বাঁকা চাঁদ হচ্ছে হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।’ নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার’ সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সউদী ওহাবী সরকার কুরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফ-এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করে মনগড়া নিয়মে আরবী মাসের তারিখ গণনা করার কারণে বিগত বহু বছর ধরে পবিত্র হজ্জ বাতিল হচ্ছে। ১৪৩০ হিজরীতে অনুষ্ঠিত পবিত্র হজ্জ বাতিল হবার পূর্বেই বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়া ফরয-ওয়াজিব।”

সউদী ওহাবী সরকারের এ বছরেও পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমানকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব কর্তৃক পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করার যে তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে তার মধ্যে ২৮ বছরের মধ্যে ৩১ ভাগ সময় সূর্যের পূর্বেই চাঁদ অন্ত যায়। ৪৬ ভাগ সময় বাইনোকুলারেও চাঁদ দেখা যায়নি। ২৩ ভাগ সময় চাঁদ দেখা যাবার কিছুটা সম্ভাবনা ছিল।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এমন অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে, যে বছরগুলোতে সউদী আরবে চাঁদ দেখার দাবি করা হয়েছিলো চাঁদ অমাবস্যায় যাওয়ার পূর্বে। চাঁদ না দেখে আরবী মাস শুরু করা বা অমাবস্যায় যাওয়ার পূর্বেই চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবী করে আরবী মাস শুরু করার বিষয়টি সত্যিই এক বিস্ময়। পরিকল্পিতভাবেই সউদী আরব যুগ যুগ ধরে এ কাজটি করছে এবং মুসলমানদের আমলগুলো নষ্ট করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মুসলমান তাদের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে আসে পবিত্র ভূমি মক্কা শরীফ-এ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে। অথচ সউদী সরকারের হেয়ালীপনার কারণে, ইহুদীদের গোলামী করার কারণে পবিত্র হজ্জ বাতিল হচ্ছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ৯ই যিলহজ্জ-এ সূর্য ঢলার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ-এর সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয। চাঁদ না দেখে একদিন বা দুইদিন পূর্বে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করলে অকুফে আরাফা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই যিলহজ্জ বা ৮ই যিলহজ্জ। অথচ এসব দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে অকুফে আরাফার ফরয বাতিল হবার পাশাপাশি আরও অনেক ওয়াজিব আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন ১০ই যিলহজ্জ শরীফ-এ মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যদি কেউ ৯ই যিলহজ্জ মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে তবে তার ওয়াজিব আদায় হবে না। একইভাবে যাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব তাদের কেউ যদি ১০ই যিলহজ্জ মনে করে ৯ই যিলহজ্জ-এ কুরবানী আদায় করে তবে সে ওয়াজিবও আদায় হবে না। এমনভাবে তারিখ হেরফের হবার কারণে মুসলমানগণের অনেক আমলই বাতিল হয়ে যায়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি আরো বলেন, উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডারে ১৪৩০ হিজরীর পহেলা যিলহজ্জ দেখানো হয়েছে ১৮ই নভেম্বর ২০০৯, বুধবার থেকে। অর্থাৎ তারা চাঁদ দেখার দাবী করবে ১৭ই নভেম্বর,

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মঙ্গলবার। অথচ ১৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার মক্কা শরীফ-এ সূর্য অস্ত যাবে ৫টা ৪১ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে ৬টা ০৪ মিনিটে। অর্থাৎ মাত্র ২৩ মিনিট চাঁদ আকাশে অবস্থান করবে। দিগন্তরেখা থেকে চাঁদ মাত্র ৪ ডিগ্রী উপরে অবস্থান করবে ফলে বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপেও চাঁদ দেখা যাবে না। সুতরাং যদি সউদী আরব ১৮ই নভেম্বর থেকে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করে তা হবে চাঁদ না দেখেই আরবী মাস শুরু করা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, জনসাধারণের সুবিধার্থে আমরা ১৭ই নভেম্বরে সউদী আরবের আকাশ বা চাঁদের অবস্থান নিয়ে উম্মুল কুরার প্রকাশিত যিলহজ্জ মাসের ক্যালেন্ডার এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য আমরা প্রকাশ করলাম। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ীও প্রমাণিত হয় যে ১৭ই নভেম্বর ২০০৯ মঙ্গলবার চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। তারপরেও কেন ১৮ই নভেম্বর থেকে মাস শুরু হবে এটা বুঝতে পৃথিবীর মুসলমানদের আর বোঝার বাকী নেই।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, এই সউদী ওহাবী সরকার মূলতঃ কাফির মুশকিরদের তাবেদার। আর কাফির মুশরিকরা চায় মুসলমানগণ ঈমান আনার পর কিভাবে তাদের পুনরায় কাফির বানানো যায়। আর তাদের এই প্রচেষ্টায় হাত মিলিয়েছে এই সউদী ওহাবী সরকার।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, গত বছ বছর যাবত সউদী ওহাবী সরকারকে চাঁদের তারিখ হেরফের না করে শরীয়ত সম্মতভাবে মাস শুরু করার জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু কোন কিছুতেই তাদের বোধদয় হচ্ছে না। তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ পাক উনার ধরা অনেক কঠিন। এমন দিন আসবে যেদিন তাদের সালতানাতই ধসে যাবে সেদিন শুধু থাকবে আফসোস আর হাহাকার।

-০-

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ২৫-১১-২০০৯

নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যার ভাবার্থ হলো- আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক সহজ-সরল। সুতরাং মাস ২৯ বা ৩০ দিনে গণনা করবে।

সউদী ওহাবী শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে অতি বুদ্ধিমান ভেবে পৃথিবীর ২৫৫ কোটি মুসলমানকে চাঁদের বিষয়ে বোকা বানাবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবি করে মনগড়াভাবে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করাতে এ বছরেও পবিত্র হজ্জ বাতিল হতে যাচ্ছে।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি চাঁদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যার ভাবার্থ হলো- আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক সহজ-সরল। সুতরাং মাস ২৯ বা ৩০ দিনে গণনা করবে। সউদী ওহাবী শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে অতি বুদ্ধিমান ভেবে পৃথিবীর ৩০০ কোটি মুসলমানকে চাঁদের বিষয়ে বোকা বানাবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখার মিথ্যা দাবি করে মনগড়াভাবে পবিত্র যিলহজ্জ মাস শুরু করাতে এ বছরেও পবিত্র হজ্জ বাতিল হতে যাচ্ছে।”

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

পরিকল্পিতভাবে পবিত্র হজ্জ নষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে সউদী ওহাবী শাসকগোষ্ঠী এবং ইহুদী-মুশরিকদের চক্রান্তের বিষয়ে বিশ্বের সকল মুসলমানগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, এ বছরের হজ্জ নিয়ে সউদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'দৈনিক আল ইহসান'-এ ব্যানার হেডিং প্রকাশিত হবার পর সউদী আরবে অবস্থিত মুসলমানগণের মধ্যেও বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সউদী আরব থেকে পাঠানো রিপোর্টের বরাত দিয়ে দেশের অপর একটি দৈনিক পত্রিকা যিলহজ্জ মাসের তারিখ হেরফের করার বিষয়টি প্রকাশ করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, এছাড়াও একটি আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটির সূত্র থেকে জানা যায়, ১৭ই নভেম্বর, ২০০৯ মঙ্গলবার যেদিন সউদী আরব চাঁদ দেখার দাবি করে সেদিন সাউথ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য এবং সউদী আরব-এর প্রায় ১০ জন অ্যাস্ট্রোনমার মক্কা শরীফ-এর অবজারভেটরিতে উপস্থিত থেকে বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপেও চাঁদ দেখার চেষ্টা করেন। খালি চোখেতো নয়ই, বাইনোকুলার, টেলিস্কোপেও তারা কোন চাঁদ দেখতে পাননি। কিন্তু পরবর্তিতে রিয়াদের কাছে কোথাও চাঁদ দেখার খবর পরিবেশিত হলে তারা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মক্কা শরীফ-এর চেয়েও রিয়াদে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা ছিলো আরো ক্ষীণ। অথচ যে চাঁদ মক্কা শরীফ-এ দেখা যায়নি সে চাঁদ রিয়াদে দেখার দাবিটা যে সাজানো সে বিষয়ে এখন কারো কোনো সংশয় নেই।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, একদিন আগে যিলহজ্জ মাস শুরু করাতে উকুফে আরাফা অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার, ২৬শে নভেম্বর। অথচ সঠিক তারিখে মাস শুরু করলে পবিত্র হজ্জ পালিত হতো শুক্রবার,

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

২৭শে নভেম্বর, ২০০৯ যাকে 'আকবরী হজ্জ' বলে। অর্থাৎ এ বছরেও হজ্জ বাতিল হতে যাচ্ছে। কেননা হাজীগণ ৮ তারিখের পরিবর্তে ৭ তারিখে আরাফায় অবস্থান করবে। যার ফলে তাদের উকুফে আরাফায় অবস্থান করার ফরয তরকু হয়ে যাবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, আকবরী হজ্জ হলে সউদী আরবের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ সব সরকারি চাকরিজীবীরা বিশেষ বোনাস ও নতুন পোশাক পেতেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার হজ্জ পালন হওয়ায় এ বছর কর্মচারীরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি ক্যালেন্ডার একদিন এগিয়ে নিয়ে আসায় অনেক মুছল্লীদের মদীনা শরীফ-এ ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় হবে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সউদী আরবে পবিত্র শাওয়াল মাস প্রকৃতপক্ষে কতদিনে শেষ হয়েছিলো তা এখনো বিস্ময়। সউদী আরবের আল ওয়াতান, ওকাজ এবং সউদী গেজেট ও সউদী প্রেস এজেন্সি অনুযায়ী জানা যায়, তারা ১৯শে অক্টোবর থেকে পহেলা যিলক্বদ গণনা শুরু করে। অর্থাৎ শাওয়াল মাস ২৯ দিনে গণনা করেছিলো। কিন্তু ১৭ই নভেম্বর যখন এসে ঘোষণা দেয়, আজ যিলক্বদের ২৯ তারিখ; সে অনুযায়ী বোঝা যায়, শাওয়াল মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হয়েছিলো। আরবী মাস শুরু এবং শেষ করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে নিয়ম বর্ণনা করা আছে কিন্তু সউদী শাসকগোষ্ঠী কোন্ শরীয়ত অনুসরণ করে?

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী শাসকগোষ্ঠীকে চাঁদ বিষয়ে এখনই খালিছ তওবা-ইস্তিগফার করা উচিত। নতুবা তাদের নিস্তানাবুদ হওয়ার বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

১৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার সউদী আরবে চাঁদের অবস্থান থেকে বোঝা যায়, মক্কা শরীফ-এর চেয়েও রিয়াদে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা ছিলো আরো ক্ষীণ



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মক্কা শরীফ-এ চাঁদের অবস্থান	রিয়াদে চাঁদের অবস্থান
চাঁদের বয়স- ১৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	চাঁদের বয়স- ১৮ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
দিগন্ত রেখার উপর চাঁদের উচ্চতা- ৪ ডিগ্রি ২ মিনিট	দিগন্ত রেখার উপর চাঁদের উচ্চতা- ৩ ডিগ্রি ৭ মিনিট
সূর্যাস্ত ও চন্দ্রাস্তের সময়ের পার্থক্য- ২৩ মিনিট	সূর্যাস্ত ও চন্দ্রাস্তের সময়ের পার্থক্য- ২০ মিনিট
কৌণিক দূরত্ব- ১০ ডিগ্রি ১৬ মিনিট	কৌণিক দূরত্ব- ১০ ডিগ্রি ২ মিনিট

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ৩০-১২-২০০৯

যে বিষয়টি শরীয়তে ফরয-ওয়াজিব; সে বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করাও ফরয-ওয়াজিব।

যেহেতু চাঁদের সাথে আরবী মাস শুরু এবং সে মাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ জড়িত- ফলে পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চাঁদ দেখা সম্পর্কিত সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

-সাইয়িদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়িদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “যে বিষয়টি শরীয়তে ফরয-ওয়াজিব; সে বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করাও ফরয-ওয়াজিব। যেহেতু চাঁদের সাথে আরবী মাস শুরু এবং সে মাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ জড়িত- ফলে পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চাঁদ দেখা সম্পর্কিত সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।”

চাঁদের তারিখ ঘোষণা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীসহ সাধারণ মানুষ মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলে চাঁদ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করার পক্ষে গুরুত্বারোপ করে তিনি এ কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শাসকই শরীয়তের জ্ঞানে অভিজ্ঞ নয়। আবার যারা শরীয়তের ইলমে আগ্রহী তারা উলামায়ে ছু'দের দ্বারা বিভ্রান্ত বলে অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়তের সঠিক অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় না।

চাঁদের বিষয়ে বলতে গিয়ে মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে ক্বিফায়া। খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা, অমাবস্যার দিন চাঁদ দৃশ্যমান না হওয়া, কোন প্রকার পদ্ধতি (যেমন- বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ, কম্পিউটার প্রভৃতি) ব্যবহার করে চাঁদ দেখে মাস শুরু না করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনেকেরই সঠিক ইলম এবং সমঝের অভাব রয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মুসলিম দেশ নাইজেরিয়া এ যাবৎকাল ধরে অমাবস্যা অনুযায়ী মাস গণনা করেছে এবং এর নেপথ্যে রয়েছে উলামায়ে ছু'র দল।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটির কয়েকজন নাইজেরিয়ান সদস্যদের হস্তক্ষেপে খালি চোখে চাঁদ দেখে মাস শুরু হবার একটি প্রক্রিয়া সে দেশে শুরু হয়েছে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

পূর্বে সউদী আরবকে অনুসরণকারী দেশ ওমানও বর্তমানে খালি চোখে চাঁদ দেখে মাস গণনা করছে।

কিন্তু বরাবরের মত সউদী আরব এই নতুন (১৪৩১) হিজরী সনের পহেলা মাস মুহররমুল হারাম মাসটি একদিন পূর্বে চাঁদ না দেখেই শুরু করেছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবের শাসকগোষ্ঠী এবং চাঁদ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে 'দৈনিক আল ইহসান শরীফ' এবং 'মাসিক আল বাইয়্যিনাত শরীফ'-এ প্রকাশিত লিখনী এবং 'মাজলিসূরুইয়াতে হিলাল'-এর তরফ থেকে বিভিন্ন দফায় আলোচনা করেও আরবী মাস শুরুর ক্ষেত্রে তাদের মনগড়া পদ্ধতি থেকে ফিরানো সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ তাদের বানানো উম্মুল কুরার নিয়ম অনুসরণ করেই (কখনো ইচ্ছামাফিক ব্যতিক্রম করে) মাস গণনা করে যাচ্ছে; যা কী-না শরীয়তসম্মত নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় চাঁদ দেখা বিষয় সিলেবাস থাকা অপরিহার্য। তবে সউদী আরবের ছয়টি চাঁদ দেখা কমিটি এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ বিভাগে কর্মরত মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতামত উপেক্ষা করে যখন মনগড়াভাবে চাঁদের তারিখ ঘোষণা করা হয় সেক্ষেত্রে চাঁদ বিষয় সিলেবাস অন্তর্ভুক্তিতে তারা কতটুকু আন্তরিক হবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের মুসলমানদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে হলেও সউদী কর্তৃপক্ষের এই আন্তরিকতা বিশেষ প্রয়োজন।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ১১-০১-১০

অধিকাংশ সময় সউদী আরব চাঁদ দেখার দাবি করে- কিন্তু সউদী আরবের পশ্চিমের কোন দেশ থেকে তাদের এই দাবি প্রমাণিত হয় না। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মিথ্যাচার করা থেকে সউদী সরকারের বিরত থাকা উচিত। খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস গণনা করা শরীয়তের নির্দেশ।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “অধিকাংশ সময় সউদী আরব চাঁদ দেখার দাবি করে- কিন্তু সউদী আরবের পশ্চিমের কোন দেশ থেকে তাদের এই দাবি প্রমাণিত হয় না। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মিথ্যাচার করা থেকে সউদী সরকারের বিরত থাকা উচিত। কেননা খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস গণনা করা শরীয়তের নির্দেশ।”

সউদী চাঁদ দেখা কমিটির চাঁদ দেখা নিয়ে মিথ্যাচার বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের পশ্চিমের দেশগুলোতে (অতি উচ্চ অক্ষাংশের দেশ ছাড়া) চাঁদ আরো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকার পরও যদি সেদেশের পশ্চিমের দেশগুলোতে চাঁদ দেখা না যায়, তবে ধরে নিতে হবে পূর্বের দেশটির চাঁদ দেখার দাবি মিথ্যা।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরব যদি কখনো চাঁদ দেখার দাবি করে তবে তার অনেক পশ্চিমে অবস্থিত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে অবশ্যই চাঁদ দেখা যাবে। কেননা, সউদী আরবে সন্ধ্যার প্রায় ১০-১১ ঘণ্টা পর ক্যালিফোর্নিয়াতে সন্ধ্যা নামে। এই সময়ে চাঁদ আরো বেশি সূর্য থেকে সরে আসে এবং চাঁদ আরো বেশি আলো প্রতিফলিত করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ১৪২৭ হিজরীর পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ সউদী আরব যেদিন দেখেছিলেন বলে দাবি করে, ঐদিন (প্রায়) ১০-১১ ঘণ্টা পর নর্থ আমেরিকার দক্ষিণে যে মুহূর্তে সূর্য ডুবে তার আগেই সেদিনের চাঁদ অস্ত যায় এবং নর্থ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় সূর্য ডুবার মাত্র ৭ মিনিট পর চাঁদ অস্ত যায়। তা হলে সে চাঁদ কী করে ১০-১১ ঘণ্টা পূর্বেই সউদী আরব দেখতে পেয়েছিলেন? সেটা আসলেই ভাববার বিষয় নয় কি?

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ সউদী চাঁদ দেখা কমিটি চাঁদ না দেখেই মিথ্যা সাক্ষীর বরাতে আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করে, যা কাট্টা কুফরী হয়েছে। সুতরাং যখন বা যেদিন সউদী আরব চাঁদ দেখার দাবি করবে, সেদিন তার পশ্চিমের দেশগুলোর চাঁদ দেখার ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত; যাতে সউদী সরকারের মিথ্যাচারিতা প্রমাণ করা যায়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে অমাবস্যা সংঘটিত হবে ১৫ জানুয়ারি ২০১০ ঈসাব্দ, শুক্রবার। সেদিন সউদী আরবে চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। সউদী আরবে সফর মাসের চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে ১৬ জানুয়ারি শনিবার, বাংলাদেশের পর। খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ। তাই চাঁদ দেখেই আরবী

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

(১৪৩১ হিজরী) ছফর মাস শুরু করা হোক এটাই বিশ্বের সকল মুসলমান সউদী মুসলমানদের নিকট প্রত্যাশা করে।

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ১৪.১২.০৯

সউদী আরবে ১৪৩০ হিজরী সনের ১০টি মাসই চাঁদ না দেখে শুরু হয়েছে।

ঘটনাক্রমে দুটো মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও সে দুটো মাসে সরকারি পর্যায় থেকে চাঁদ দেখার আয়োজন হয়নি।

বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমানের হক হচ্ছে- ১৪৩১ হিজরী সনের প্রতিটি মাস যেন সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশে চাঁদ দেখে শুরু করা হয়।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহ'ইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “সউদী আরবে ১৪৩০ হিজরী সনের ১০টি মাসই চাঁদ না দেখে শুরু হয়েছে। ঘটনাক্রমে দুটো মাস সঠিক তারিখে শুরু হলেও সে দুটো মাসে সরকারি পর্যায় থেকে চাঁদ দেখার আয়োজন হয়নি। বিশ্বের ৩০০ কোটি মুসলমানের হক হচ্ছে- ১৪৩১ হিজরী সনের প্রতিটি মাস যেন সউদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশে চাঁদ দেখে শুরু করা হয়।”

চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করার বিষয়ে সউদী আরবের শরীয়তবিহীন কার্যক্রমের ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি এ মূল্যবান কুওল শরীফ প্রকাশ করেন।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, ১৪৩০ হিজরী সনের ১২টি মাসের মধ্যে ৮টি মাস যেদিন শুরু করা হয়েছিলো, সেদিন চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ২টি মাসে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাকলেও আকাশ মেঘলা থাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। কিন্তু উম্মুল কুরার ক্যালেন্ডার অনুসরণের লক্ষ্যে সউদী আরব পরবর্তী দিন থেকে আরবী মাসের তারিখ ঘোষণা করেছিলো। যে দুটো মাস সঠিক তারিখে শুরু হয়েছিলো, সে মাস দুটোতে সরকারিভাবে চাঁদ দেখার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এসব তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সউদী আরব চাঁদ দেখে মাস শুরু করার শরীয়তের নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, আর মাত্র কয়েকদিন পর শুরু হতে যাচ্ছে নতুন হিজরী সন ১৪৩১। বিশ্বের সকল মুসলমানের হক হচ্ছে- যেন নতুন হিজরী সনের প্রথম মাস মুহররমুল হারাম থেকে সউদী আরবসহ বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা হয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, জিরোমুন সংঘটিত হবে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯, বুধবার। সেদিন সউদী আরবে সূর্যাস্তের পূর্বেই চাঁদ অস্ত যাবে। ফলে ১৭ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে মুহররমুল হারাম মাস শুরু হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হবার সম্ভাবনা রয়েছে ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯, বৃহস্পতিবার। সেদিন দিগন্ত রেখা থেকে চাঁদ প্রায় ৯ ডিগ্রি উপরে অবস্থান করবে। যেহেতু সউদী আরব যিলহজ্জ মাসের তারিখ গণনায় সঠিক ছিল না বরং একদিন আগে শুরু করেছিলো, ফলে ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে মুহররমুল হারাম মাস গণনা করতে চাইলে তাদের যিলহজ্জ মাস ৩০ দিনের পূর্ণ করতে হবে।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

আর কোন কারণবশতঃ ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯, বৃহস্পতিবার চাঁদ দৃশ্যমান না হলে, সঠিক গণনা মতে ১৯ ডিসেম্বর হবে মুহররমুল হারাম মাসের পহেলা তারিখ। আর যিলহজ্জ মাস মনগড়া তারিখে শুরু হবার ফলে সউদী আরবকে যিলহজ্জ মাসটি ৩১ দিনে গণনা করতে হবে; যা কখনোই সম্ভব নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি সবশেষে বলেন, অতীতের সকল ভুলগুলো শুধরে নিয়ে সউদী আরবসহ সউদী আরবের অনুসারী সকল দেশগুলোর উচিত- চাঁদ দেখে আরবী মাস গণনা করা। যেহেতু চাঁদের সাথে মুসলমানদের ঈমান-আমলের বিষয়টি জড়িত। তবে যারা এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশের অনুসারী হবেন তারা মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার কাছ থেকে পাবেন সীমাহীন কল্যাণ। আর যারা শরীয়তের নির্দেশের বাইরে গিয়ে মনগড়াভাবে চলবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সীমাহীন লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ২৪-০১-২০১০

শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে- খালি চোখে চাঁদ দেখে আরবী মাস শুরু করা, এর ব্যতিক্রম করা কুফরী। অথচ বিভিন্ন মুসলিম দেশ খালি চোখে চাঁদ না দেখে তাদের মনগড়া মানদণ্ড অনুযায়ী আরবী মাস শুরু করে, যা কখনোই শরীয়তসম্মত নয়।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, “শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে- খালি চোখে চাঁদ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দেখে আরবী মাস শুরু করা, এর ব্যতিক্রম করা কুফরী। অথচ বিভিন্ন মুসলিম দেশ খালি চোখে চাঁদ না দেখে তাদের মনগড়া মানদণ্ড অনুযায়ী আরবী মাস শুরু করে, যা কখনোই শরীয়তসম্মত নয়।”

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি খালি চোখে চাঁদ না দেখে মনগড়া মানদণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন মুসলিম দেশে আরবী মাস শুরু করার বিষয়টিকে ঐসব শাসকদের শরীয়তের ইলমহীনতা এবং ইহুদী-মুশরিকদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র যে দেশ অর্থাৎ খোদ সউদী আরব চাঁদ না দেখে মনগড়াভাবে বানানো পদ্ধতি অনুযায়ী আরবী মাস শুরু করে থাকে। যেমন ছফর মাসটি ঘটনাক্রমে সউদী আরবে সঠিক তারিখে শুরু হয়েছে। তবে এর জন্য সরকারি তরফ থেকে চাঁদ দেখার কোন আয়োজন করা হয়নি। ছফর মাসটি সঠিক তারিখে শুরু হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসটির ভুল গণনা। পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসটি সউদী আরবে ২৯ দিনে শেষ হলেও তারা মাসটি ৩০ দিনে গণনা করেছে। কেননা গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার সউদী আরবে পবিত্র মুহররমুল হারাম মাসের চাঁদ দেখা না গেলেও সউদীর ওহাবী কর্তৃপক্ষ ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী, শুক্রবার থেকে পহেলা মুহররমুল হারাম গণনা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে সঠিক গণনা অনুযায়ী সউদী আরবে ছফর মাসের চাঁদ যেদিন দেখা গেছে সেদিনটি ছিল ২৯শে মুহররমুল হারাম, ৩০শে মুহররম নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, মনগড়া মানদণ্ড অনুযায়ী আরবী মাস শুরু করার ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সউদী আরবকেও ছাড়িয়ে গেছে। ১৫ জানুয়ারি ২০১০ ঈসায়ী, শুক্রবার ছিল অমাবস্যার দিন। সেদিন পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। অথচ নাইজেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ১৬ জানুয়ারি থেকে ছফর মাস শুরু করেছে। অর্থাৎ অমাবস্যা অনুযায়ী তারা মাস গণনা করেছে।

এছাড়াও ইন্দোনেশিয়াতে ১৬ জানুয়ারি চাঁদ দেখা না গেলেও ছফর মাস শুরু হয়েছে ১৭ জানুয়ারি রোববার থেকে। কেননা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

ব্রুনাই এ দেশগুলোও খালি চোখে চাঁদ না দেখে “মেবিমস ক্রাইটেরিয়া” নামক একটি মনগড়া মানদণ্ড ব্যবহার করে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি সবশেষে বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আরবী মাস শুরুর ক্ষেত্রে যত রকম পদ্ধতিই ব্যবহার করুক না কেন তা সঠিক হবে না, যদি তা শরীয়ত দ্বারা সমর্থিত না হয়। আর শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে আরবী মাসের ২৯তম দিনে পশ্চিম আকাশে চাঁদ তালাশ করতে হবে, যা ওয়াজিবে কিফায়া। চাঁদ দেখা গেলে নতুন আরবী মাস শুরু হবে আর চাঁদ দেখা না গেলে মাসটি ত্রিশ দিনে পূর্ণ করতে হবে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বিশ্বের সব মুসলিম দেশের শাসকদের উচিত- আরবী মাস শুরু করার প্রয়োজনীয় ইলম হাছিল করে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী মাস শুরু করার আয়োজন করা। কেননা আরবী মাসের সাথে মুসলমানদের বিভিন্ন উৎসব-পর্ব ও নেক আমলসমূহ জড়িত। মনগড়া তারিখে মাস শুরু হবার কারণে যদি মুসলমানদের আমলের ক্ষতি হয়, তবে সে জন্য এ সব শাসকদের কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

### দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ১৫/০২/২০১০

২৯ ছফর রোজ সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারি) দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে মহাসম্মানিত মাস রবীউল আউয়াল শরীফ শুরু হবে। তবে এর পূর্বে পৃথিবীর কোথাও রবীউল আউয়াল শরীফ-এর চাঁদ দেখা যাবে না। আর দেখা যাওয়াও সম্ভব নয়।

কাজেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের উচিত হবে- চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে এই বরকতময় মাস শুরু করা এবং অত্যন্ত জওক ও শওক-এর সাথে বিলাদাতুর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস্ সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, “২৯ ছফর রোজ সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারি) দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে মহাসম্মানিত মাস রবীউল আউয়াল শরীফ শুরু হবে। তবে এর পূর্বে পৃথিবীর কোথাও রবীউল আউয়াল শরীফ-এর চাঁদ দেখা যাবে না। আর দেখা যাওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের উচিত হবে- চাঁদ দেখে সঠিক তারিখে এই বরকতময় মাস শুরু করা এবং অত্যন্ত জওক ও শওক-এর সাথে বিলাদাতুর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা।”

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ সঠিক তারিখে শুরু করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে, মর্যাদার সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, সৃষ্টির শুরু থেকে এ যাবৎ এবং অনন্তকাল পর্যন্ত মাস হিসেবে রবীউল আউয়াল শরীফ সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মাস। তাই এই মাসকে বলা হয় শাহরুল আ'যম।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাস হচ্ছে- ‘ভাষা আন্দোলনের মাস’। মার্চ মাস হচ্ছে- ‘স্বাধীনতার মাস’। ডিসেম্বর হচ্ছে- ‘বিজয় দিবসের মাস’। এ রকম বিভিন্ন মুসলিম দেশেও তাদের জাতিগত, ভাষাগত এছাড়াও নানা কারণে অনেক আলোচিত মাস রয়েছে। এ সকল মাসে দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা বিশেষ ফিচার প্রকাশ করে। বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। অথচ সকল মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ-এ আয়োজন হওয়া উচিত সকল আয়োজনের চেয়েও বেশি। কেননা, যিনি সৃষ্টির মূল, যিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের রহমত, বরকত, ছাকিনা, শাফায়াত, নাযাত তথা সবকিছুর মূল- তিনি এ মাসে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন এবং এ সম্মানিত মাসেই মহান আল্লাহ পাক উনার সঙ্গে দীদারে মিলিত হয়েছেন।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ১২ই রবীউল আউয়াল শরীফ-এ ছুটি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু একদিন ছুটি ঘোষণা করেই দায়িত্ব পালিত হয় না। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার মুবারক জীবনী অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, দেশে যে কোন ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন পর্যায় থেকে, আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক, প্রকাশনা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। অথচ সরকারি, আধা সরকারি, ব্যক্তিগত বিভিন্ন পর্যায় থেকে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার শান মান মর্যাদা মুবারক নিয়ে অনেক অনেক বেশি আলোচনা, মাহফিল, মীলাদ শরীফ পাঠ-এর আয়োজন হওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, যে জাতি তার রসূল হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার মর্যাদা প্রকাশ করতে কৃপণতা করবে সে জাতি কখনো গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, মুসলিম জাতি যদি আবার তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে তাদের উচিত হবে- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- উনার সুন্নাহ শরীফ-এর উপর পরিপূর্ণ ইস্তিকামত থাকা এবং অনন্তকাল ধরে আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার উনার ছানা-সিফতে নিয়োজিত থাকা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী তিনি বলেন, যেহেতু পবিত্র রবীউল আউয়াল মাস সমাগত তাই বিশ্বের সকল দেশ বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে- সঠিক তারিখে চাঁদ দেখে খোশ আমদেদ জানিয়ে এ বরকতময় মাস শুরু করা। চাঁদ দেখার আয়োজনও হবে এই পবিত্র মাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার একটি অংশ। মহান আল্লাহ পাক তিনি আমাদের সেই প্রচেষ্টা কবুল করুন। (আমীন)

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ২৩.০২.১০

সকল ঈদের সেরা ঈদ পালিত হবার মাস হচ্ছে মাহে রবীউল আউয়াল শরীফ- যা সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু সউদী আরবসহ অনেক মুসলিম দেশ এ মাসে চাঁদ তালাশের সঠিক আয়োজন এবং সঠিক তারিখে মাস শুরু না করে- এ মাসের প্রতি যথাযথ তা'যীম-তাকরীম প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে আদবের খিলাফ করেছে।

অথচ চাঁদ তালাশ করা ছিল ওয়াজিবে কিফায়া। আর এ মাসের প্রতি তা'যীম-তাকরীম প্রকাশ করা ফরয-ওয়াজিব।

-সাইয়্যিদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, আওলাদুর রসূল, হাবীবুল্লাহ, রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “সকল ঈদের সেরা ঈদ পালিত হবার মাস হচ্ছে মাহে রবীউল আউয়াল শরীফ- যা সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সউদী আরবসহ অনেক মুসলিম দেশ এ মাসে চাঁদ তালাশের সঠিক আয়োজন এবং সঠিক তারিখে মাস শুরু না করে- এ মাসের প্রতি যথাযথ তাযীম প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে আদবের খিলাফ করেছে। অথচ চাঁদ তালাশ করা ছিল ওয়াজিবে কিফায়া। আর এ মাসের প্রতি তা'যীম-তাকরীম প্রকাশ করা ফরয-ওয়াজিব।”

পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসে চাঁদ তালাশ করা, যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা, খুশি প্রকাশ করা ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিশ্বের সকল মুসলিম দেশগুলোকে আরো সজাগ ও সচেতন হওয়ার লক্ষ্যে নছীহত প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, সউদী আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ যেমন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, সোমালিয়াতে অমাবস্যার কারণ

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

১৪ ফেব্রুয়ারি, রোববার চাঁদ দেখা যায়নি। অথচ এসকল দেশ পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ শুরু করেছে ১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার শরীফ থেকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ওঈঈউচ (ওংযধসরপ ঈংবংপবহঃ ঊনংবৎনধঃরডুহ চৎডলবপঃ) একটি আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটির সূত্র থেকে জানা যায়, উপরোল্লিখিত দেশগুলোর যে সকল পর্যবেক্ষক ১৪ ফেব্রুয়ারি, রোববার চাঁদ দেখতে পাইনি সে সকল পর্যবেক্ষকগণ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার চাঁদ দেখতে পেয়েছেন। অথচ চাঁদের প্রকৃত হিসাবে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার হওয়া উচিত ঐ সকল দেশে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের পহেলা তারিখ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, রোববার অমাবস্যার দিন থাকায় চাঁদ দেখার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। অথচ এ সকল দেশ খালি চোখে চাঁদ দেখার পরিবর্তে তাদের মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করে বলে সঠিক তারিখে রবীউল আউয়াল শরীফ মাস শুরু হয়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আরবী প্রতিটি মাসেই রয়েছে কিছু ইবাদত-বন্দীগীর বিষয়; যা দিয়ে সে মাসগুলোকে সম্মানিত করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ সম্মানিত এ কারণে, যেহেতু সকল ইবাদত-বন্দীগী, নামায-কালাম একথা সকল সৃষ্টির যিনি মূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি এ পবিত্র মাসে যমীনে তাশরীফ এনেছেন আবার এ মাসেই মহান আল্লাহ পাক, উনার দীদারে মিলিত হয়েছেন। সুতরাং এ মাসের ফযীলত, গুরুত্ব, এ মাস উদযাপন করার পদ্ধতি, এ মাসে করণীয় বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সকল মুসলিম দেশের শাসকদের উচিত বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া। আর চাঁদ দেখে মাস শুরু হওয়াটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, একটি দেশের প্রধান হওয়া হয়তো কিছুটা সম্মানের। কিন্তু তাদের জবাবদিহিতা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং কেউ যদি প্রকৃত সম্মানের অধিকারী হতে চায় সে যেন যথেষ্ট তা'যীম-তাকরীমের সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর শাসকশ্রেণীর তাদের নিজেদের নাযাতের জন্যে হলেও এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

নীচের দেশগুলোতে ১৪ ফেব্রুয়ারি,  
রোববার চাঁদ দেখা যায়নি

অথচ পবিত্র রবিউল আউয়াল শরীফ শুরু করেছে ১৫ই  
ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে।

দেশ	১৪ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	মাস শুরু হয়েছে	হওয়া উচিত ছিলো
সউদি আরব	চাঁদ দেখা যায়নি পর্যবেক্ষক: বান্দার আল বোথী	চাঁদ দেখা গেছে পর্যবেক্ষক- বান্দার আল বোথী	১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার	১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
ইন্দোনেশিয়া	চাঁদ দেখা যায়নি	চাঁদ দেখা গেছে পর্যবেক্ষক- বেমবং ইকো লাস মাদি	১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার	১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
মালয়েশিয়া	চাঁদ দেখা যায়নি	চাঁদ দেখা গেছে পর্যবেক্ষক: মিঃ কাসিম বাহালি	১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার	১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সোমালিয়া	চাঁদ দেখা যায়নি পর্যবেক্ষক: হাজী আব্দুল	চাঁদ দেখা গেছে পর্যবেক্ষক: হাজী আব্দুল	১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার	১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

	আজিজ বাসীর	আজিজ বাসীর		
নাইজেরিয়া	চাঁদ দেখা যায়নি পর্যবেক্ষক: মুহম্মদ কামার উদ্দিন ইয়াসিন	চাঁদ দেখা যায়নি পর্যবেক্ষক: মিঃ সিমওয়ানা জিব্রিল	১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার	১৬ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ১৪-০৩-১০

চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা অনুযায়ী সউদী আরবে রবীউছ হানী  
মাস শুরু হলে পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ৩১ দিনে পূর্ণ  
করতে হবে। চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে রবীউল আউয়াল শরীফ মাস  
শুরু করায় হিসাবের এই গরমিল। চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া  
হলেও সঠিক তারিখে মাস শুরু করা ফরয ওয়াজিব।

-সাইয়িদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ,  
ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম,  
আওলাদে রসূল, সাইয়িদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত  
মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা  
অনুযায়ী সউদী আরবে রবীউছ হানী মাস শুরু হলে পবিত্র রবীউল আউয়াল  
শরীফ মাস ৩১ দিনে পূর্ণ করতে হবে। চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে রবীউল  
আউয়াল শরীফ মাস শুরু করায় হিসাবের এই গরমিল। চাঁদ তালাশ করা  
ওয়াজিবে কিফায়া হলেও সঠিক তারিখে মাস শুরু করা ফরয ওয়াজিব।

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়িদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ  
হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদা জিল্লুল আলী তিনি বিশ্বের সব দেশেরই যে চাঁদ



## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দেখে সঠিক তারিখে মাস শুরু করা দায়িত্ব-কর্তব্য, এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঈসায়ী, মঙ্গলবার সউদী আরবে পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলেও মাসটি শুরু করেছিলো ১৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার চাঁদ না দেখেই। সউদী আরবের হিসাব অনুযায়ী ১৫ মার্চ ২০১০ ঈসায়ী, সোমবার হয় ২৯ রবীউল আউয়াল শরীফ (সঠিক হিসাবে ২৮ রবীউল আউয়াল শরীফ)। অথচ ১৫ মার্চ সোমবার অমাবস্যার দিন, সেদিন পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। এমনকি ১৬ মার্চ, মঙ্গলবারেও (চাঁদের সঠিক হিসাবে সউদী আরবে যেদিন ২৯ রবীউল আউয়াল শরীফ) সউদী আরবে চাঁদ দৃশ্যমান হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার সউদী আরবে চাঁদের বয়স হবে ১৮ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। দিগন্তরেখা থেকে চাঁদের উচ্চতা হবে মাত্র ৭ ডিগ্রি, কৌণিক দূরত্ব হবে প্রায় ১০ ডিগ্রি। ফলে সেদিন খালি চোখে চাঁদ দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সউদী আরব তাদের মনগড়া হিসাব অনুযায়ী রবীউল আউয়াল মাস ৩০ দিনে গণনা করার কথা বলে ১৭ মার্চ, বুধবার থেকে রবীউছ ছানী মাস শুরু করবে, যা উম্মুল কুরার মনগড়া ক্যালেন্ডারে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু চাঁদের সঠিক হিসাব অনুসারে ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার তাদের ২৯তম দিন। ফলে ১৭ মার্চ, বুধবার ৩০ দিন পূর্ণ করে ১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার থেকে মাস শুরু হলে বর্তমান মনগড়া হিসাব অনুযায়ী মাসটি ৩১ দিনে গণনা করতে হবে, আরবী মাসের ক্ষেত্রে যা কখনোই সম্ভব নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের চাঁদ দেখতে পেয়েছিলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঈসায়ী, সোমবার। সেই হিসাব অনুযায়ী ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার হবে সে সব দেশে (যেমন- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সউদী আরব, জর্দান, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, তানজানিয়া, সাউথ আফ্রিকা, নর্থ আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশ)

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

২৯শে রবীউল আউয়াল শরীফ। যদিও অনেক দেশ চাঁদের তারিখ নিয়ে হেরফের করেছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ২৯শে রবীউল আউয়াল শরীফ-এ রবীউছ ছানী মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হবে না। রবীউছ ছানী মাসে চাঁদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা শুরু হবে পৃথিবীর উত্তর দিক থেকে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ২৯ দিনে পূর্ণ না হয়ে ৩০ দিনে পূর্ণ হওয়াতে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান একটি অতিরিক্ত দিন নিয়ামত, রহমত, ছাকীনা প্রাপ্ত হবে। পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের ফাযায়িল, ফযীলত, বুয়ুগী, সম্মান, গুরুত্ব মানুষ যদি জানতো, যদি উপলব্ধি করতো, তবে বছরের প্রতিটি দিন এ মাসের অপেক্ষায় প্রহর গুণতো।

অথচ আজ আ'ম মুসলমানসহ মুসলিম দেশগুলোর সরকারপ্রধানরা পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাসের ফাযায়িল ফযীলত সম্পর্কে চরম উদাসীন। সউদী আরবের মত দেশ চাঁদ না দেখেই পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস শুরু করে এবং এই মাসের করণীয় সম্পর্কে বেখবর থাকে। পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসের চাঁদ তালাশ করা, চাঁদ দেখার পর এই মাসে খুশি প্রকাশ করা, পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয।

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

দৈনিক আল ইহসান হেড লাইন- ২৮-০৩-১০

মহাসম্মানিত রবীউল আউয়াল শরীফ মাস-এর ফযীলত হাছিলের জন্য আরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়ামত প্রাপ্তির আকাঙ্খা মুসলমানদের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ৩০ দিনে পূর্ণ করলেও সউদী আরব মনগড়া নিয়মে রবীউছ ছানী মাস শুরু করেছে।

-সাইয়িদুনা মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম

যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুনাহ, কুতুবুল আলম, মুর্শিদে আ'যম, আওলাদে রসূল, সাইয়িদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, “মহাসম্মানিত রবীউল আউয়াল শরীফ মাস-এর ফযীলত হাছিলের জন্য আরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়ামত প্রাপ্তির আকাঙ্খা মুসলমানদের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ৩০ দিনে পূর্ণ করলেও সউদী আরব মনগড়া নিয়মে রবীউছ ছানী মাস শুরু করেছে।”

পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস সঠিক তারিখে শুরু এবং শেষ করা, মাসব্যাপী খুশি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবকিছুই বিশুদ্ধ ঈমান আকীদা ও সুধারণা তথা হুসনে যনের সাথে সম্পৃক্ত- এ বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়ে মুজাদ্দিদে আ'যম মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী উনার উল্লিখিত কুওল শরীফ ব্যক্ত করেন।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, বাংলাদেশ, সউদী আরবসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ২৯ রবীউল আউয়াল শরীফ-এর সন্ধ্যায় বরকতময় রবীউছ ছানী মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে (আলজেরিয়া, কানাডা, এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত) পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস ৩০ দিনে

## চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

পূর্ণ হয়েছে। পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস যেহেতু রহমত, বরকত, ছাকিনা হাছিলের মাস, সুতরাং সারা পৃথিবীতে এই মহাবরকতময় মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবার বিষয়টিও ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

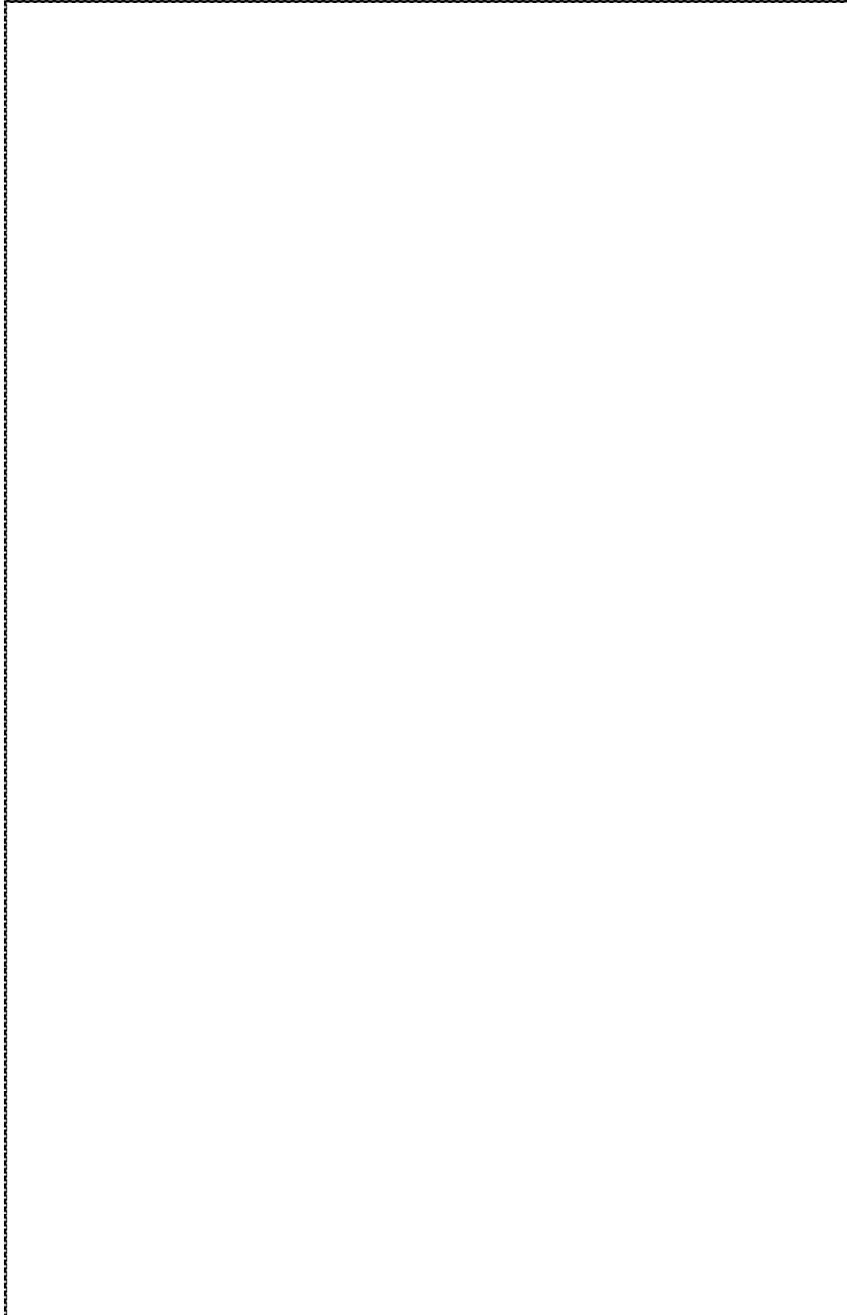
মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, আনন্দের মধ্যেও অত্যন্ত বেদনার বিষয় হলো- সউদী আরব এই শাহরুল আ'যম পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস-এর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সউদী আরব পবিত্র রবীউল আউয়াল শরীফ মাস শুরু করেছিলো চাঁদ না দেখে একদিন পূর্বে। আবার রবীউছ ছানী মাসও শুরু করেছে ১৭ মার্চ, ২০১০ বুধবার থেকে। অথচ ১৬ মার্চ ২০১০ মঙ্গলবার শুধু সউদী আরব নয়; আলজেরিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত পৃথিবীর কোথাও রবীউছ ছানী মাসের চাঁদ দৃশ্যমান হয়নি।

মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি বলেন, ১৬ মার্চ ২০১০ ঈসায়ী, মঙ্গলবার সউদী আরবে চাঁদের বয়স ছিল মাত্র ১৮ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। দিগন্তরেখা থেকে চাঁদের উচ্চতা ছিল মাত্র ৭ ডিগ্রি এবং কৌণিক দূরত্ব ছিল মাত্র ১০ ডিগ্রি (প্রায়)। সূর্য অস্ত যাওয়ার মাত্র ৩৪ মিনিটের মধ্যে চাঁদ অস্ত যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে শুধু বাইনোকুলার দিয়ে চাঁদ দেখা সম্ভব, যা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

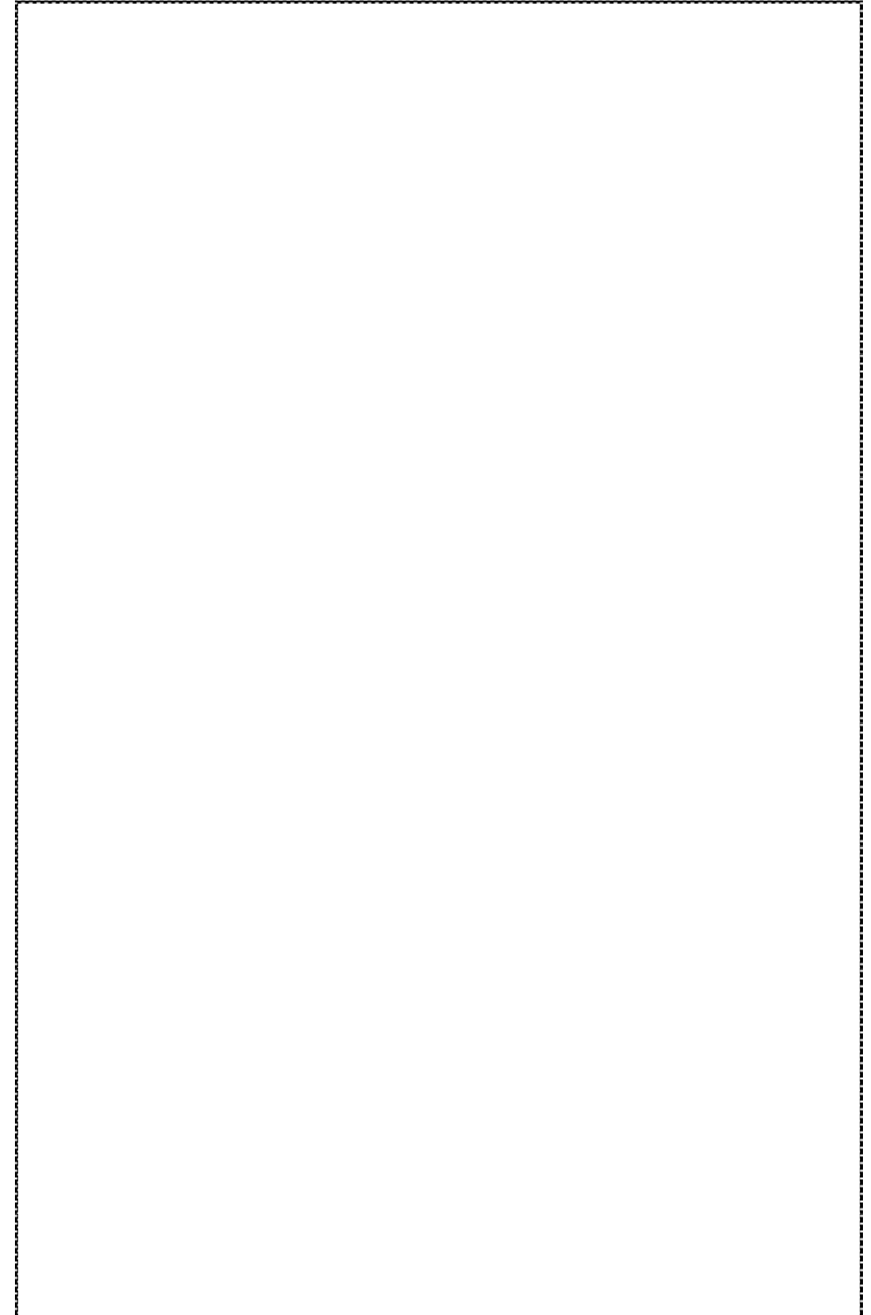
মুজাদ্দিদে আ'যম, ইমাম রাজারবাগ শরীফ-এর মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুল আলী তিনি সর্বশেষে বলেন, শুধু চারটি মাসে চাঁদ তালাশের বিষয়টি আসলে আম ফতওয়া। খাছ ফতওয়া অনুযায়ী প্রতি মাসেই চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিবে কিফায়া। যেহেতু একটি মাসের হিসাবের সাথে অন্য মাসের হিসাব জড়িত। আর চাঁদ খোঁজার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি জযবা এবং এটি শরীয়তের বিশেষ অনুষঙ্গ; যা খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মধ্যে নেই। সুতরাং সউদী আরব সরকারের উচিত- চাঁদ দেখে মাস শুরু করার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া। কেননা চাঁদ তালাশ করার বিষয়টি মহান আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনাদের নির্দেশ।

-০-

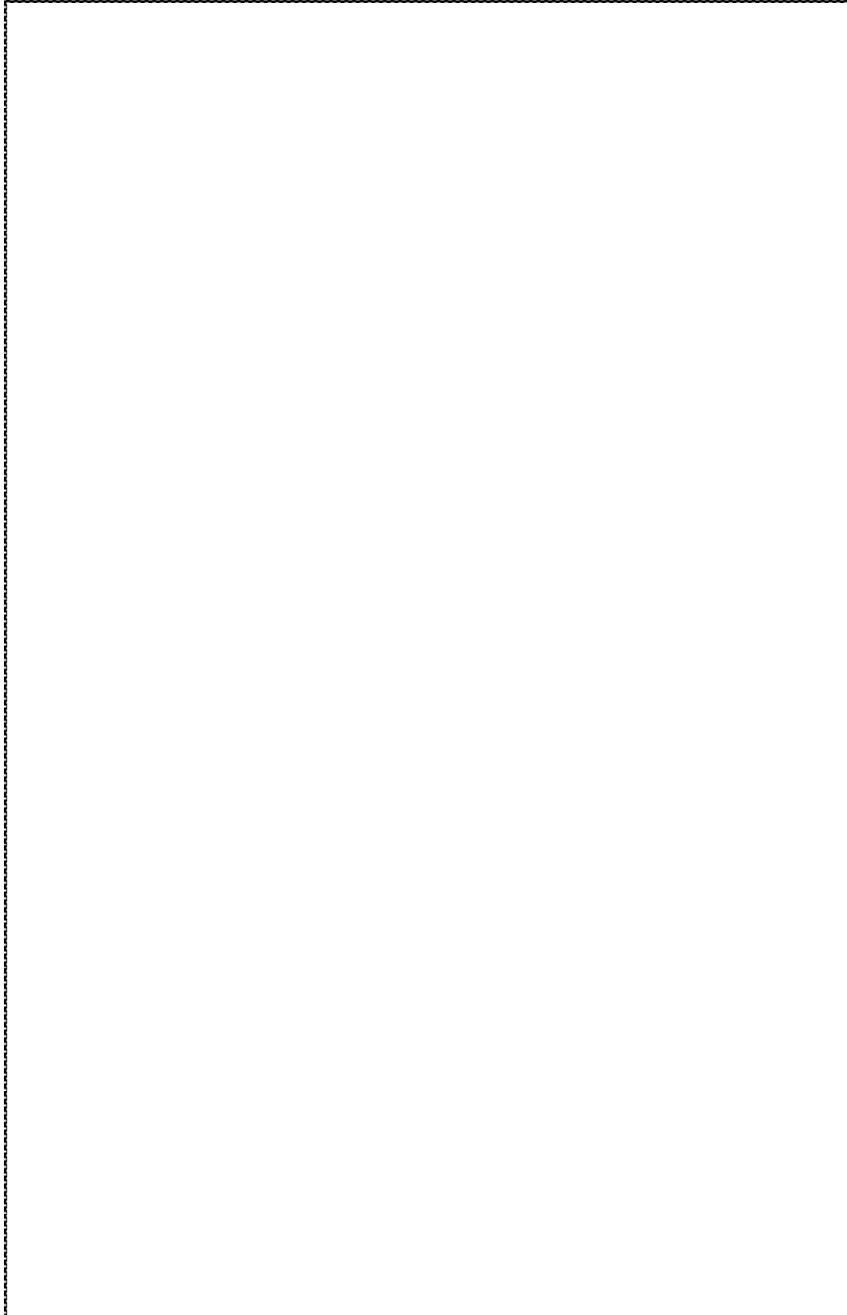
চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন



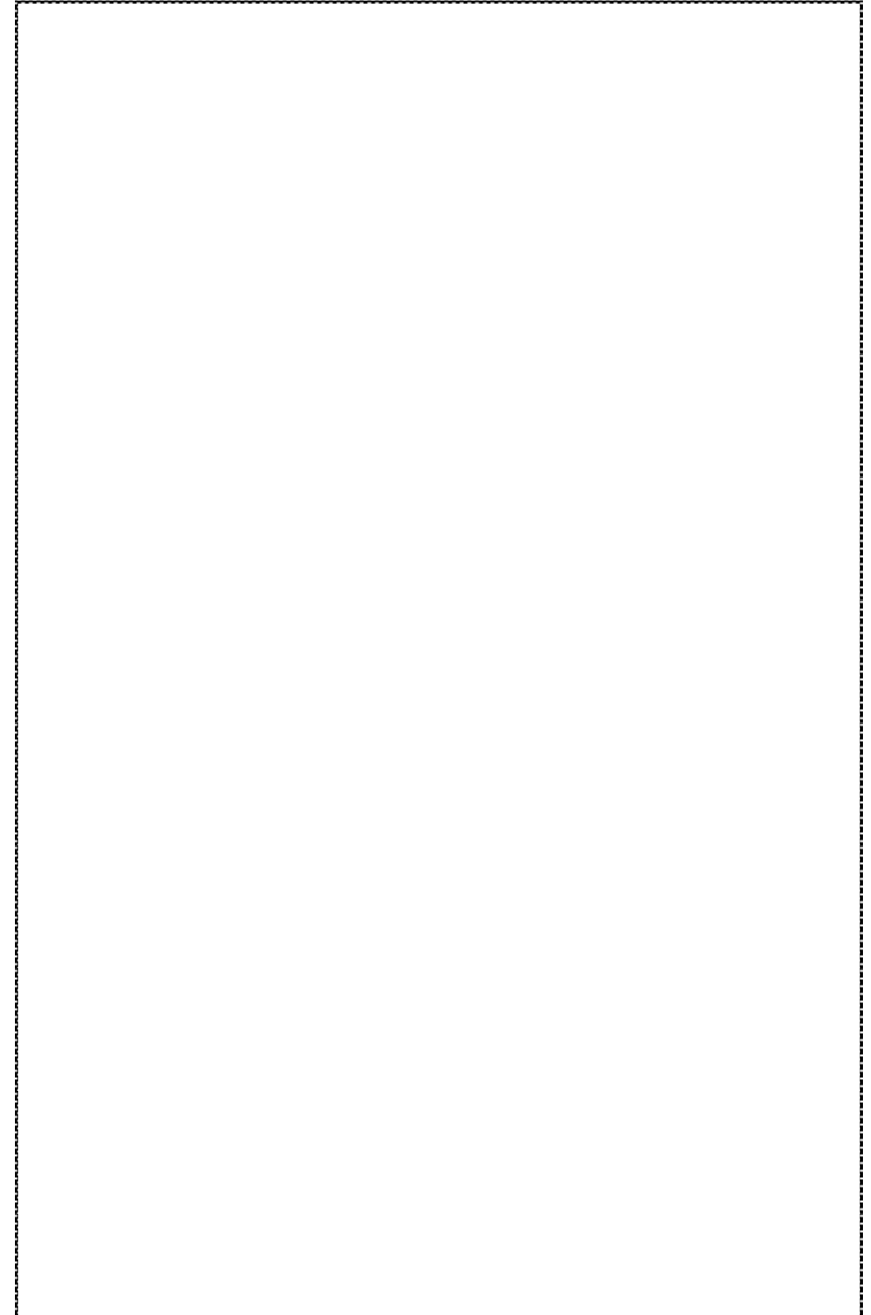
চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন



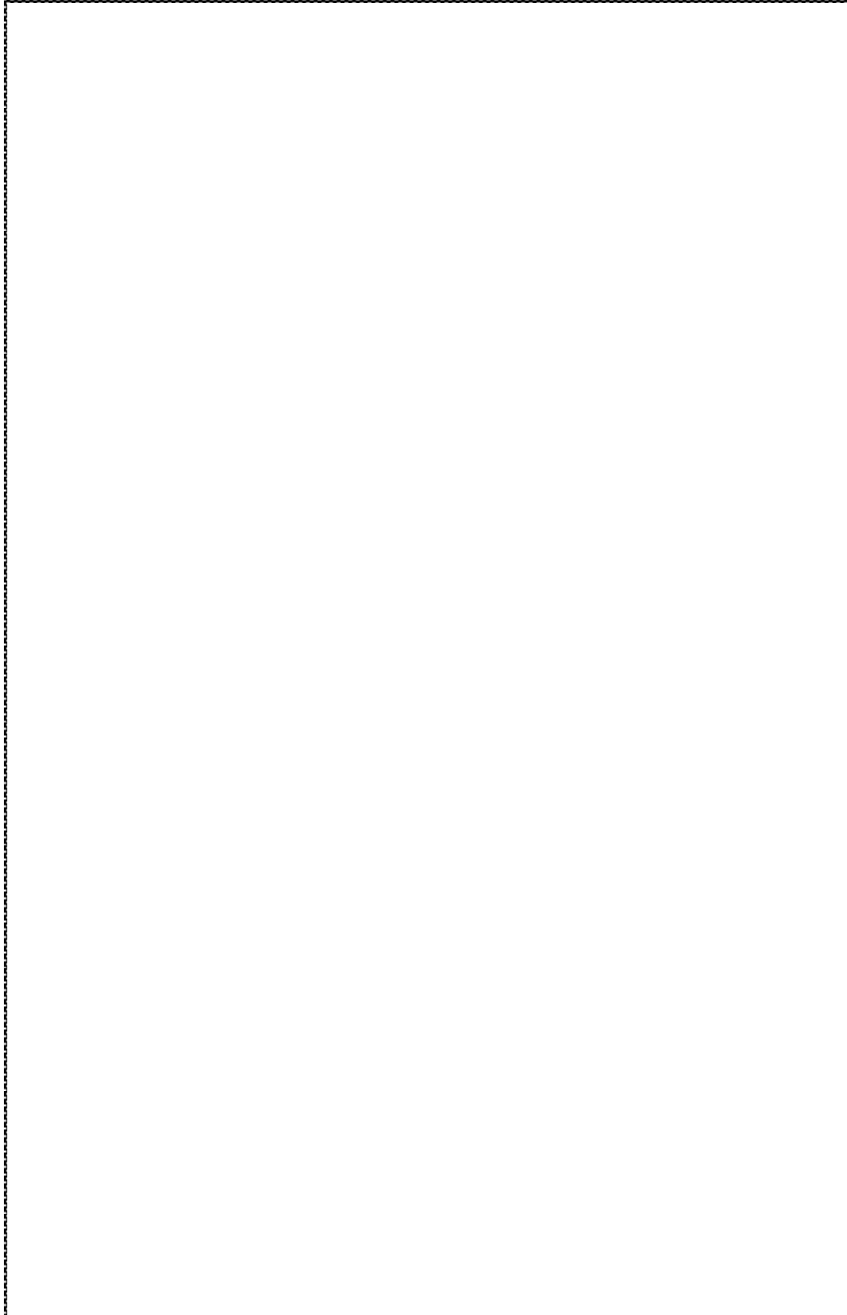
চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন



চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন



চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন



চাঁদ নিয়ে বিভ্রান্তি ও তার নেপথ্য কারন

